পরিমার্জিত সংস্করণ

মুফতি তাকি উসমানি

# স্পেনের কান্না

মুসলিম স্পেনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ
রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনি

# স্পেনের কান্না

হজরত মুফতি তাকি উসমানি দা. বা.

অনুবাদ
কাজী মোহাম্মদ হানিফ

মাকতাবাতুল হাসান

www.pathagar.com

# স্পেনের কান্না

**প্রথম সংস্করণ** : ডিসেম্বর ২০১৫
**সর্বশেষ সংস্করণ** : এপ্রিল ২০১৯
**গ্রন্থস্বত্ব** : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

**প্রকাশনায়**
**মাকতাবাতুল হাসান**
মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।
৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৭৮৭০০৭০৩০

**প্রচ্ছদ** : হাশেম আলী
**বর্ণসজ্জা** : মুহিব্বুল্লাহ মামুন

ISBN : 978-984-8012-20-8

**মূল্য : ২০০/- টাকা মাত্র**

**Spainer Kanna**
By Mufti Taki Usmani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan
Online Distributer: rokomari.com

www.pathagar.com

মুসলিম স্পেনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ
রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনি

# স্পেনের কান্না

www.pathagar.com

# সূচিপত্র



www.pathagar.com

# অভিমত

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"স্পেনের কান্না" একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনি। এ যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী আল্লামা তাকি উসমানির এই অনবদ্য ভ্রমণ কাহিনিটিতে আজ থেকে প্রায় একযুগ আগে মুসলিম স্পেন বা উন্দুলুসিয়ার কিছু ধ্বংসস্তূপ স্বচক্ষে দেখা ও একজন সচেতন মুসলমানের অন্তরে তার প্রতিক্রিয়ার হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। মুসলিম স্পেনের দীর্ঘ আট শ বছরের গৌরবময় ইতিহাসের একটি জীবন্ত আলেখ্যও এ ভ্রমণকাহিনি বর্ণনার সাথে সাথে বের হয়ে এসেছে।

প্রাজ্ঞ আলেম তাকি উসমানির আমি একজন ভক্ত পাঠক। এ ভ্রমণকাহিনি প্রথম যখন তাঁর সম্পাদিত উর্দু মাসিক 'আল বালাগ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হচ্ছিল তখনই আমি এটা পাঠ করে চমৎকৃত হয়েছিলাম। কারণ, ইতিহাসের একজন অনুরাগী পাঠকরূপে স্পেনের মুসলমানদের বিস্ময়কর উত্থান এবং দীর্ঘ আট শ বছর পর তাদের বেদনাদায়ক পতনের স্মৃতি প্রতিটা মুসলমানের অন্তরকেই প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত করে থাকে। এই রক্তক্ষরণ সম্ভবত কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎখাত করা হয়েছে আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ বছর আগে। মুসলিম উম্মাহর চিরশত্রু, কট্টরপন্থী ও বিদ্বেষপরায়ণ খ্রিষ্টশক্তি প্রায় আড়াই কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত মুসলিম উন্দুলুসিয়ার প্রায় সমগ্র অধিবাসীকেই গণহত্যা, উচ্ছেদ ও পশুশক্তির বলে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। ওরা প্রায় এগারো লক্ষ মুসলিম তরুণ-যুবককে বন্দি করে আমেরিকার দাস বাজারে চালান দিয়েছিল। শত শত মসজিদকে গীর্জায় রূপান্তরিত করেছিল। ইসলামি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করেছিল। শত শত পুস্তাকাগার আগুনের লেলিহান শিখায় নিক্ষেপ করে ভস্মে পরিণত করেছিল। ধ্বংস করেছিল হাজার হাজার ঐতিহাসিক ইমারত। তারপরও এখন পর্যন্ত মুসলিম স্পেনের সেইসব ধ্বংসাবশেষ একাধারে যেমন মুসলমানদের অতীত গৌরবের স্মৃতি হয়ে আছে, ঠিক তেমনি কট্টরপন্থী খ্রিষ্টশক্তির বর্বর চেহারা যে কত ভয়াবহ তারই জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

স্পেনের মতোই ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী পূর্ব ইউরোপের বলক অঞ্চলের তুর্কি মুসলমানদের সুদীর্ঘ গৌরময় ইতিহাসও আজ প্রায় বিস্মৃতি অতল তলে ডুবে গেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদা ইউরোপের প্রায় অর্ধেক জুড়ে মুসলমানগণ দুর্দান্ত প্রতাপে রাজত্ব করত। ইউরোপ এখন ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর এক অবাঞ্ছিত অতীত স্মৃ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে দানবীয় শক্তির অবিরাম হামলা ও অপচেষ্ট আজ স্পেনসহ সমগ্র ইউরোপ থেকে ইসলাম এবং মুসলিম শক্তিকে উৎখ করা হয়েছে, এ অপশক্তিরই এ কালের জনৈক শীর্ষস্থানীয় প্রতিভূ সাবে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরকে বসনিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে দ্ব্যর্থহীন ভাষ বলতে শোনা যায়, "কোনো অবস্থাতেই ইউরোপের বুকে আমরা মুসলি শাসিত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে দিতে পারি না।"

এটা আজ থেকে পাঁচ শ বছর আগের রাজা ফার্দ্দিনান্দ ও রানি ইসাবেল প্রেতাত্মারই নতুন আস্ফালন।

স্পেন এবং পূর্ব-ইউরোপের মুসলমানদের মর্মান্তিক ইতিহাস সম্পর্কি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের বই বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত খুব কমই প্রকাশি হয়েছে। সে বিবেচনায় কাজী মুহাম্মদ হানিফ আল্লামা তাকি উসমানি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণকাহিনি অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় পঠন সামগ্রীর ক্ষে বিরাজমান অভাব মোচনে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে আ মনে করি। আমি তরুণ অনুবাদকের এ প্রত্যয়ী উদ্যোগকে মোবারকব জানাই। আশা করব, আল্লামা তাকি উসমানির উদ্দীপনাময় অন্যা ভ্রমণকাহিনিগুলিও একে একে তিনি বাংলা ভাষার আগ্রহী পাঠকগণ উপহার দেবেন। আর এগুলি পাঠ করে আত্মবিস্মৃত বাংলা ভাষাভা মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ এবং পাশ্চাতে দেশগুলিতে মুসলমানদের অবস্থান সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ধারণায় উপনী হওয়া যাবে। আল্লাহ পাক অনুবাদক এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল তাওফিক দান করুন। আমিন।

বিনয়াবনত
**মাও. মুহিউদ্দিন খান রহ.**
সম্পাদক, মাসিক মদিনা ঢাকা
**১১ মুহররম, ১৪১৯ হি.**

www.pathagar.com

# ভূমিকা

প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষের দিকের কথা। তখন মুসলমানগণ আফ্রিকা উত্তরাংশ জয় করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছেন। সারাবি তখন মুসলমানদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। মুসলিম মুজাহিদদের পদভারে কেঁ উঠছে চতুর্দিগন্ত। দিকে দিকে পতপত করে উড়ছে ইসলামের হেলা নিশান। জালিম স্বৈরশাসকদের যিন্দান থেকে মজলুম মানবতাকে উদ্ধারে জন্য দিগ্‌দিগন্তে ছুটে চলছে মুসলিম সৈন্যদল। ক্রমেই মুসলমানদের পদান হচ্ছে শহর-বন্দর, গিরি, কন্দর, আসমুদ্র হিমাচল।

ঠিক এমনি সময় স্পেনের রাজা ছিল রডারিক। সে ছিল গোঁড়া খ্রিষ্টান। তা অত্যাচার ও নিষ্পেষণে হাঁপিয়ে উঠেছিল মজলুম মানবতা। তবে সে ছি নামে মাত্র রাজা। আর স্পেন তথা গোটা ইউরোপে তখন ক্ষমতার কলকা পরিচালনা করছিল পোপ ও পুরোহিতরা। ধর্মের নামে চলছিল পোপ পুরোহিতদের সীমাহীন শোষণ-অত্যাচার। এর বিরুদ্ধে কারও টু শব্দটু করারও অধিকার ছিল না। জমির মালিকানা কুক্ষিগত করে রেখেছিল সাম প্রভুরা। সাধারণ মানুষ ছিল ভূমিদাস বা ক্রীতদাস। পশুশক্তির বলে তাদে উপর চালানো হতো নির্যাতনের স্টীম রোলার। শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-চর্চা কোনো বালাই ছিল না। স্পেন তথা গোটা ইউরোপ তখন নিমজ্জিত ছি শিক্ষা-দীক্ষাহীন বর্বর বুনো অবস্থায়।

খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক অধ্যাপক লেন পুলের ভাষায়–

When our Saxon ancestors dwelt in wooden hovels and tro upon dirty straw. When our language was unformed an such accomplishments as reading and writing were almos confined to a few monk. We can to some extent realize th extra-ordinary civilization of the moors...all Europe wa then plunged in barbaric ignorance and savage manners.

অর্থাৎ "যখন আমাদের স্যাক্সন পূর্ব পুরুষেরা কাঠের কুঠরীতে বাস করত ময়লা খড়ের উপর বিশ্রাম নিত, যখন আমাদের ভাষা অসংবদ্ধ ছিল এব লেখা-পড়া শুধু কয়েকজন পাদরি-সন্যাসীর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল তখ

www.pathagar.com

আমরা মুর সভ্যতার অসামান্য বিকাশ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ...তখ
সমস্ত ইউরোপ বর্বরতা, অজ্ঞতা ও বুনো ব্যবহারে ছিল নিমজ্জিত"।

যখন স্পেন ও ইউরোপের এ চরম ক্রান্তিলগ্ন চলছিল তখন পশ্চিম রণক্ষেত্রে মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসায়ের মরক্কোর দক্ষিণাংশ জয় কর কায়রোয়ানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় স্পেন শাসনাধীন (মরক্কো উত্তরে অবস্থিত উপকূলীয় শহর) সিউটার রাজা কাউন্ট জুলিয়ান খ্রিষ্টা পাদরি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে কায়রোয়ানে মুসা বি নুসায়েরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং রাজা বড়ারিকের অত্যাচার নিষ্পেষণের নির্মম কাহিনি শুনিয়ে মজলুম মানবতাকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানান। সাথে সাথে তিনি সসৈন্যে মুসলমানদে সার্বিক সহযোগিতারও প্রতিশ্রুতি দেন।

কাউন্ট জুলিয়ানের আহ্বানের প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করে মুসা তাঁর অধীন সেনাধ্যক্ষ তারিক বিন যিয়াদকে স্পেন অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন তারিক বিন যিয়াদ জিব্রাল্টার প্রণালি অতিক্রম করে স্পেনের পার্বত্য উপকূলে নোঙর করেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সিডোনা শহরের অদূরে অবস্থিত গোয়দেলেত নদীর তীরবর্তী ওয়াদিয়ে লাক্কাতে ৯২ হিজরির ২৮ রমজা মোতাবেক ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে মুসলমানগণ খ্রিষ্টান বাহিনী মুখোমুখি হন। শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। মর্মস্পর্শী তাকবির ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে রণপ্রান্তর। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর খ্রিষ্টান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে পিছুটান দেয়। এরপর একের পর এক স্পেনের শহর-বন্দর পদানত করে তারিক বাহিনী সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অপর দিকে সেনাপতি মুসা বিন নুসায়ের ১৮ হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনের অন্য এলাকা দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে কর্মোনা, সেভিল ও মেরিদা জয় করেন। এভাবে দুইদিক থেকে দুই বীর বাহাদুর পুরো স্পেন দখল করে পিরীনিজ পর্বতমালা পাদদেশে গিয়ে পৌঁছেন।

এরপর থেকে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আট শ বছর মুসলমানগণ স্পেন শাসন করেন। এ দীর্ঘ আট শ বছরে মুসলমানগণ স্পেনকে গড়ে তোলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে। শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন সম্পদ, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে স্পেন পরিণত হয় কিংবদন্তীর দেশে

www.pathagar.com

অন্ধকার, বর্বর ও অধঃপতিত স্পেন মুসলমানদের জাদুময়ী ছোঁয়ায় রূপে গুণে, প্রজ্ঞা ও উৎকর্ষে যেন নব-জীবন লাভ করে।

একসময় যেখানে ঝুপড়ি ও শীর্ণ কুটির ছিল একমাত্র বাসস্থান সেখা মুসলমানগণ তৈরি করেন জাঁকজমকপূর্ণ বাসভবন, দালান ও ইমারত রংবেরঙের প্রস্তর, ইট আর মার্বেল দিয়ে নির্মাণ করেন ফুটপাত। রাস্তা রাস্তায় স্থাপন করেন লণ্ঠন। যেই স্পেনীয় তথা ইউরোপিয়রা গোসল কর জানত না, কাঁচা গোশত খেত, সেই স্পেনের এককেটি শহরে নির্মিত হয় শ শত হাম্মাম খানা। যেখানে শিক্ষার নাম মাত্র ছিল না– সেখানে প্রতিষ্ঠিত হ শত শত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। কুরআন, হাদিস, ফিকাহ ছাড় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিম দেওয়া হতো গ্রীক, ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষ এছাড়াও ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প ও রসায়নসহ জ্ঞ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা।

মোটকথা মুসলমানদের আগমনের ফলে শুধু স্পেনই নয় পুরো ইউরোপে চেহারা বদলে যেতে থাকে। মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষ সংস্কৃতির দীক্ষা নিয়ে তমসাচ্ছন্ন ইউরোপ প্রবেশ করে আলোর ভুবনে।

কিন্তু হায়! যে জাতি একসময় জগৎকে দিয়েছিল সভ্যতার শিক্ষা সে জাতি আজ অসভ্যতার অপবাদে জর্জরিত! যে জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর বিশ্বে দিয়েছিল শিক্ষার আলো সে জাতিই আজ শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর? যে জা জগৎকে করেছিল উৎকর্ষমণ্ডিত সে জাতিই আজ অনুন্নত! এমনকি মাথা তু দাঁড়ানোর মতো হিম্মতটুকুও যেন আর নেই। এমনকি তারা জানেও না ে একসময় তারাই অন্ধকার ইউরোপকে করেছিল আলোকিত, অসভ্য জগৎ পরিণত করেছিল সভ্য জগতে।

এর জন্য প্রধানত দায়ী হলো আমাদের আত্মবিস্মৃতি। আমরা ভুলে গে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস। আমাদেরকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়ে তাদের গৌরবগাঁথা। তাই মুসলমানদেরকে আবার জাগতে হলে ভাঙতে হ আত্মবিস্মৃতির এ পুরু দেয়াল। আর এ জন্য সত্য-নিষ্ঠ ইতিহাস চর্চার বিক নেই।

এ যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় ইসলামি বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের শরি আদালতের সাবেক চীফ জাস্টিস আল্লামা তাকি উসমানি আজ থেকে প্র

www.pathagar.com

আট নয় বছর আগে মুসলিম ঐতিহ্যের লীলাভূমি স্পেন সফরে গিয়েছিলেন। বক্ষমান পুস্তিকাটি তাঁর সেই ভ্রমণকাহিনির সরল অনুবাদ। সুলেখক মাওলানা তাকি উসমানি সাহেব এ ভ্রমণকাহিনির ফাঁকে ফাঁকে শিল্পীর সুনিপুণ তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন স্পেনে মুসলমানদের বিস্ময়কর উত্থান ও দীর্ঘ আট শ বছর পর পতনের সকরুণ ইতিহাস।

আশা করা যায় এ ছোট্ট পুস্তিকাটি আত্মবিস্মৃতির কঠিন দেয়াল ভেঙে দিয়ে মুসলমানদেরকে আত্মচেতনাবোধের সোনালি পথে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

আল্লামা তাকি উসমানি সাহেব উর্দু সাহিত্যের একজন শীর্ষস্থানীয় লেখক। আমার পক্ষে তার লেখা অনুবাদ করতে যাওয়া দুঃসাহসেরই নামান্তর। তাই কোথাও কোনো ভুল-ক্রটি বা অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হলে আমাকে অবহিত করলে খুশি হব।

অনুবাদ ও প্রকাশনায় যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন ও পাথেয় যুগিয়েছেন এ মুহূর্তে তাদের সকলকে স্মরণ করছি কৃতজ্ঞতার সাথে। বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা জিকরুল্লাহ খান সাহেবের কাছে আমি এজন্য চিরঋণী হয়ে থাকব। শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেব (রহ.) বইটির আদ্যোপান্ত দেখে ও মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে যারপরনাই আনন্দিত ও কৃতার্থ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে জান্নাতের টুকরা হিসেবে কবুল করেনিন। আমিন।

বক্ষমান পুস্তিকাটি যেহেতু একটি ইতিহাসভিত্তিক ভ্রমণকাহিনি তাই এতে অনেক ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তিত্বের নামের সমাবেশ ঘটেছে। এ জন্য সুধী পাঠক সমাজের সুবিধার্থে ওই সকল নামসমূহের পরিচিতিসম্বলিত টীকা সংযোজন করা হলো।

www.pathagar.com

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১৯৮৯-এর নভেম্বরে জেদ্দাস্থ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক ও ইসলামি ফিকা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে মরক্কোর[১] রাজধানী রাবাতে এক আলোচনাস অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রচলিত অ ব্যবস্থা।" উক্ত আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে আমিও আমন্ত্রি হয়েছিলাম।

করাচি হতে রাবাত পর্যন্ত সরাসরি কোনো বিমান ফ্লাইট না থাকায় প্যারি হয়ে রাবাত পৌঁছুতে হয়। তাই পূর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক ১৪১০ হিজরি ১৯ রবিউস সানির এক কাকডাকা ভোরে পি. আই এর প্যারিসগামী বিমা করাচি ত্যাগ করি। প্যারিস[২] যাওয়ার পথে বিমান কিছুক্ষণের জ কায়রোতে[৩] অবস্থান করে। অবশেষে টানা এগারো ঘণ্টা বিমানে বসে থাকা

---

[১] **মরক্কো :** আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে ও জিব্রালটার প্রণালির দক্ষিণ পা অবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র। আয়তন; ৭,১০,৮৫০ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২ কোটি ১ লক্ষ। রাজধানী রাবাত।

মরক্কোতে ইসলামের আগমন ঘটে ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আরব বিজেতা উকবা বিন নাফে মাধ্যমে। মরক্কোর অনেক বার্বার উকবা বিন নাফে'-র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নব শতাব্দী থেকে ইদ্রিসি, মুরাবিতীন, মুওয়াহহিদীন, মুরাইনিয়ীন প্রভৃতি রাজবংশ মর শাসন করেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স তা দখল করে নেয়। ১৯৫৫ সালে স্বাধীনতা লা করে।

[২] **প্যারিস :** সীন নদীর তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের রাজধানী। লোকসংখ্যা প্রায় ৯০ লাখ।

[৩] **কায়রো :** নীল নদের তীরে অবস্থিত মিশরের রাজধানী। কায়রো, আরব বিশ্ব আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক ফাতেমি সেনানায়ক কায় শহর আবাদ করেন। এর পর ফাতেমিগণ বিভিন্ন সুদৃশ্য ভবন, মসজিদ, দু বিশ্ববিদ্যালয় ও দর্শনীয় স্থান দিয়ে কায়রোকে সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন।

বর্তমানে কায়রো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কারিগরী বিদ্যার কেন্দ্রভূমি। বিশ্ববিখ্যাত ইসলা বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া আযহার এ কায়রো নগরীতেই অবস্থিত। কায়রোর সাথে রয়ে রেল, নৌ ও বিমান যোগাযোগ। নীল নদের তীরে অবস্থিত মিশরের রাজধানী কায়রো, আরব বিশ্ব ও আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে জনৈ ফাতেমি সেনানায়ক কায়রো শহর আবাদ করেন। এরপর ফাতেমিগণ বিভিন্ন সুদৃ

www.pathagar.com

পর স্থানীয় সময় ৩টায় প্যারিসের ওরলি (Orly) বিমানবন্দরে অবতরণ করি। বিমানবন্দরে প্রায় চার ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এয়ার ফ্রান্সের দ্বিতীয় ফ্লাইট পেয়ে যাই। প্যারিস টু মরক্কো ফ্লাইট। যথারীতি আসন গ্রহণ করার পর তিন ঘণ্টার মধ্যেই মরক্কোর স্থানীয় সময় রাত সাড়ে নয়টায় রাবাত পৌঁছি।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল হায়াত রেজেন্সি হোটেলে। আলোচনা সভাও এ হোটেলের এক হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনা সভার লাগাতার অধিবেশন ও অধিবেশন-পূর্ব খসড়া প্রণয়ন মিটিং এর কাজে প্রায় পাঁচ দিন ব্যস্ত ছিলাম। ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার রাবাত নগরীর বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখারও সুযোগ ঘটে। কিন্তু বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি ও ভেতরে ঘনঘন অধিবেশনের কারণে অধিকাংশ সময় হোটেলেই থাকতে হয়। স্পেনের[৪]

---

ভবন, মসজিদ, দুর্গ, বিশ্ববিদ্যালয় ও দর্শনীয় স্থান দিয়ে কায়রোকে সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন।

বর্তমানে কায়রো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কারিগরী বিদ্যার কেন্দ্রভূমি। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া আযহার এ কায়রো নগরীতেই অবস্থিত। কায়রোর সাথে রয়েছে রেল, নৌ ও বিমান যোগাযোগের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক।

[৪] **স্পেন/আন্দালুসিয়া** : আইবেরীয়ান উপদ্বীপ অর্থাৎ আধুনিক স্পেন ও পর্তুগাল মুসলিম জাহানে (মধ্যযুগের অবসান কাল পর্যন্ত) আন্দালুস/উন্দুলুস নামে পরিচিতি ছিল। ৯৮ হিজরি মোতাবেক ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দের একটি দ্বিভাষিক (ল্যাটিন ও আরবি) দিনারে "আল আন্দালুস" নামটি অঙ্কিত দেখা যায়। তাতে "আল আন্দালুস" নামটির ল্যাটিন রূপ Spania ব্যবহৃত হয়েছে।

আরব লেখকগণ যখনই আল আন্দালুস শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তখন তাঁরা মুসলিম স্পেনকে বুঝিয়েছেন। সে স্পেনের আয়তন যতটুকুই থাকুক না কেন। মধ্যযুগের আবসান অব্যবহিত পরে এর ব্যবহার অনেক হ্রাস পেয়ে ইসবানিয়া, হিসবানিয়া ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকে।

তবে বর্তমান কালেও উপকূলবর্তী ভূখণ্ডের ভৌগোলিক এলাকা (পূর্ব হতে পশ্চিমে) ও আলমেরিয়া হতে ওলিভা (Hueliva) পর্যন্ত ভূখণ্ড চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে আন্দালুস নাম প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে।

**প্রাকৃতিক অবস্থান** : ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আইবেরীয় উপদ্বীপ অনেকটা পঞ্চভূজ আকৃতিবিশিষ্ট এক শৈলান্তরীপ (Pro montory) গঠন করেছে। এটা পিরেনিজ পর্বতমালা দ্বারা ইউরোপ মহাদেশের সাথে সংযুক্ত এবং অবশিষ্ট অঞ্চল

www.pathagar.com

সবচেয়ে নিকটবর্তী মুসলিম রাষ্ট্র হলো মরক্কো। স্পেনের সাথে যেহে
জড়িয়ে আছে মুসলমানদের আট শ বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, তা
বাল্যকাল থেকেই মনের গহীনে এ ভূখণ্ডটি দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লালন কে
আসছিলাম। মরক্কো এসে সে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন অদৃশ্য জীয়ন-কাঠির স্প
জেগে উঠল। তাই মনে মনে মরক্কো থেকে স্পেন যাওয়ার প্ল্যান প্রোগ্রা
তৈরি করতে লাগলাম। কিন্তু হাতে সময় ছিল একেবারে কম। তদুপ
দরকার একজন ভালো সফর-সঙ্গীর।

আল্লাহর কী রহমত! ভাগ্যক্রমে আলোচনা সভা নির্দিষ্ট তারিখের দু'দি
আগেই শেষ হয়ে যায়। সাথে সাথে হয়ে যায় সফর সঙ্গীরও ব্যবস্থা। আমা
প্রিয় বন্ধু ফয়সাল ইসলামি ব্যাংক বাহরাইন[৫] শাখার এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্ট
জেনারেল সাঈদ আহমদ সাহেব এ সফরে শুধু আমার সফরসঙ্গী-ই হন
উপরন্তু সফরের যাবতীয় ঝায়ঝামেলা স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে চাপি
নিয়েছিলেন। আর এমন সুন্দরভাবে তা আঞ্জাম দিয়েছিলেন যে, আমা
কিছুই করতে হয়নি।

প্রথমে ভেবেছিলাম রাবাত থেকে রেলযোগে টাংগের[৬] গিয়ে পরে টাংগে
থেকে স্টিমারে ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করে স্পেনের উপকূলীয় নৌবন্দ
আলজাযিরাতুল খাদরা[৭] গিয়ে উঠব। কিন্তু এ পথে সময় লেগে যায় প্রা
একদিন। অথচ আমাদের হাতে সময় একেবারে কম। তাই স্পেনে

---

আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্য সাগর দ্বারা বিধৌত। এর আয়তন প্রায় ২,২৯,০০
বর্গ মাইল। পর্তুগাল বাদে আধুনিক স্পেনের আয়তন ১,৯৫,০০০ বর্গমাইল।

বক্ষমান পুস্তিকায় আন্দালুস এর অনুবাদ স্পেন করা হয়েছে। কেননা আমাদের দে
আন্দালুস শব্দটি তেমন পরিচিত নয়।

[৫] **বাহরাইন** : সৌদি আরবের পূর্বে অবস্থিত স্বাধীন আরব রাষ্ট্র। এটি পার
উপসাগরের উপর ছোট বড় ৩৩টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। আয়তন ৫৯৮ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা ৪,২৫,০০০। রাজধানী মানামা। মুদ্রা দিনার।

[৬] **টাংগের** : জিব্রাল্টার প্রণালির দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত মরক্কোর প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক বন্দ
ও শহর। জনসংখ্যা ৩,২৫,০০০। এটি একটি মনোরম পর্যটন কেন্দ্র।

[৭] **আলজাযিরাতুল খাদরা** : স্পেনের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় শহর। স্পেন বিজয় প
এ শহরটিই সর্ব প্রথম মুসলমানদের অধিকারে আসে। এর বর্তমান নাম আলজেসিস।

www.pathagar.com

উপকূলীয় শহর মালাগা[৮] পর্যন্ত বিমানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। ২৩ রবিউস সানির সন্ধ্যায় আলোচনা সভা শেষ হওয়ার পর ২৪ রবিউস সানির সকাল সাতটায় কারযোগে কাসাব্লাংকার[৯] দিকে রওনা হলাম। রাবাত থেকে কাসাব্লাংকা সড়ক পথে দু'ঘন্টার পথ। স্টার্ট নিয়ে গাড়ি দ্রুত বেগে চলতে লাগল। ডানে ভূমধ্য সাগরের উপকূল, দিগন্তে আকাশ আর সমুদ্র মিশে যেন একাকার হয়ে আছে। বামে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া সবুজ শ্যামল বন-বনানী ও চিরহরিৎ বৃক্ষের ছড়াছড়ি। সবুজ বনানীর ফাঁকে মাঝে মাঝে ফুটে ওঠেছে ছোট ছোট লোকালয়, যেন পত্রবেষ্টিত পুষ্প। এসব পেরিয়ে প্রায় ন'টায় পৌঁছে গেলাম পঞ্চম মুহাম্মদ[১০] বিমান বন্দরে।

স্পেনের আইবেরিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান মালাগার দিকে যাত্রা শুরু করল বেলা এগারোটায়। বিমান কাসাব্লাংকা থেকে বেরিয়ে মাত্র পঞ্চাশ মিনিটে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করল। ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করার পর স্পেনের উপকূল ও উপকূলবর্তী শহর মালাগার সুদৃশ্য ইমারতগুলো ভেসে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে শ্লথ হয়ে এলো বিমানের গতি। মালাগা বিমানবন্দরে বিমান যখন অবতরণ করল তখন স্থানীয় সময় ছিল দুপুর ১টা বেজে ৩০ মিনিট।

মালাগার পরিচিতি ইনশাআল্লাহ সামনে তুলে ধরব। কিন্তু এখানে এতটুকু বলে রাখছি যে, মুসলমানদের শাসনামলেও মালাগা স্পেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে স্পেনের মোড় পরিবর্তনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। কালের সাক্ষী হয়ে মালাগা আজ আমাদের সামনে

---

[৮] **মালাগা :** স্পেনের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর নগরী। জনসংখ্যা ৪,৭৫,০০০। এখানে অনেক খ্যাতনামা মনীষী ও আলেম জন্ম গ্রহণ করেন। ফল ফলাদি, মৎস ও যয়তুনে সমৃদ্ধ।

[৯] **কাসাব্লাংকা :** আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত মরক্কোর নৌ-বন্দর। এটি মরক্কোর সবচেয়ে বড় কারিগরী, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। জনসংখ্যা ২,১০,০০০।

[১০] **মুহাম্মদ (৫ম) :** ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে মরক্কোর বাদশাহ মনোনীত হন। ১৯৫৩ সালে ফরাসিরা তাঁকে মাদাগাস্কারে নির্বাসিত করে। ১৯৫৬ সালে তিনি মরক্কোর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৫৭ সালে পুনরায় বাদশাহ মনোনীত হন।

www.pathagar.com

দেদীপ্যমান। কিন্তু তার পূর্বের সে রূপ আর নেই। আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে তার গায়ে। এসেছে অনেক পরিবর্তন। কিন্তু তবুও ভাঙা-গড়ার এ লীলাভূমিতে চিরদিন থাকবে সে কালের সাক্ষী হয়ে। আগত প্রজন্মের জন্য হয়ে থাকবে সে এক জীবন্ত ইতিহাস।

মালাগা এয়ারপোর্টে অবতরণ করে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে যখন বের হচ্ছিলাম তখন ঘড়িতে প্রায় আড়াইটা বাজছিল। এখান থেকে গ্রানাডা[১১] পৌঁছাতে আনুমানিক আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায়। তাই জোহরের নামাজ মালাগা এয়ার পোর্টেই পড়লাম। নামাজ পড়তে গিয়েই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল দুচোখ। এত সেই ভূখণ্ড যেখানের প্রতিটি বালিকণায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতো সুললিত কণ্ঠের আজান-ধ্বনি। অনুরণিত হতো ইথারে পাথারে। মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে খোদার প্রেমিকেরা ধেয়ে আসত সে ধ্বনি লক্ষ্য করে। এ ভূখণ্ডে মনে হয় এমন কোনো অংশ নেই যেখানে খোদাভক্তদের সেজদা পড়েনি। কিন্তু আজ? কেবলার সঠিক অবস্থান বলে দিতে পারে এমন কেউ এখানে নেই। মানবজাতির উত্থান-পতনের এ রূঢ় বাস্তবতা বড়ই করুণ।

অবশেষে কেবলানুমার (কেবলানির্ণয়ক যন্ত্র বিশেষ) মাধ্যমে কেবলা নির্দিষ্ট করে এয়ারপোর্টের এককোণে জামাতের সাথেই নামাজ আদায় করলাম। যে ভূখণ্ডে নবজাতক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে সর্বপ্রথম তাওহিদ ও রিসালাতের কালেমা শিখত, হৃদয়ের সবটুকু ভক্তি ও আবেগ মিশিয়ে প্রভুর সামনে আনত মস্তকে নামাজ পড়ার দৃশ্য অবলোকন করত, সে ভূখণ্ডের বর্তমান অধিবাসীদের কাছে আমাদের নামাজ পড়ার দৃশ্য এতই অভূতপূর্ব মনে হচ্ছিল যে, একরাশ কৌতূহল নিয়ে তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাদের জিজ্ঞাসুনেত্র হতে যে বিস্ময় ঠিকরে পড়ছিল তাতে মনে হলো এমন দৃশ্য বোধ হয় তারা জীবনে আর কখনো দেখেনি। ইউরোপ আমেরিকার অনেক উন্মুক্ত স্থানেও নামাজ পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে কিন্তু স্পেনিশদের মাঝে যে কৌতূহলী ভাব

---

[১১] **গ্রানাডা :** দক্ষিণ স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর। সিরানুভিদা পর্বতমালার পাদদেশে ও গুইডাল কুইভার (ওয়াদিল কাবির) নদীর শাখা জেনিল (শানীল) এর তীরে অবস্থিত। জনসংখ্যা ২৫,০০০। স্থাপত্যে নিদর্শনে বেশ সমৃদ্ধ। মুসলমানদের যুগে তৈরি গ্রানাডার আল-হামরা ও জেনারেলিফ বিশ্বনন্দিত স্থাপত্য। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ফার্ডিন্যান্ডের হাতে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে স্পেন থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিদায় ঘটে।

www.pathagar.com

দেখেছি তা আর কোথাও দেখিনি। যা হোক, চাপা বেদনা আর ক্ষোভ নি
স্পেনের বুকে এ প্রথম নামাজ পড়লাম।

পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের মতো স্পেনেও যেহেতু চালকবিহীন গ
ভাড়ায় পাওয়া যায়, তাই আমরা একটি 'ফিটা' গাড়ি দু'দিনের জন্য ভাড়
নিলাম। কিন্তু গাড়ি নিয়ে পড়লাম মহাভাবনায়। কারণ, এখানকার রাস্তা
আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তদুপরি স্থানীয় ভাষাও জানা নেই। তাই ম
হলো, নিজেরা গাড়ি ড্রাইভ করতে গেলে হয়তো বিড়ম্বনার শিকার হ
হবে। তাই আগপিছ ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের সফরসঙ্গী বন্ধু
সাঈদ সাহেব ওসব কিছুর তোয়াক্কা না করে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ কর
হিম্মত করে ফেললেন। তাই এয়ারপোর্ট থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত রাস্তার এক
ম্যাপ সংগ্রহ করলাম। এ ম্যাপের ডিরেকশন মোতাবেক সাঈদ সাহেব য
শুরু করে দিলেন।

গ্রানাডাগামী হাইওয়ে পৌঁছাতে মোটামুটি কষ্ট স্বীকার করতে হলো। কি
এরপর মালাগার অভ্যন্তরীণ সড়কেই গ্রানাডার পথ নির্দেশক তির চিহ্ন
মাইলস্টোন ইত্যাদি দেখা যেতে লাগল। এ পথ নির্দেশকগুলো কিছু
পরপর ধারাবাহিকভাবে এমন দর্শনীয় স্থানসমূহে স্থাপন করা ছিল যে, কাউ
জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন হয়নি। তির চিহ্ন অনুসরণ করেই আমরা মালাগ
ঘনবসতিপূর্ণ লোকালয় অতিক্রম করে এক ছিমছাম সুন্দর হাইওয়ে
উঠলাম। বেশ পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত হাইওয়ে। গাড়ি যতই সামনে অগ্রসর হ
লাগল পেছনে ফেলে আসা শহরের সুদৃশ্য ভবনগুলো তত মিলিয়ে যে
লাগল। ধীরে ধীরে সড়কের দু'ধারে ফুটে উঠতে লাগল সবুজ শ্যা
পর্বতমালা, পত্রবেষ্টিত বন-বনানী ও আদিগন্ত-বিস্তৃত যয়তুন গাছের সুবিন
সারি। পাহাড়ের কোলে ও পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমিতে গড়ে ওঠা এ বাগানগু
দেখতে বেশ চমৎকার। ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থে স্পেনের প্রাকৃতিক
নৈসর্গিক সৌন্দর্যের যে বিবরণ পড়েছিলাম বাস্তবের সাথে তা যেন অক্ষ
অক্ষরে মিলে যাচ্ছিল।

এ স্পেনের সাথেই প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে মুসলমানদের আট শ বছ
উত্থান-পতনের করুণ ইতিহাস। এজন্য বাল্যকাল থেকেই মনের গভী
লালন করে আসছিলাম এর প্রতি অজানা এক আকর্ষণ। কল্পনার জগ
হারিয়ে গিয়ে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সবুজে ঘেরা, বনবনানী, বন্ধুর গিরিপ

www.pathagar.com

খরস্রোতা নদীনালা ও নৈসর্গিক দৃশ্যের কত যে চিত্র এঁকেছি তার ইয়ত্তা নেই। কল্পনার পাখায় ভর করে আঁকা সে রূপসী স্পেন আজ অবলোকন করছি স্বচক্ষে। চোখের সামনে ফুটে ওঠা গিরিপথ, উপত্যকা ও সমতল ভূমিতে আট শ বছরের হারিয়ে যাওয়া সে ইতিহাসগুলো যেন চলচ্চিত্রের ন্যায় ভেসে উঠছে। অশ্বারোহী বাহিনীর পদধ্বনি যেন ভেদ করে যাচ্ছে আমার কর্ণকুহর। তরবারির ঘাত-প্রতিঘাতজনিত সংঘর্ষে কৃষ্ণগগন যেন ঝলমল করে উঠছে।

যে জাতি একসময় এখানে বীরদর্পে অসি-হস্তে তাকবিরের সুর-লহরি বইয়ে দিয়েছিল সে জাতি আট শ বছর পর্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তির মাঝে কাটিয়ে, ভোগবিলাস ও বেহালার তন্ত্রীতে তন্ময় হয়ে পরাজয়ের এমন গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছিল যে, আজ তাদের কোনো স্মৃতি চিহ্ন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত স্পেন। স্পেনের উত্তরে ফ্রান্স ও পশ্চিমে পর্তুগাল। পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গেছে ভূমধ্য সাগর।

স্পেনের দক্ষিণ উপকূলের ভূমধ্য সাগর সংকীর্ণ হয়ে এক ছোট প্রণালিতে পরিণত হয়ে পশ্চিমের আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে গিয়ে মিশেছে। ছোট এ প্রণালিটি-ই জিব্রাল্টার প্রণালি[১২] নামে খ্যাত। এ প্রণালির অপর (দক্ষিণ)

---

[১২] **জিব্রালটার :** স্পেনের দক্ষিণে ও মরক্কোর উত্তরে অবস্থিত প্রণালি। এ প্রণালির মাধ্যমেই ভূমধ্যসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে গিয়ে মিশেছে। এটি আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশদ্বয়ের মাঝে বিভাজন রেখা সৃষ্টি করে রেখেছে। পূর্বে এ প্রণালির নাম ছিল বাহরুযযুকাক। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে যেহেতু স্পেন মুসলমানদের অধীনে আসে তাই তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় জাবালুত তারিক। কিন্তু খ্রিষ্টানদের চিরাচরিত অভ্যাস হলো, মুসলিম স্মৃতিবাহী নামসমূহের বিকৃতি সাধন করে প্রকৃত ইতিহাস চেপে রাখা। তাই তারা জাবালুত তারিকের নাম বিকৃত করে জিব্রালটার রাখে। এটির দৈর্ঘ্য ৫০ কিলোমিটার, প্রস্থ ১৪ কিলোমিটার ও সর্বোচ্চ গভীরতা ৩৫০ মিটার।

জিব্রালটার বলে সাধারণত উক্ত প্রণালিটিকে বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু প্রণালিটির উত্তর উপকূলীয় পাথুরে উপদ্বীপটির নামও জাবালুত তারিক বা জিব্রালটার উপদ্বীপ। জিব্রালটার প্রণালি, হতে এর উচ্চতা ১,৪০০ ফুট। এর আয়তন মাত্র ৬ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ৩২,০০০। ১,৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা তা দখল করে নেয়।

www.pathagar.com

পাড় হতেই শুরু হয়ে গেছে আফ্রিকা মহাদেশ। আফ্রিকা মহাদে
সর্বপশ্চিমে অবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র মরক্কো।

মুসলিম সেনাপতি উকবা বিন নাফে'-র নেতৃত্বে মরক্কো বিজয়ের কাহি
ইতোপূর্বে আলজিয়ার্সের[১৩] সফরনামায় উল্লেখ করেছি। হিজরি প্র
শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত মুসলমানরা আফ্রিকার উত্তরাংশ জয় ক
আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। প্রথম যুগের মুসলমানে
মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তার বা কর্তৃত্বের বলয় প্রসার করার চিন্তা ছিল না। তাঁরা '
আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর গোলামি
ছায়ায় আনার মিশন নিয়ে অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তাই যেখানে
মুসলমানদের বিজয়ের হেলালি নিশান উড্ডীন হতো সেখানেই প্রবাহিত হ
শান্তি ও স্বস্তির সুবাতাস। যার ফলে বিজিত সম্প্রদায় বিজেতা মুসলমানে
প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসার দৃষ্টিতেই তাকাত। যেসব অঞ্চল তখ
পর্যন্ত মুসলমানদের কর্তৃত্ব বলয়ের বাইরে ছিল সেসব অঞ্চলের নিপীড়িত
নিষ্পেষিত মজলুম মানবতা এ আকাঙ্ক্ষা করত যে, মুসলমানরা যেন তাদে
এলাকায়ও অভিযান চালিয়ে তাদেরকে জুলুমের নিগড় থেকে রক্ষা করেন।

---

সেখানে সামরিক ঘাঁটি ও নৌ-বহর কেন্দ্র গড়ে তোলে। অদ্যাবধি তা ইংরেজে
দখলে রয়েছে। স্পেন তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি তুলে আসছে।

সম্প্রতি সৌদি সরকার জিব্রাল্টারের উপদ্বীপে জমি খরিদ করে ৫,২০০ বর্গ মি
জায়গা জুড়ে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বৃহৎ ইসলামি কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছেন। যা
মসজিদ ছাড়াও রয়েছে মহিলাদের নামাজের জন্য আলাদা স্থান, ইসলামি স্কুল, রকম
গ্রন্থসমৃদ্ধ লাইব্রেরি, সম্মেলন হল এবং ইমাম ও স্টাফ কোয়ার্টার।

১৯৯৭ সালের ৮ আগস্ট শুক্রবার জুমার নামাজের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে
মসজিদ তথা কমপ্লেক্স উদ্বোধন করা হয়। এ মসজিদে সর্বপ্রথম আজান দেন মসজি
হারামের মুয়াজ্জিন শেখ আলী মোল্লা। আর জুমার খোৎবা দেন মসজিদে হারামে
ইমাম ও খতিব শেখ আবদুর রহমান আসসুদাইসি।

[১৩] **আলজিয়ার্স :** ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত আলজেরিয়ার রাজধানী ও ব
নৌ-বন্দর। শিল্প, অর্থ ও বাণিজ্য কেন্দ্র। খেজুর ও যয়তুনসহ অম্লজাতীয় ফল ফল
উৎপন্ন হয়। অনেক শিল্প কারখানা ও ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে। জনসং
১৮,০০,০০০।

www.pathagar.com

সে সময় স্পেনে ছিল খ্রিষ্টান রাজা রডারিকের রাজত্ব। অন্যদিকে মরক্কোর উপকূলীয় অঞ্চল সিউটার রাজা ছিল বার্বার[১৪] সর্দার কাউন্ট জুলিয়ান। ধর্মের দিক দিয়ে সেও ছিল খ্রিষ্টান। কিন্তু রডারিক কৌশলে সিউটাকে নিজের

---

[১৪] **বার্বার:** জাতিবাচক এই শব্দটি দ্বারা সাধারণত সেই জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করা হয়– যারা মিশরীয় সীমান্ত সীওয়া (Sewa) হতে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল ও নাইজার নদীর বাঁক পর্যন্ত এলাকায় বাস করে এবং একমাত্র বার্বার ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের আরবীয়করণের পূর্বে ওই ভাষায় কথা বলত। শব্দটি সম্ভবত গ্রীক (Barboro) ও ল্যাটিন (Barbari) হতে উৎকলিত।

বার্বার ভাষার ইতিহাস গবেষকদের নিকট রহস্যাবৃত। সুতরাং বার্বার ভাষাভাষীদের লালনভূমির সঠিক অবস্থান নির্দেশ করা অসম্ভব। তবে দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, অতি প্রাচীন কাল হতে-ই বার্বাররা উত্তর আফ্রিকায় বসতি স্থাপন করেছিল।

উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের দাওয়াত পৌছার পর বার্বাররা ইসলাম গ্রহণ করে। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে তারা স্পেন বিজয়ে অংশ নেয়। তাদের অনেকেই উকবা বিন নাফে' ও মুসা বিন নুসায়রের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। বার্বারদের পরবর্তী ইতিহাস আগলাবি, ফাতেমি, ইদরিসি, মুরাবিতুন, মুওয়াহহিদূন প্রভৃতি গোত্রের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। বার্বারগণ মূলত উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী। এরা উপজাতি আদিবাসী। পার্বত্য অঞ্চলে গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় এদের জীবনযাপন। এরা খুবই প্রাণবন্ত, উদ্যমী এবং সামরিক শক্তিমান গোষ্ঠী। আরবদের ন্যায় এরা বলিষ্ঠ এবং গোত্রভিত্তিক জাতি। তবে সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল আরবদের বংশ ও গোত্রের প্রতি যেমন অকৃত্রিম টান এবং আনুগত্য তেমনি বার্বারদেরও। তাদের রণকৌশল আরবদের ন্যায়। বার্বারদের বহুগোত্র মুসা বিন নুসায়েরের আহ্বানে সাড়া দেয়। পদমর্যাদা ও রণকৌশলের দক্ষতা অনুযায়ী তিনি তাদেরকে সেনাবাহিনীতে যোগ্যতর আসন দেন। তারিফ বিন মালিক আন নাখয়ী ছিলেন বার্বার এবং তিনিই প্রথম সেনাপতি যিনি স্পেনে প্রথম সফল অভিযান চালান। স্পেনবিজয়ী বীর তারিক বিন যিয়াদও ছিলেন বার্বার। মূলত উত্তর আফ্রিকার এই বার্বরদের স্পেনিয়রা মূর বলে অভিহিত করত। তবে আরব বার্বার সকল মুসলমানকেই স্পেনিয়রা পরবর্তীকালে ঢালাওভাবে ঘৃণা বিদ্বেষবশত মুর বলে অভিহিত করে।

বর্তমানে নিঃসন্দেহে উত্তর আফ্রিকার বসতি মূলত বার্বারদেরকে নিয়েই গঠিত। তথাপি তারা আজকাল আর একই জাতীয় নয়। বার্বার ভাষাকে যারা আঁকড়ে আছে তাদের সংখ্যা বড় জোর ৫০ লক্ষাধিক। তারা এখনো পার্বত্য এলাকা ও মরু অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করে। তারা মিশরীয় সীমান্ত সীওয়া হতে (ইয়াবুবসহ) আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

করদরাজ্যে পরিণত করে। চরিত্রগত দিক দিয়ে রডারিক যেমন ছিল প
মতো তেমনি আচার-আচরণে ছিল স্বেচ্ছাচারী। তার যেসব কুকীর্তির ব
জানা যায় তন্মধ্যে একটি হলো, সে তার রাজ্যের সুশ্রী বালক-বালিকা
কিশোর-কিশোরীদেরকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অজুহাতে নিজের সেবা
তত্ত্বাবধানে রেখে তাদের সাথে যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করত। কাউন্ট জুলিয়া
এক অনুদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী কন্যাও রডারিকের তত্ত্বাবধানে থাকত। কিন্তু
পাষণ্ড, সর্দার-দুহিতাকেও একসময় যৌনক্রীড়ার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত ক
ফলে সর্দার-দুহিতা তার নিগৃহীত হওয়ার কথাসহ রডারিকের সব গো
কথা কাউন্ট জুলিয়ানকে অবহিত করে। রডারিকের এ পৈশাচিক আচর
কথা শুনে কাউন্ট জুলিয়ানের মনে রডারিক ও তার রাজত্বের বিরুদ্ধে ঘৃণা
ক্ষোভ প্রচণ্ডভাবে দানা বেঁধে ওঠে।

এটা ছিল সে সময়ের ঘটনা যখন মুসা বিন নুসায়েরের[১৫] নেতৃত্বে আফ্রিক
উত্তরাংশের বেশির ভাগ অঞ্চল মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে এসেছি
বিজিত অঞ্চলে মুসলমানদের ন্যায়-নীতি দেখে রডারিকের প্রতি বিক্ষু
কাউন্ট জুলিয়ান এক প্রতিনিধিদল নিয়ে মুসা বিন নুসায়েরের সকা
উপস্থিত হন এবং মুসা বিন নুসায়েরকে স্পেন আক্রমণ করে নিষ্পেষি
নিগৃহীত মানবতাকে রাজা রডারিকের কালো থাবা থেকে উদ্ধার করার জ
আবেদন করেন।

---

[১৫] **মুসা বিন নুসায়ের :** প্রসিদ্ধ স্পেন বিজেতা। ১৯ হিজরি মোতাবেক ৬৩৮ খ্রিষ্ট
জন্মগ্রহণ করেন। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সময়ে আফ্রিক
সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বিজয় অর্জন করেন। ওলিদ ইবনে আব্দুল মালি
যুগ পর্যন্ত তাঁর বিজয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। খলিফা ওলিদ ইবনে আব্দুল মালি
পক্ষ হতে পশ্চিমের বিজিত অঞ্চলসমূহের ভাইসরয় ছিলেন। তাঁর সদর দফতর ি
কায়রোয়ানে।

বার্বার সর্দার কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণে তারিক বিন যিয়াদকে স্পেন অভিযানের জ
প্রেরণ করেন। নিজেও সসৈন্যে তারিকের সাহায্যার্থে স্পেন পৌঁছে স্পেনের শহর ব
পদানত করতে করতে পিরেনীজ পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন।
পরপরই খেলাফতের কেন্দ্র হতে মুসাকে তলব করা হয়। খলিফা ওলিদ পরে বি
কারণে তাঁকে সামরিক পদ থেকে বহিষ্কার করেন। এ অবস্থাতেই তিনি ৯৭ হি
মোতাবেক ৭১৬ সালে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

মুসা বিন নুসায়ের জুলিয়ানের এ আবেদনের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে খলিফা ওলিদ বিন আব্দুল মালিকের[১৬] কাছে স্পেন আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলিফা ওলিদ খুব সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে অনুমতি দেন। অনুমতি পেয়ে মুসা বিন নুসায়ের টাংগের থেকে ছোট ছোট কিছু অভিযান স্পেনে প্রেরণ করেন। এ অভিযানগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিক অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা। আল্লাহর রহমতে এ অভিযানগুলো পূর্ণ সফল হয়ে ফিরে আসে। তাই মুসা বিন নুসায়ের, তারিক বিন যিয়াদের[১৭] নেতৃত্বে এক বড় সেনাদল স্পেন অভিযানের জন্য পাঠিয়ে দেন।

তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র সাত হাজার। তাদেরকে টাংগের থেকে স্পেনে পৌছানোর জন্য বড় বড় চারটি নৌযান ব্যবহার করা হয়েছিল। এগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই পুরো বাহিনীকে স্পেনের উপকূলে পৌছে দেয়। তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী উপকূলীয় যে অংশ দিয়ে স্পেনের মাটিতে অবতরণ করে তা জাবালুত-তারিক جبل الطارق বা জিব্রালটার প্রণালি নামে খ্যাত।

---

[১৬] **ওলিদ ইবনে আব্দুল মালিক :** উমাইয়া বংশীয় খলিফা। তাঁর খেলাফতকাল ছিল দশ বছর। ৮২-৯২ হি./৭০৫-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করে। তাঁর সেনাবাহিনী কুতাইবা ইবনে মুসলিমের নেতৃত্বে বোখারা, সমরকন্দ খাওয়ারিযম ও ফারগানা অধিকার করে। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর আমলেই সিন্ধু জয় করেন। তিনি দামেস্কের জামে মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদে আকসা সংস্কার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক হাসপাতাল ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন।

[১৭] **তারিক বিন যিয়াদ :** বার্বার বংশোদ্ভূত মুসা বিন নুসাইয়ের অধীনস্থ মুসলিম সেনাধ্যক্ষ। তিনি ৯২ হিজরি মোতাবেক ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে আন্দালুসে (বর্তমান স্পেন ও পর্তুগালে) অভিযান পরিচালনা করে তা জয় করেন এবং অনেক গনিমত ও যুদ্ধবন্দিসহ (কেন্দ্রীয় রাজধানী) দামেস্কে উপস্থিত হন। তখন ছিল উমাইয়া খলিফা ওলিদ ইবনে আব্দুল মালিকের রাজত্ব। খলিফা কোনো কারণে মুসার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বন্দি করেন। তারিক বিন যিয়াদকে যেহেতু মুসার হিতাকাঙ্ক্ষী ও সমগোত্রীয় মনে করা হতো তাই খলিফা ওলিদ তারিককে স্পেন বা মরক্কোর কোনো দায়িত্ব দেননি। বরং তাঁকে উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অবসরবৃত্তি প্রদান করে শামের কোনো অঞ্চলে বসবাসের নির্দেশ দেন। এভাবে অজ্ঞাত অবস্থাতেই এ মহান বিজেতার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

www.pathagar.com

নৌযানে আরোহণের পর তারিক বিন যিয়াদের চোখের পাতা বুজে আ
তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যেই দেখতে পান রাসুলে কারিম সাল্লা
আলায়হি ওয়াসাল্লাম খোলাফায়ে রাশিদিন ও একদল সাহাবি
তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে এ দিকে আসছেন। রা
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তারিক বিন যিয়াদের পাশ
অতিক্রম করছিলেন তখন তাকে লক্ষ করে বলেন, "তারিক, সামনে অগ্র
হতে থাকো"। এ কথা শোনার পর পরই তারিক দেখতে পান যে, রা
কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথিরা সমুদ্র পার
স্পেনে প্রবেশ করছেন।

হঠাৎ জেগে উঠলেন তারিক। খুলে গেল তাঁর দুই চোখ। তাঁর হাস্যো
চোখ মুখ থেকে যেন ঠিকরে পড়তে লাগল স্বর্গীয় জ্যোতি। আষা
বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় পুলক শিহরণ খেলে গেল তাঁরা সারা দেহ জুড়ে। আন
তিনি আজ আত্মহারা। কারণ, বিজয়ের সুসংবাদ তিনি পেয়ে গেছে
সাথিদেরকেও তা শুনালেন। সে সুসংবাদ শুনে মুজাহিদদের শক্তি, সা
স্পৃহা ও প্রেরণা এত বেড়ে গেল যে, তাদের সে স্পৃহা ও ঈমানি শ
সামনে হিমালয়ের মতো সুউচ্চ বাঁধও মাথা নোয়াতে বাধ্য। যে কোনো ব
পথ মাড়িয়ে হলেও তারা ছিনিয়ে আনবে বিজয় শিরোপা।[১৮]

জিব্রাল্টার প্রণালিতে অবতরণ করে তারিক বিন যিয়াদ সামনে অগ্রসর
থাকেন। উল্লেখযোগ্য কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই তিনি আলজাযিরাতুল খা
পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চল দখল করে নেন। কিন্তু এরপরই তারিক বিন যিয়া
অগ্রাভিযান প্রতিহত করার জন্য রাজা রডারিক সেনাপতি থিওড
(Theodomir) এর নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মুস
বাহিনীর সাথে থিওডমিরের পরপর কয়েকটি লড়াই হয়। কিন্তু প্রত্যে
ক্ষেত্রেই থিওডমির মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। লাগাতার পরাজয় বর
ফলে তার শক্তি, সাহস ও মনোবল সব চুপসে যায়। অবশেষে র
রডারিকের কাছে এ মর্মে পত্র লিখে যে, 'যে জাতির সাথে আমরা যুদ্ধ ক
ঈশ্বরই জানেন তারা কি আকাশ থেকে নেমে এসেছে না জমি ফুঁড়ে

---

[১৮] ১. নাফহুত হীব, ১ম খণ্ড, ২৩৯ পৃ.

www.pathagar.com

এসেছে। এহেন পরিস্থিতিতে যুদ্ধবাজ ও আত্মঘাতী সেনাদল নিয়ে স্বয় আপনি রণক্ষেত্রে না নামলে তাদের প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।'[১৯]

রাজা রডারিক সেনাপতির এ বার্তা শুনে সত্তর হাজার সাহসী ও যুদ্ধবা সৈন্যের সমন্বয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করে তড়িৎগতিতে তারিক বি যিয়াদের মোকাবিলার জন্য রওনা হয়ে যান।

অপর দিকে মুসা বিন নুসায়েরও তারিক বিন যিয়াদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজা সৈন্য প্রেরণ করেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বার হাজারে উন্নী হয়।

লাক্কা উপত্যকায় যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে তখ তারিক বিন যিয়াদ নিজেদের সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে যে জ্বালাময়ী ভাষ দিয়েছিলেন তা আজও আরবি সাহিত্য ও ইতিহাসের পাতায় ধারাবাহিকভা উল্লেখ হয়ে আসছে। যার প্রতিটি শব্দ তারিকের দৃঢ় সংকল্প, ঈমানি চেতন অদম্য মনোবল ও সর্বোপরি আত্মোৎসর্গের স্পৃহার প্রমাণ বহন করে তারিকের সে তেজস্বী ঐতিহাসিক ভাষণের মর্মস্পর্শী শব্দের ঝংকারগুলে যেন মুজাহিদদের স্পৃহার অনলে লবণ ছিটিয়ে দিয়েছিল।

### ঐতিহাসিক সে ভাষণের কিছু অংশ ছিল নিম্নরূপ

ঐতিহাসিক সে ভাষণের আরবি ভাষ্যটির উল্লেখযোগ্য উল্লেখ করা হলো :

يها الناس اين المفر... البحر من ورائكم والعدو وامامكم وليس لكم والله
لا الصدق والصبر... واعلموا انكم فى هذه الجزيرة اضيع من الايتام فى
ادبة اللئام ...وقد استقبلكم عدوكم بجيشه واسلحته واقواته موفورة وانتم

---

[১৯] স্পেনের সাম্প্রতিক ইতিহাসগুলোতে নৌযান পোড়ানোর ঘটনাতো বেশ প্রসিদ্ধ কিন্তু স্পেন বিজয়ের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহে আমি এর পাইনি। স্পেনে সবচেয়ে বড় ইতিহাসবিদ মাক্করী স্পেন বিজয়ের কাহিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণ করেছেন। কিন্তু তাতে তিনি নৌযান পোড়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। ইবনে খালদু তাবার প্রমুখ খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও এ সম্পর্কে কিছু বলেননি।

হতে পারে, তারিক বিন যিয়াদ লাক্কা উপত্যকায় যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা প্রাথমিক কিছু শব্দ থেকে ঐতিহাসিকরা নৌযান পোড়ানোর উক্ত ঘটনা আবিষ্কা করেছেন।

www.pathagar.com

لا ملجأ لكم الا سيوفكم... ولا أقوات لكم الا ما تستخلصونه من ايدى عدوكم. ... واعلموا انكم ان صبرتم على الاشق قليلا استمعتم بالارفه الالذ طويلا. وقد انتخبكم امير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك من الابطال شجعانا... ورضيكم لملوك هذه الجزيرة اصهارا واختانا ...

ليكون حظه منك ثواب الله على اعلاء كلمته واظهار دينه بهذه الجزيرة...

واعلموا انى اول مجيب الى ما دعوتكم اليه... وانى عند ملتقى الجمعين حامل بنفسى على طاغية القوم... " لذريق"... فقاتله ان شاء الله تعالى, واحملوا معى... فان هلكت بعده, فقد كفيتكم امره. ...

وان هلكت قبل وصولى اليه فاخلفونى فى عزيمتى هذه واحملوا بأنفسكم عليه فإنهم بعده يخذلون.

অর্থ :

প্রিয় বন্ধুরা! রণক্ষেত্র ছেড়ে তোমাদের পলায়নের কোনো পথ নেই তোমাদের পেছনে সমুদ্র, সামনে দুশমন। তাই আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে কোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন না করার কোনো বিকল্প নেই।

স্মরণ রেখো, কৃপণের দস্তরখানে এতিম-অনাথ শিশুরা যেমন অসহায় এ ভূখণ্ডে তোমরা তাদের চেয়েও বেশি অসহায়। শত্রুবাহিনী তোমাদের প্রতিরোধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও লোক-লশকর নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য-সামগ্রী ও রসদপত্র রয়েছে। অপরদিকে তোমাদের তরবারিই তোমাদের আশ্রয়স্থল। দুশমন থেকে খাদ্য-সামগ্রী যা ছিনিয়ে আনতে পারবে তা-ই তোমাদের খাদ্য। তাই এ করুণ অবস্থা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় আর তোমরা উল্লেখযোগ্য কোনো সফলতা অর্জন করতে না পারো তাহলে তোমাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি দুশমনকে মানসিকভাবে দুর্বল করে রেখেছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমাদের বিরুদ্ধে দুশমন তেজী ও সাহসী হয়ে উঠবে।

আমি তোমাদেরকে এমন পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করছি না যা থেকে আমি নিরাপদ এবং এমন কাজের জন্যও উৎসাহ দিচ্ছি না যাতে সবচেয়ে সস্তা পুঁজি হলো মানুষের প্রাণ। আমি তোমাদেরকে যে ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছি তা

www.pathagar.com

সূত্রপাত আমি নিজ হাতেই করব। স্মরণ রেখো, যদি আজকের এ কঠিন দিনে তোমরা অবিচল থাকতে পারো তাহলে আজীবন সুখ-শান্তির কোমল পরশে থাকতে পারবে।

আল্লাহ তাআলার সাহায্যের হাত তোমাদের দিকে প্রসারিত। আমাদের এ জীবনবাজি ইহ ও পরকালে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। যুগ যুগ ধরে মানুষ স্মরণ করবে তোমাদের গৌরব-গাঁথা। মনে রেখো, তোমাদেরকে আমি যে দিকে আহ্বান করছি তার প্রতি সর্বপ্রথম সাড়া দানকারী হব আমি। এ ব্যাপারেও আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যে, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সর্বপ্রথম আমার আক্রমণ হবে রাজা রডারিকের উপর। ইনশাআল্লাহ আমি নিজ হাতেই তাকে হত্যা করব। তোমরাও আমার সাথে সাথে হামলা করবে। রডারিকের জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার পর যদি আমি শহিদ হয়ে যাই তাহলে তোমরা তার ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলে। তখন তোমাদের মাঝে অমিত তেজী, সাহসী ও দূরদর্শী ব্যক্তির অভাব হবে না, যার হাতে তোমাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবে। পক্ষান্তরে রডারিক পর্যন্ত পৌঁছার আগেই যদি আমার ডাক এসে যায় তাহলে আমার এ সংকল্প বাস্তবায়নে আমার প্রতিনিধিত্ব করা তোমাদের সবার ওপর ফরজ। তোমরা সবাই মিলে তার ওপর হামলার ধারা অব্যাহত রাখবে। পুরো ভূখণ্ড বিজয়ের স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে শুধু এ রডারিকের হত্যার দায়িত্বগ্রহণ করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, রডারিকের মৃত্যু দুশমনের কোমর ভেঙে দেবে।"[২০]

তারিক বিন যিয়াদের প্রতিটি সৈন্য পূর্ব থেকেই শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও জিহাদি চেতনায় উদ্বেলিত ছিল। তারিকের সে তেজস্বী ভাষণ তাদের মাঝে এক নতুন জীবনের সঞ্চার করল। ফলে লাক্কা উপত্যকায় তাঁরা নিজেদের দেহ-মন সঁপে দিয়ে জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছিল।

আট দিনব্যাপী চলমান এ যুদ্ধে হতাহতের স্তূপ পড়ে যায়। পরিশেষে বিরোধী সৈন্যদের মাঝে নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে এবং উপায়ন্তর না দেখে পর্যুদস্ত হয়ে পিছপা হতে বাধ্য হয়। স্বয়ং রডারিকের জীবন লীলাও এ রণক্ষেত্রেই সাঙ্গ হয়।

---

[২০] নাফহুত তীব, ১ম খণ্ড, ২২৫-২৬ পৃ.

www.pathagar.com

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় স্বয়ং তারিক বিন যিয়াদ তাকে হত্ করেন। কিন্তু অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায়—তার খালি ঘোড়া নদী কিনারায় পাওয়া গিয়েছিল। যাতে অনুমান করা হয়, সে নদীতে ডু আত্মহত্যা করেছিল। যা হোক বিজয় তিলক অবশেষে মুসলমানদে ললাটেই শোভা পায়।

লাক্কা উপত্যকায় ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মুসলিম শক্তি যে বিজয় অর্জ করেন তা ছিল ইউরোপে মুসলমানদের প্রবেশের ভূমিকা মাত্র। এ বিজয়- মুসলমানদের জন্য পুরো স্পেনের দরজা খুলে দেয়। এর পরই মুসলমান স্পেনের শহর-বন্দর দখল করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন এ অল্প দিনের মধ্যেই স্পেনের রাজধানী টলেডো[২১] [TOLLIDO] দখল ক নেন। রাজধানী দখলের পরেও তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকে। শে পর্যন্ত এ অভিযান পিরেনিজ পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

বিজয়ের পর থেকে দীর্ঘ আট শ বছর পর্যন্ত স্পেনে মুসলমানদের রাজ ছিল। এ দীর্ঘ শাসনামলে পশ্চাদপদ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন স্পেনকে মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত করেন। শুধু এতটুকু নয় বরং স্পেনকে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত অঞ্চলেও রূপান্তরি করেন।

উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলির করুণ চিত্রগুলো কল্পনা করতে কর গ্রানাডাগামী সড়ক অতিক্রম করতে থাকি। সবুজে ঘেরা ছোট ছোট পাহাড়ে মধ্য দিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে গেছে রাস্তা। পাহাড়ের উপত্যকায় তৎপার্শ্ববর্তী খালি স্থানসমূহে যয়তুনের রূপসী গাছগুলো থরে থরে সাজানে দেখতে ভারি চমৎকার। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু যয়তুন আর যয়তুন।

সড়কের দুই ধারের পাহাড় ও উপত্যকার এবড়োখেবড়ো বন্ধুর প ইসলামের মুজাহিদদের চলাচলের সে রোমাঞ্চকর দৃশ্যগুলো কল্পনার ফি যেন মূর্ত হয়ে ভেসে উঠতে লাগল। আজ আমাদের গাড়ি সমতল ও স্ম

---

[২১] **টলেডো :** স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের দক্ষিণে তাগুস [Tajo] নদীর তীরে অবস্থি প্রসিদ্ধ শহর। জনসংখ্যা ৫০,০০০। টলেডো এককালে আন্দালুসের (স্পেন পর্তুগাল) রাজধানী ছিল। স্থাপত্য নিদর্শনে সমৃদ্ধ। টলেডোর রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ এ মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

হাইওয়ে সন্তরণ করে হাওয়ার বেগে এগুচ্ছে। সামনে কোনো পাহাড় পথ আগলে দাঁড়ালে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে সুড়ঙপথ তৈরি করে নিচ্ছে। কিন্তু তেরো শ বছর আগের মরুচারী মুজাহিদদের কাফেলাগুলো দুর্লঙ্ঘনীয় এ রাস্তাগুলোকে পাহাড়সম হিম্মত ও দুর্বার ঈমানি জোশ নিয়ে পদব্রজে অতিক্রম করে পিরেনীজ পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল।

গ্রানাডার দিকে গাড়ি যত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছিল আমি তার চেয়েও দ্রুত গতিতে ফিরে যাচ্ছিলাম অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়গুলোতে। মাঝে মাঝে বাস্তব জগতে ফিরে এলে নজর আটকে যেত নৈসর্গিক দৃশ্যের মাঝে। অল্প কিছুক্ষণ পর পরই দেখা যাচ্ছিল ছোট ছোট জনপদ, উপশহর। সেগুলোর নাম দেখলেই অনুমিত হয় যে, আসলে সেগুলো আরবি নামেরই বিকৃত রূপ। যেমন, সর্বপ্রথম তুলনামূলক যে বড় শহরটি নজরে পড়ল তার নাম দেখলাম "কাসা বারমাজা" । 'কাসা' প্রকৃতপক্ষে আরবি "কসর" শব্দের বিকৃত রূপ। তাই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ শহরটির প্রকৃত নাম হয়তো "কসর বারমাজা" ছিল।

এ অঞ্চলগুলো যেহেতু পার্বত্য অঞ্চল, তাই প্রতিটি জনপদে একটা না একটা পাহাড় অবশ্যই দেখা যায়। আর প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়ায় সুদৃশ্য গীর্জাগুলোও বেশ চোখে পড়ার মতো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, গীর্জার মিনারগুলোর সাথে স্পেনিশ স্থাপত্যশিল্পে গড়ে ওঠা মসজিদসমূহের মিনারের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। স্পেন মুসলমানদের হস্তচ্যুত হওয়ার কিছু দিন পরেই যেহেতু সারা দেশের মসজিদগুলোকে গীর্জায় পরিণত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা জন্মে যে, মসজিদের মিনারসদৃশ মিনারবিশিষ্ট গীর্জাগুলো হয়তো এক সময় মসজিদ ছিল। যেগুলো থেকে দৈনিক পাঁচ বার আজানের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ত ইথারে পাথারে। সৃষ্টি হতো সুমধুর শব্দতরঙ্গ। কিন্তু আজ? এ মিনারগুলো যেন আক্ষেপ করে বলছে,

"মূর্ছনায় যার আজও নাচে মোর হৃদয় প্রাণ
ইথারে কেন শুনি না আজ সেই মধুর আজান।"

www.pathagar.com

## লোজা-তে

যেহেতু সূর্যাস্তের আগেই আমরা গ্রানাডায় পৌঁছুতে চাচ্ছিলাম তাই সাঈ সাহেব গাড়ি খুব স্পিডে ড্রাইভ করছিলেন। সাথে সাথে আমি তাকে স্পেনে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা শুনাচ্ছিলাম। তিনিও তা খুব আগ্রহসহকারে শু যাচ্ছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা চলার পর একটি বড় শহরের চিহ্ন ফুটে উঠে লাগল। আমার মনে হলো, হয়তো এটা গ্রানাডার কোনো জেলা হবে। কি একটু পরেই রাস্তার পাশে লোজা (LOZA) লিখিত একটি সাইনবোর্ডে নজ আটকে গেল। লেখাটি পড়েই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মে হচ্ছিল, এটা আরবি 'লোশা'-র বিকৃত রূপ হবে। পরে জানতে পারলা আমার ধারণা ভুল ছিল না। এ লোজার কথা কিতাবে যে কত বার পড়ে তার হিসেব কষাও রীতিমতো দুষ্কর। স্পেনের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, মন্ত্রী সাহিত্যিক লিসানুদ্দীন ইবনুল খতিব[২২] (মৃত ৭৭৬ হিজরি) এ লোজা অধিবাসী ছিলেন। তিনিই সংকলন করেন স্পেনের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্র 'আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা'। তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে আল্লা মাককরী[২৩] নাফহুত-তীব নামক দশ খণ্ডের এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন, পরবর্তিতে স্পেনের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাসে রূ নেয়।

---

[২২] **লিসানুদ্দীন ইবনুল খতিব :** স্পেনের ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম একজ ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। মন্ত্রিত্বের পদেও সমাসীন ছিলেন। আমির উমরাদে উপর তাঁর খুব প্রভাব ছিল। ১৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম ও ১৩৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য ও তাসাওউফে তাঁর অনেক রচনা রয়েছে।

[২৩] **মাককরী :** আবুল আব্বাস আহমাদ মাককরী। ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার। তি আনুমানিক ৯৮৬ হিজরি মোতাবেক ১৫৭৭ সালে তিলিমসানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁ হাদিসের দরসগুলো ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিবে অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে নাফহুত তিব মিন গুসনিল আনদালুসি রতীব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লন্ডন থেকে এর অনুবাদ *The history Muhammadan dynastics in spain* নামে প্রকাশিত রয়েছে। ১০৪১ হিজ মোতাবেক ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

মুসলিম আমলে গ্রানাডা প্রদেশের সবচেয়ে উন্নত ও বিখ্যাত শহর ছিল এ 'লোজা'। এখানেই জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম যুগ অবসানের অব্যবহিত পূর্বে এখানে সংঘটিত হয় খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের অনেক যুদ্ধ। সে যুদ্ধগুলোতে কত অজানা ও বিচিত্র দাস্তান যে আলোর মুখ দেখেছে তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

ক্যাস্টল এর ক্যাথলিক রাজা ৫ম ফার্ডিন্যান্ড ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে যখন এ শহর প্রথম আক্রমণ করে তখন শায়েখ আলী আল আত্তারের নেতৃত্বে মাত্র তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক নওজোয়ান অবিচল আস্থা ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ফার্ডিন্যান্ডের বিরুদ্ধে শীশা-ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে যায়। জানা যায়, এ নওজোয়ানরাই ফার্ডিন্যান্ডের ভীরু ও কাপুরুষ বাহিনীকে পিছপা হতে বাধ্য করে। নিজেদের রক্ত ও রুধির দিয়ে রক্ষা করে স্বাধীনতা। কিন্তু এ ঘটনার চার বছর পর ফার্ডিন্যান্ড দ্বিতীয় দফা লোজা আক্রমণ করে বসে। এবার তার সাথে ঢাল ও তরবারির চেয়ে বেশি ছিল সূক্ষ্ম কূটচাল ও অভ্যন্তরীণ গাদ্দারদের ষড়যন্ত্র। যার ফলে গ্রানাডার পূর্বেই এ শহর মুসলমানদের হাত থেকে খসে পড়ে। আর এমনভাবেই খসে পড়েছে যে, আজ তার নামটি চেনারও উপায় নেই।

এখানের রাস্তাঘাটও চেনা নেই, তদুপরি কোনো হোটেলের অবস্থানও জানা নেই। তাই এক চৌরাস্তার কোণে গাড়ি পার্ক করে নিকটবর্তী দোকানগুলোতে ভালো কোনো হোটেলের অবস্থান জানতে চাইলাম। কিন্তু ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণে এতে বিফল হয়ে ফিরতে হলো। কারণ, স্পেনে ইংরেজি শিক্ষিত লোক নিতান্তই কম। প্রায় গোটা ইউরোপের অবস্থায়ই অনুরূপ। বৃটেন ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রের অধিবাসীরা শুধু এতটুকুই নয় যে, ইংরেজি বোঝে না উপরন্তু তারা ইংরেজি বলাটাও পছন্দ করে না। প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা নিজস্ব মাতৃভাষা ব্যবহার করে এবং তাতেই তারা গৌরব বোধ করে। ইংরেজি জানাকে বিদ্যাবুদ্ধির মাপকাঠি মনে করার মতো দাসত্বসুলভ মানসিকতা শুধু এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহতেই দেখা যায়। তদুপরি ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারাকে গৌরবের বিষয় বলে মনে করা হয়। এমনকি যুক্তিসংগত কোনো কারণ ছাড়াই যত্রতত্র ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নিজের মাতৃভাষাকে ভুলতে বসে।

www.pathagar.com

যা হোক, নিকটবর্তী দোকানগুলোতে ইংরেজি বলতে পারে বা বুঝে এম
কোনো লোক পেলাম না। এ মুহূর্তে কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এম
সময় সাঈদ সাহেব বললেন, অনতিদূরে একটি পর্যটন কেন্দ্র দেখেছিলাম
সেখানে ইংরেজি বলতে পারে এমন লোক অবশ্যই পাওয়া যাবে। এ ক
বলেই তিনি তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। গা
যেহেতু পার্কিংয়ের নির্দিষ্ট স্থানে পার্ক করা ছিল না তাই আমি গাড়িতে
বসে রইলাম। গাড়িতে বসে বসেই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এদিক-ওদি
তাকাতে লাগলাম।

আমরা যে সড়কে গাড়ি রেখে অবস্থান করছিলাম নেমপ্লেটে সে সড়কের ন
দেখলাম ALPAZORA ROAD। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম এটা গ্রানাড
পুরাতন এলাকা 'আলফাজারা'-র বিকৃত রূপ।

গ্রানাডার বর্তমান নামসমূহের যেগুলোর শুরুতে অখ 'আল' শব্দ আছে এ
সবগুলোই প্রকৃতপক্ষে আরবি নাম ছিল। সামান্য একটু চিন্তা করলেই প্রকৃ
আরবি নাম বের করা যায়।

একটু পরেই সাঈদ সাহেব যখন তথ্য সংগ্রহ করে ফিরলেন, তখন জান
পারলাম স্পেনের সবচেয়ে বড় হোটেল লুজ হোটেল LUZ HOTEL।
এখান থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। হালকা একটু খোঁজাখুঁজির পর
হোটেলটি পেয়ে গেলাম। হোটেলের আন্ডারগ্রাউন্ডে গাড়ি পার্কিংয়ের খ
সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। সেখানে গাড়ি পার্ক করে হোটেলে উঠে এলাম। সি
পেলাম এগারো তলায়। যথারীতি কক্ষে প্রবেশ করে ব্যালকনিতে দাঁড়ি
গ্রানাডা নগরীটি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। গ্রানাডা নগরীর এক বিরাট অং
তখন আমার দৃষ্টিসীমার মধ্যে। মাঝে মাঝে প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের বি
ইমারত দেখা যাচ্ছিল। সর্বপশ্চাতে সিরানুভিদা[২৪] পর্বতমালার বরফাচ্ছাদি
চূড়াগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সিরানুভিদার পাদদেশে অবস্থি
গ্রানাডার বরফাচ্ছাদিত এ পর্বতমালা কালের সাক্ষী হয়ে আজ দণ্ডায়মা
তার কোলেই অবস্থিত এ উপত্যাকা মানবজাতির উত্থান-পতনের কত দৃ
যে নিরব দর্শকের ন্যায় অবলোকন করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

---

[২৪] **সিরানুভিদা** : গ্রানাডার পূর্বে ও আলমেরিয়ার উত্তরে অবস্থিত স্পেনের প্রসি
পর্বতমালা।

www.pathagar.com

কত বিজেতার আনন্দ মিছিল, কত মজলুম বিজিতের শবযাত্রা এবং কত সংস্কৃতির উত্তাল লহরি বাদ্য ও সুরের তালে তালে নৃত্য করতে করতে এখানে এসেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আর্তনাদ করতে করতে বিদায় নিয়েছে তার খবর কে রাখে। সিরানুভিদার গগনচুম্বী শৃঙ্গগুলো যুগ যুগ ধরে এ খেলাই দেখছে, তাদের যদি বাকশক্তি থাকত তাহলে বলত—

> "রূপলাবণ্যে ভরা এ দুনিয়া শিশুর হাতের খেলনার মতো। দুদিনের এ খেলাঘরে তাকে নিয়ে অহর্নিশ শুধু খেলাই হচ্ছে। এ খেলার শেষ কোথায়?"

রোমান ভাষায় ডালিমকে বলা হয় গ্রানাডা। মুসলমানরা যখন স্পেন জয় করেন তখন এ নামে কোনো শহর স্পেনে ছিল না। বর্তমানে যেখানে গ্রানাডা অবস্থিত তাকে পূর্বে *আলবীরা* বলা হতো। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে যখন গ্রানাডা শহর আবাদ করা হয় তখন *আলবীরা* গ্রানাডার সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং সম্মিলিতটার নাম গ্রানাডা বলে পরিচিতি লাভ করে। তখন থেকেই গ্রানাডা স্পেনের সবচেয়ে উন্নত, সুন্দর ও সভ্য শহর বলে গণ্য হতে থাকে। তা ছাড়া গ্রানাডা যেহেতু সিরানুভিদার কোলঘেঁষে গড়ে উঠেছে তাই এর প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য, স্বাস্থ্যকর ও মনোরম আবহাওয়া জীবনযাত্রার অঢেল সুযোগ সুবিধা তাকে ভূস্বর্গের মর্যাদা দিয়েছে। গ্রানাডার এক পাশে যেমন পর্বতমালা তাকে মায়ের মতো আদর সোহাগ করে কোলে তুলে নিয়েছে তেমনি অপর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্রোতস্বিনী পাহাড়ী নদী। পূর্বে নদীটির নাম ছিল *শানীল* বর্তমান বিকৃত নাম হলো *জেনিল* (XENIL) এ নদীটি সম্পর্কে লিসানুদ্দীন ইবনুল খতিবের নিম্নোক্ত রসোত্তীর্ণ চুটকিটি খুব প্রসিদ্ধ:

وما المصر تفخر بنيلها * والف منه فى شنيلها

> 'মিশর এক নীল (নদী) নিয়েই এত গর্বিত! অথচ গ্রানাডার এক শানীলেই রয়েছে হাজার নীল।'

উক্ত চুটকিটির ব্যাখ্যা হলো, মরক্কোবাসীদের কাছে আরবি শীন অক্ষরের মান হলো এক হাজার। যেহেতু নীল এর শুরুতে আরবি অক্ষর শীন যোগ করলে শানীল হয়, তাই লিসানুদ্দীন এ থেকে এ তত্ত্ব বের করেছেন যে, শানীলের মধ্যেই রয়েছে এক হাজার নীল।

www.pathagar.com

পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ছাড়াও মনোরম উদ্যান, সবুজ শ্যামল শষ্যক্ষেত্র কলকল ছলছল নাদে বয়ে চলা পাহাড়ি ঝরনা ও পানির স্বচ্ছ ফোয়ারা শহরকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে পরিণত করে রেখেছিল। স্বর্গীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লিসানুদ্দিন বলেছিলেন,

بله تحف به الرياض كانه * وجه جميل والرياض عذاره

وكانما واديه معصم غادة * ومن الجسور المحكمات سواره

'সবুজ উদ্যানঘেরা এ শহর যেন অস্পরী বিনিন্দিত কোনো মায়াবি রূপসীর মুখমণ্ডল। আর এর উদ্যানগুলো যেন তার পুষ্প দলবৎ কোমল গণ্ডদেশ। এর মধ্য দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা নদীগুলো যেন কুসুম কোমল মসৃণ দেহের আজানুলম্বিত সুডৌল হস্ত, আর মজবুত সেতুগুলো যেন তার কঙ্কন।'

জীবনযাত্রার প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধাসহ সোনা-রূপা, শীশা-লোহা প্রভৃতি খনিজ সম্পদেও এ অঞ্চল ছিল সমৃদ্ধ। এখানে রেশম ও তুত উৎপন্ন হতো, বন জঙ্গলে পাওয়া যেত বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি কাঠ। মোটকথা এ ভূখণ্ড আল্লাহ তাআলা সবধরনের সম্পদেই সমৃদ্ধ করেছিলেন। এ জন্য দীর্ঘ পর্যন্ত এ গ্রানাডা মুসলিম স্পেনের রাজধানী ছিল। স্পেনের অন্যান্য প্রদেশ যখন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল তখন সেসব প্রদেশের মুসলমানরা একে সর্বশেষ আশ্রয়স্থলরূপে গ্রহণ করেছিল। ফলে গ্রানাডার চৌহদ্দি তখন খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা স্পেনের সবচেয়ে বড় ও উন্নত নগরীতে পরিণত হয়।

এ গ্রানাডাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির এত ব্যাপক চর্চা হতো যে, এখানকার বিদ্যালয়গুলো বিশ্ব-পরিমণ্ডলে বেশ খ্যাতি লাভ করে। যার ফলে ইউরোপের রাজ পরিবারের ও সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারাকে গৌরবের বিষয় মনে করত।

মুসলমানদের রাজত্বকালে মুসলমানরা স্পেনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন তৎকালীন বিশ্বে তা ছিল তুলনাহীন। কিন্তু বস্তুজগতের এ প্রাচুর্য যখন মুসলমানদেরকে ভোগবিলাসের পথে নিয়ে গেল, তাদের চিন্তা-চেতনা হতে আখেরাতের খেয়াল শিথীল হতে লাগল, দৈন্য

www.pathagar.com

জীবন হতে ধর্মের বাঁধন খুলে যেতে লাগল তখন তাহযিব-তামাদ্দুনের এ উত্থানই তাদেরকে পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করতে লাগল।

এক সময় এ গ্রানাডায় পৌঁছে অমুসলিম পর্যটকদের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। এর আকর্ষণীয় নৈসর্গিক দৃশ্য, মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের চোখ ঝলসানো কারুকার্য ও মুসলমানদের তেজস্বী প্রকৃতি অমুসলমানদের মনে বিস্ময় ও ভক্তির সঞ্চার করত। কিন্তু সে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, প্রস্রবন ও উদ্যান বেষ্টিত গ্রানাডার মুসলিম শাসক আবু আব্দুল্লাহ পতনের বেলাভূমিতে পৌঁছে শহরের চাবি ক্যাস্টলের খ্রিষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও তার পত্নী ইসাবেলার হাতে অর্পণ করে নিজ পরিবারের জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে নিয়েছিল। আর এটাকেই সে সবচেয়ে বড় সফলতা বলে মনে করেছিল। এরপরই কিতাবাকারে লিখিত জ্ঞান বিজ্ঞান ও তাহযিব-তামাদ্দুনের বিরাট বিরাট ভান্ডার গ্রানাডার চৌরাস্তায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মসজিদগুলোকে গীর্জায় পরিণত করা হয়। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সুমধুর সে আজানের ধ্বনি। মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। লুটে নেওয়া হয় মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত-সম্ভ্রম। জুলুম নির্যাতন সয়েও যারা ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল একসময় তারাও নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে কলেমা-জানা মুসলমানের চিহ্ন স্পেনের বুক থেকে বিদায় নেয়। মুসলমানদের উত্থান ও পতনের এমন করুণ উপাখ্যান পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানে বোধ হয় আর ঘটেনি।

আমি আর বন্ধুবর সাঈদ সাহেব হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিরানুভিদার পাদদেশে অবস্থিত এ শহরটি দেখছিলাম। আর কল্পনার এ্যালবাম থেকে ঐতিহাসিক এ রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলোকে একের পর এক মন্থন করে যাচ্ছিলাম। এ অবস্থায় যে কতক্ষণ কেটে গেল তা টেরই পাইনি। হঠাৎ দেখি বিক্রমহারা সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে পশ্চিম গগনে। অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে সারা বিশ্ব।

আমরা দুপুরে যেহেতু যথারীতি কোনো খাদ্য গ্রহণ করতে পারিনি তাই হালকা ক্ষুধা অনুভূত হচ্ছিল। এজন্য নিচে নেমে হালাল খাদ্য খোঁজার কথা ভাবছিলাম। আমরা যে হোটেলে ছিলাম সে হোটেলের রেস্তোরাঁ তখনো খোলেনি। এ জন্য অন্য কোনো রেস্টুরেন্টের খোঁজ নেওয়ার জন্য নিচে নেমে এলাম। খাওয়ার ফাঁকে শহরটাও একটু দেখা যাবে। আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে দেখতে পেলাম এটা শহরের ব্যস্ততম, আলোকজ্জোল ও

www.pathagar.com

ফ্যাশনেবল এলাকা। পার্শ্ববর্তী রেস্টুরেন্টগুলোতে খোঁজ নিয়ে জা
পারলাম এগুলো রাত আটটার আগে খুলবে না। যে প্রধান সড়কের প
হোটেল লুজ অবস্থিত আমরা সে রোড ধরেই চলতে লাগলাম। একটু সা
অগ্রসর হতেই একটি নেমপ্লেটে দৃষ্টি আটকে গেল। লাইটের আলে
ঝলমল করছে একটি লেখা। আল-হামরা[২৫] (AL-HAMBRA)।
সাথেই রয়েছে একটি তির চিহ্ন। তির চিহ্ন যেহেতু আমাদের গাইড।
তির চিহ্ন অনুসরণ করে আমরাও ডানে মোড় নিলাম। ডানের এ সড়
তুলনামূলক একটু ছোট ও সংকীর্ণ। সড়কের দুধারে দোকান ও স্টেশন
বিরাট লম্বা সারি। ডান ও বাম দিক থেকে ছোট ছোট অনেক গলি
সড়কের সাথে মিশেছে। যেগুলোর আকার আকৃতিই প্রাচীনত্বের নিদর্শন
করছে। তাই এটাকে গ্রানাডার প্রাচীন এলাকা বলে মনে হচ্ছিল। এ সড়
পাশের এক কফি হাউজে আমার চা পান করলাম। চা পান শেষে প্র
যুগের কোনো স্মৃতি চিহ্নের সন্ধানে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রাচীন ধাঁচের একটি বাজারের উপকণ্ঠে প্র
নির্মিত বিরাট এক ভবনের উপর সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। ভবনটি
আশপাশের অন্যান্য ভবনের চেয়ে একটু আলাদা ধরনের ও বেশ উন্
এর শীর্ষদেশেও ছিল গগনচুম্বী একটি মিনার। মালাগা থেকে আসার
বিভিন্ন স্থানে যে ধাঁচের মিনার দেখেছিলাম এটিও সে ধাঁচেই গ
স্থাপত্যের গড়ন ও আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে এটা কোনো মসজিদ
পারে। সন্দেহের দোলা ও বুকভরা আগ্রহ নিয়ে আমরা সে দিকে অগ্
হতে লাগলাম। প্রথম ফটকে দুই তিনজন ভিক্ষুককে দেখলাম ভি
করছে। খয়েরি রঙের মজবুত কাঠের তৈরি ভবনের মূল দরজাটি বন্ধ
যাচ্ছিল। কিন্তু দরজার কপাটের মধ্যেই ছোট একটি পকেট

---

[২৫] **আল-হামরা :** মুসলিম আমলে নির্মিত গ্রানাডার রাজ-প্রাসাদ ও দুর্গ। ৬৩৫ হি
মোতাবেক ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে আহমার তা নির্মাণ করেন। তার পর
উত্তরসূরিরা এটা আরও সুন্দর ও সুশোভিত করে এটাকে স্থাপত্য শিল্পের বি
পরিণত করে। সরোজিনী নাইডু এ আল-হামরাকে তাজমহলের চেয়েও অধি
সুন্দর বলেছেন। ঐতিহাসিক স্যার আমীর আলী বলেন, এর দৃশ্য বর্ণনা অ
শক্তিশালী কলম দ্বারাই কেবল সম্ভব। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডার পতনের সথে
আল-হামরা মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

(pocket door) খোলা ছিল। তা দিয়েই আমরা মাথা নুইয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করতেই সামনে পড়ল ঘুটঘুটে এক অলিন্দ। ভবনটিতে প্রবেশের জন্য এর ডানে ও বামে রয়েছে বড় বড় দুটি দরজা। বামদিকের দরজাটি বন্ধ থাকলেও ডানের দরজাটি ছিল খোলা। আমরা খোলা দরজাটি দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই দেখলাম এটা একটা গীর্জা। খ্রিষ্টানদের একটি দল সেখানে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করছে।

এ অবস্থা দেখে আমরা ভবন থেকে বেরিয়ে আসলাম। কিন্তু আমার মন বলছিল নিশ্চয়ই এটা কোনো মসজিদ ছিল যা খ্রিষ্টানরা গীর্জায় পরিণত করেছে। পরে আমার এ অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। অনুসন্ধান করে জানা গেল এটা আসলে ছিল গ্রানাডার জামে মসজিদ। এটা এক সময় ছিল গ্রানাডা শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এককালের সবচেয়ে বড় মসজিদটির এ করুণ পরিণতি দেখে অন্তরে বড় একটা আঘাত লাগল। যে মসজিদে তাওহিদ প্রেমিকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বীয় প্রভুর পদতলে বিনয়াবনত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। যেখান থেকে আজানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সুরঝংকারে কেঁপে উঠত ইথার পাথার। আলোকিত করে তুলত আদিগন্ত সবকিছু। সেখানে আজ কুফর শিরকের তামসী ছায়ারা জেঁকে বসে আছে সব জুড়ে।

'আজও তোমার মাটির 'পরে সিজদা আমার লুকায়িত,
ভোরের হাওয়ায় আজান তোমার হয় না যে আর উচ্চারিত।'

মুসলমানদের কাছ থেকে স্পেনের কর্তৃত্ব যে খ্রিষ্টানরা ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা ছিল খুব কট্টরপন্থী, সংকীর্ণমনা ও গোঁড়া। তারা ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে স্পেনের মসজিদগুলোকে গীর্জায় পরিণত করার ফরমান জারি করে। এ ফরমান জারির সাথে সাথে স্পেনের সব মসজিদ গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয়। সে স্বেচ্ছাচারী ফরমানের নাগপাশ থেকে এ মসজিদটিও রক্ষা পায়নি। এমনকি খ্রিষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণি ইসাবেলার সমাধিও এ মসজিদেই বানানো হয়েছে। এটাই ওদের মুসলিম বিদ্বেষ ও গোঁড়ামির প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। ওদের এ গোঁড়ামির যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে স্পেনে কোনো মসজিদই টিকে থাকতে পারেনি।

এভাবে মসজিদকে গীর্জায় পরিণত করার খ্রিষ্টানি আক্রমণের সাফাই গাইতে গিয়ে পাশ্চাত্যের কোনো কোনো ঐতিহাসিক ও লেখক বলে থাকেন যে,

www.pathagar.com

"এটা আসলে ছিল খ্রিষ্টানদের পাল্টা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। কে
মুসলমানরাও তাদের অনেক বিজিত অঞ্চলে গীর্জাকে মসজিদে রূপান্ত
করেছিল। তাই এর প্রত্যুত্তরে খ্রিষ্টানরা স্পেনের মসজিদগুলোকে গী
পরিণত করেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, খ্রিষ্টানদের পক্ষ হতে এ উ
সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। সত্য ঘটনার সাথে এ উত্তরের দূরে
কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, মুসলমানদের পক্ষ হতে গীর্জাকে মস
বানানোর ঘটনা ইতিহাসে অনেক কমই পাওয়া যায়। কিন্তু স্পেন জয় ক
পর খ্রিষ্টানরা সেখানে যে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে, নির্বিশেষে সকল মসজি
গীর্জায় পরিণত করেছে এর কোনো উদাহরণ মুসলমানদের বিজিত কে
অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামি শরিয়তের বিধান হলো : মুসলমানরা যদি কোনো এলাকা যুদ্ধ ক
জয় করে তাহলে সে এলাকার ভূমি, স্থাপনা ও ইমারাতসমূহের উ
মুসলমানদের পূর্ণ অধিকার থাকে। এ অধিকারের ভিত্তিতেই যদি মুসলমা
চায় তাহলে অমুসলমানদের কোনো ইবাদতগাহকে প্রয়োজন বশত ভে
দিতে অথবা মসজিদে পরিণত করতে পারে। এ অধিকার থাকা সত্ত্বে
মুসলিম বিজেতারা এর প্রয়োগ খুব কমই করেছেন। কোনো কোনো বি
প্রয়োজনের খাতিরে এরূপ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ইবাদতগাহ
আপন অবস্থাতেই রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সকল এলাকা স
মাধ্যমে জয় করা হয়েছে বিশেষ করে যেখানে অমুসলিমদের সাথে তা
ইবাদতগাহ সংরক্ষণ করার চুক্তি হয়েছে সে সমস্ত এলাকার অমুসলিম
ইবাদতগাহগুলোকে বলপ্রয়োগ করে খতম করে দেওয়ার অথবা মসজি
পরিণত করার একটি ঘটনাও ইতিহাসের পাতায় অন্তত আমি পাইনি।

পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানরা গ্রানাডাকে যুদ্ধ করে নয়; বরং লিখিত চুক্তিনামার ভিত্তি
সন্ধি করে জয় করেছিল। যে সময় রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলা ত
আব্দুল্লাহর কাছ থেকে আল-হামরা কবজা করে তখন তারা ৬
দফাসম্বলিত একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিল। সে চুক্তিপত্রে নিম্নে
বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল,

১. ধনী-গরিব নির্বিশেষে কোনো মুসলমানের জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি ক
যাবে না। তারা যেখানে খুশি সেখানে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারবে।

www.pathagar.com

২. মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা অনধিকার চর্চা করতে পারবে না এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।

৩. মসজিদ ও ওয়াকফ-সম্পত্তি যথারীতি বহাল থাকবে।

৪. কোনো খ্রিষ্টান মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না।

৫. মুসলমানদের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান অনুসরণ করা হবে।

৬. যেসব খ্রিষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের পুনরায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। যদি কোনো মুসলমান খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে চায় তাহলে একজন মুসলমান ও একজন খ্রিষ্টান বিচারক তার অবস্থা অনুসন্ধান করবেন যে, এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে কিনা?

উক্ত শর্তসমূহ মেনে নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করার পর তা শুধু কাগজ পত্রেই রয়ে গিয়েছিল। প্রাণহীন একটি কাগজের টুকরার মর্যাদাও সে চুক্তিপত্রকে দেওয়া হয়নি। চুক্তিপত্রের এমন কোনো শর্ত ছিল না যা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে ভঙ্গ করা হয়নি। ফার্ডিন্যান্ড, ইসাবেলা ও তাদের সমকালিন খ্রিষ্টান পাদরিদের মনে ধর্মীয় গোঁড়ামির বীজ খুব দৃঢ়ভাবেই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু করুণা ও আক্ষেপ হয় তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' ঐতিহাসিকদের ওপর যারা সত্য ও ন্যায়-নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত এ মানবতা-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডেও যৌক্তিকতা অথবা নীতির প্রতিফলন খোঁজার প্রচেষ্টা চালায়।

যা হোক বুকভরা বেদনা আর শিক্ষা নিয়ে আমরা ভবনটি থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং দ্বিতীয়বার আল-হামরার পথনির্দেশক চিহ্নগুলো অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। পরপর কয়েকটি সড়ক ও গলিপথ অতিক্রম করে যাওয়ার পর হঠাৎ এক জায়গায় দেখলাম বিরাট একটি দালান। দালানটির আশপাশ ঘিরে তরুণ ও যুবকদের জটলা। জিজ্ঞেস করে জানলাম এটি একটি ইউনিভার্সিটি। পরে অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম এটার নাম AL MADRAZA যা আরবি 'আল-মাদরাসা'র বিকৃত রূপ। মুসলিম আমলে এটা গ্রানাডার সবচেয়ে বড় মাদরাসা ছিল। এতে শুধু গ্রানাডারই নয়; বরং দূর দরাজের ও পাশ্চাত্যের ছাত্ররাও শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত। মুসলিম ইতিহাসের কত বড় আলেম, পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী যে এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর বইয়ে দিয়েছেন তা আল্লাহ-ই ভাল জানেন। আজ তাঁদের নাম-ধাম এমনকি সঠিক সংখ্যা বলাও সম্ভব নয়। তবে কল্পনার এ্যালবামে ভেসে উঠে

www.pathagar.com

আল্লামা শাতবি[২৬], ইবনুল খতিব, আবুল হাসান, ইবনুল ইমামদের মত
বিশ্বখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিকদের নাম।

এর অনেক পরে গ্রানাডার পরিচিতির উপর লিখিত একটি ইংরেজি পুস্তিকা
উক্ত 'আল-মাদরাসা' সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেয়ে যাই। পুস্তিকাটির ত
মোতাবেক, গ্রানাডার সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভবনসমূহের মধ্যে উক্ত আ
মাদরাসা ভবনটি ছিল অন্যতম। এর প্রধান ফটক ছিল মর্মর পাথরের তৈ
এর উপর ছিল অশ্বক্ষুরাকৃতি বিশিষ্ট সুন্দর মেহরাব। ছাদে ছিল আকর্ষণ
কারুকার্য। জানালাগুলোতে উৎকীর্ণ ছিল আরবি লিপি। উক্ত পুস্তিকাটি
আরও উল্লেখ রয়েছে, এটা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ইউনির্ভাসিটি ি
যাতে ইবনুল-ফাজ্জার, ইবনে মারযুক[২৭] আবুল বারাকাত, ইবনুত-তাউ
ইবনে ফিফার মতো বড় বড় দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শিক্ষা অ
করেছেন। সুলতান ইউসুফ (১ম)[২৮] এ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপ
খ্রিষ্টান শাসনামলে ১৫২৬ সালে চার্লস (১ম) একে এক নতুন বিশ্ববিদ্যাল
রূপ দান করেন। তিনি ভবনটিতেও বেশ সংস্কার করেন।

"আল-মাদরাসা" থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন বাঁক ঘুরতে ঘুরতে এ
সময় হোটেল লুজ থেকে আসা কেন্দ্রীয় সড়কে গিয়ে উঠলাম। এসড়ক

---

[২৬] **আল্লামা শাতবি :** পূর্ণ নাম আবু ইহসাক ইবরাহিম শাতবি। গ্রানাডার মালি
মাযহাবের বিশিষ্ট ফকিহ, মুফাসসির ও উসুল শাস্ত্রজ্ঞ। আল মোয়াফাফাত ফি উসু
ফিকহ, আল ইতিসাম ও উসুলুন নাহব তাঁর অন্যতম গ্রন্থ। ৭৯০ হিজরি মোতা
১৩৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

[২৭] **ইবনে মারযুক :** শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহা
ইবনে আবু বকর ইবনে মারযুক। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মুবাল্লিগ, রাজনীতিবিদ, ঐতিহা
ও মালিকি মাযহাবের ফকিহ। ৭১০ হিজরি মোতাবেক ১৩১০ খ্রিষ্টাব্দে অথবা ৭
হিজরি মোতাবেক ১৩১১ খ্রিষ্টাব্দে তিলিমসানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৯ খ্রিষ্ট
কায়রোতে ইন্তেকাল করেন।

[২৮] সুলতান ইউসুফ (১ম) গ্রানাডার ইবনুল আহমার (বনু নাসর বা Nsasrids) বং
সুলতান। ৭১৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন ও মাত্র ১৬ বছর বয়সে ৭৩৩ হিজরি
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে প্রশাস
দায়িত্বপালন করেন। ৭৫৫ হিজরিতে যখন তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জ
প্রস্তুতি নেন তখন ঈদের নামাজ আদায়কালে জনৈক অজ্ঞাত বর্শাধারী বর্শা নিক্ষে
তাঁকে শহিদ করে দেয়। ('ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি...')

www.pathagar.com

একটি বড় বাজারে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাজারটিতে একটি প্রতিকৃতি স্থাপিত কাছেই চলমান একটি ফোয়ারা। বাজারটির নাম ছিল BIBRAMBLA অনুসন্ধান করে জানা যায়, মুসলিম আমলে এটা ছিল গ্রানাডার সবচেয়ে বড় বাজার। তখন এর নাম ছিল ময়দানু বাবির রমলা। এর বিকৃত রূপই হলে উল্লিখিত BIBRAMBLA। এ বাজার থেকে বিভিন্ন দিকে কয়েকটি সড়ক বেরিয়ে গেছে। ওই সড়কগুলোর নামও পুরাতন, কিন্তু বিকৃত। যেমন একটি সড়কের নাম ZACATIN (যাকাতিন) যা আসলে ছিল আস-সাকাতিন অন্য একটি সড়কের নাম বোয়াবদিল যা আসলে ছিল আবু আব্দুল্লাহ সড়ক।

এখান থেকে আল-হামরার পথনির্দেশক বোর্ডটি বাম দিকে ইশারা করছে বোর্ডের ইঙ্গিত মোতাবেক আমরা বাম দিকের সড়ক ধরে হাঁটতে লাগলাম সড়কটি ছিল বেশ প্রশস্ত। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলাম সড়কটির ঠিব মাঝখানে নির্মিত এক বিরাট ভবন। ভবনটির কাছে এসেই শেষ হয়ে গেল সড়কটির প্রশস্ততা। সড়কটির পাশে দেখা গেল একটি বোর্ড যা দ্বারা অনুমিত হলো যে, সড়কটি আলবেসিন যাচ্ছে।

ALBAICIN আসলে গ্রানাডার প্রাচীন মহল্লা 'হাইয়্যুল বায়াযিন' এর বিকৃত রূপ। এটা ছিল গ্রানাডার প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক মহল্লা। মুসলিম যুগের অনেব ঐতিহাসিক নিদর্শন এ মহল্লায় পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার সড়কগুলো ছিল কিছুটা অন্ধকার। তদুপরি আলবেসিন কতদূর তাও আমাদের জানা ছিল না তাই আমরা সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে পেছনে ফিরে আসি। পেছনে ফিরে দেখি একটি সংকীর্ণ গলি চলে গেছে "আল-হামরা" প্রাসাদের দিকে এ গলির দিকে বাঁক নিয়ে দেখলাম গলিটি একটি পাহাড়ের দিকে উঠে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, আল-হামরা এখান থেকে এব দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এর প্রধান ফটক বিকাল ৫ টায় বন্ধ হয়ে যায় এবং সকাল সাড়ে নয়টায় পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এখন আল-হামরা যাওয়াও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর সময়সূচিসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও শহরের এ প্রাচীন এলাকা ঘুরে ফিরে দেখাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সামনের এক বুকস্টল হতে গ্রানাডার পরিচিতির উপর লেখা একটি ইংরেজি পুস্তিকা কিনলাম। এর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পুস্তিকাটি কিনেই হোটেল লুজের দিকে রওনা হলাম।

www.pathagar.com

## আল-হামরা

পরের দিন সকালে আমরা নাস্তা করেই ট্যাক্সিতে চড়ে আল-হামরার উদ্দে
রওনা হলাম। গতকাল রাতে পদব্রজে আমরা যে সড়ক পর্যন্ত এসেছিলা
সেখান থেকে সড়কটি একের পর এক পাহাড় বেয়ে এগোচ্ছিল। লম্বা
পাহাড়ের সারি অতিক্রম করার পরে ট্যাক্সি আমাদেরকে পাহাড়ের চূড়া
আল-হামরার ফটকের কাছে নামিয়ে দিল। বিরাট এ ঐতিহাসিক দুর্গটি মূল
হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এরপর থেকেই গ্রানাডার বিভি
শাসক এতে সংযোজন ও সংস্কার করেন। অবশেষে ৬৩৫ হিজরিতে মুহাম্ম
ইবনুল আহমার আন নাসরী এতে অনেক কিছু সংযোজন ও এর সম্প্রসার
করে এটাকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। এরপর হিজরি সপ্ত
শতাব্দীর শেষদিকে তাঁর পুত্র এ দুর্গে এক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন যা আল
হামরা রাজপ্রাসাদ নামে বিশ্বখ্যাত। এরপর তাঁর পুত্ররা এ প্রাসাদে অনে
নুতন কিছু সংযোজন করে তথা আধুনিকায়নের মাধ্যমে একে সমকালী
স্থাপত্য শিল্প ও বিলাসিতার বিস্ময়ে পরিণত করেন।

দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও উদ্যান সব মিলে আল-হামরার দৈর্ঘ্য হলো ৭৩৬ মিটা
এবং প্রস্থ প্রায় ২০০ মিটার। আল-হামরাকে ঘিরে আছে বিরাট ও মজবু
এক প্রাচীর। প্রাচীরটির ধ্বংসাবশেষ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
প্রাচীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন মনোরম উদ্যান অতিক্রম করে ট্যাক্সি আমাদেরে
মূল প্রাসাদ ও দুর্গের সামনে এনে নামিয়ে দেয়। দুর্গের ফটক এখনো বন্ধ
প্রায় ১৫ মিনিট পরে খুলবে। বাল্যকাল থেকেই যে আল-হামরার কথ
ইতিহাসের পাতায় পড়েছিলাম আজ সে আল-হামরা শিক্ষার মূর্ত প্রতীক হ
চোখের সামনে দণ্ডায়মান।

تعز من تشاء وتذل من تشاء

'আল্লাহ যাকে খুশি সম্মান দেন আর যাকে খুশি অপদস্থ করেন।' এর বাস্ত
নমুনা হলো আল-হামরা। রাজকীয় এ প্রাসাদে কত রাজা বাদশাহ অহংকা
আর আত্মগৌরবে ফেটে পড়ত। এখানে কত রাজার মাথায় পরানো হয়েছি
রাজমুকুট। কত মুকুটধারীর গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাসে

www.pathagar.com

আরও কত অজানা রহস্য বুকে ধারণ করে ভগ্ন-প্রায় আল-হামরা আজ দণ্ডায়মান।

একটু পরেই দুর্গের ফটক খুললে আমরাই সর্বপ্রথম প্রবেশ করলাম। পদে পদে ভগ্ন-প্রায় দালানগুলো যেন অতীতের উপাখ্যান শুনাচ্ছিল। ফটকের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক স্থান হলো "বুরজুল হারাসা" বা প্রতিরক্ষা টাওয়ার যা আল-হামরার সবচেয়ে উচু টাওয়ার ছিল। এর অপর নাম ছিল 'আল কাসবা'। এক সময়ে এ টাওয়ারের উপরই ইসলামের হেলালি নিশান পতপত করে উড়ত। কিন্তু যখন গ্রানাডার সর্বশেষ মুসলিম শাসক আবু আব্দুল্লাহ[২৯] আল-হামরার চাবির 'উপঢৌকন' রূপার তশতরি (ট্রে) তে রেখে খ্রিষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ডের কাছে পৌঁছে দেয় তখন সে সর্বপ্রথম এ টাওয়ার থেকে ইসলামের পতাকা নামিয়ে সেখানে পাদরিদের হাতে কাঠের 'ক্রুশ' স্থাপন করে। সে ক্রুশই আজ পর্যন্ত এ টাওয়ারে বিদ্যমান। যা আল-হামরায় আগত মুসলিম পর্যটকদের হৃদয়ের তন্ত্রীগুলোতে রক্তক্ষরণ করে চলছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

'বুরজুল-হারাসার' এ অংশটির উপর আল-হামরার সামরিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এর আশে-পাশে সামরিক কায়দায় নির্মিত দালানগুলোর ভগ্নাবশেষ এখনো বিদ্যমান। আল-হামরার মূল রাজপ্রাসাদ এখান থেকে একটু দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পথে পুরাতন দালান-কোঠার অনেক ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে সেখানে পড়ে আছে ছোট ছোট কুঠরির ভাঙা দেয়ালগুলো।

কোথাও খুব গভীর কূপ, কোথাও সুড়ঙ্গ ও গোপন পথ। কোথাও সিঁড়ি, কোথাও দুর্গ প্রাচীরের উপর নির্মিত প্রতিরক্ষা চৌকি। মোটকথা পূর্ণাঙ্গ একটি

---

[২৯] **আবু আব্দুল্লাহ :** গ্রানাডার সর্বশেষ মুসলিম শাসক। খ্রিষ্টানদের প্ররোচনায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ৮৮৭ হিজরিতে নিজ পিতা সুলতান আবুল হাসানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করে। প্রথম প্রথম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহসিকতার পরিচয় দিলেও স্বভাবত সে ছিল অস্থিরচিত্ত ও ভীরু। তার এ দুর্বলতার কারণে ৮৯৭ হিজরিতে স্পেনে মুসলমানদের সর্বশেষ হুকুমত গ্রানাডার পতন ঘটে। গ্রানাডার পতনের পর খ্রিষ্টানরা আবু আব্দুল্লাহকেও শহর থেকে বের করে দেয়। ফলে সে আফ্রিকায় গিয়ে গোলামির জীবনযাপন করতে থাকে। এ অবস্থাতেই সে ৯৪৩ হিজরি মোতাবেক ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

www.pathagar.com

দুর্গের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব নিয়েই ছিল আল-হামরা। এখানে তে একসময় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল সংরক্ষিত। কিন্তু আজ এমন মনে হচ্ছে যে, ছোট্ট কয়েকটি খেয়ালি শিশু মাটির তৈরি খেলনাঘর দিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ ঝগড়ায় মত্ত হয়ে ঘরগুলোকে উলট পালট করে রেখে কোথায় যেন চলে গেছে।

দুর্গ এবং প্রাসাদ-মধ্যবর্তী খালি জায়গা অতিক্রম করার পর প্রাসাদের প্রবেশ পথে আরও একটি ফটক পড়ে। এরপর থেকেই শুরু হয় মহলের পর মহল রূপ ও সৌন্দর্যে যেগুলোর ছিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। মহলগুলোর যে অংশ প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় ইতিহাসে এর নাম পাওয়া যায় 'মা'সাদা' বা মারবায়ুন আসওয়াদ। এটি চমৎকার ও আকর্ষণীয় মেহরাববিশিষ্ট চারটি অলিন্দ ঘের এক চত্বর। চত্বরটির মাঝখানে রয়েছে একটি চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাটির নিচে চতুর্দিকে সিংহ সদৃশ প্রতিকৃতি বানানো। প্রতিকৃতিগুলোর চোখ, নাক ও চেহারার নকশা সম্ভবত ইচ্ছে করেই বানানো হয়নি। কারণ, এতে এগুলো মূর্তি হয়ে যেত। এগুলোর মুখের স্থান হতে ঝরনার মতো পানি উথলে উঠত এ অংশটাকে মহলের সবচেয়ে সুন্দর অংশ বলে মনে করা হয়। এর সাথেই অবস্থিত "কাআতুস সুফারা" বা বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের বিশ্রামাগার। খলিফাগণ এখানেই বিদেশি রাষ্টদূতদের সাথে সাক্ষাৎকার দিতেন। এ হলরুমের প্রাচীরগাত্রে সম্পূর্ণ সুরায়ে 'মুলক' সুন্দর আরবি হস্তাক্ষরে লিখিত ছিল বেগমদের কামরা ও শাহি হাম্মামখানা এখানেই ছিল। এ সমস্ত ভবনে সুন্দর সুন্দর মর্মর পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। আর পাথরগুলোতে এত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ কারুকার্য ছিল যে, আজকের যান্ত্রিক যুগেও তা দুষ্কর। প্রাচীরগাত্রে এবং ছাদের সর্বত্র বনী-আহমারের প্রতিপাদ্য তথা স্লোগান 'লা-গালিবা ইল্লাল্লাহ খুব সুন্দর আরবি হস্তাক্ষরে লিখিত ছিল। পাথর কেটে কেটে স্পেনিশ হস্তাক্ষরে লিখিত বহু আরবি পঙ্ক্তি কক্ষসমূহে বেশ শোভা পাচ্ছে। এগুলো পড়তেও বেশ দীর্ঘ সময় দরকার।

এ মহলেই বিখ্যাত قاعة الاختين বা Two sisters hall অবস্থিত। য সম্পূর্ণ এক রকমের দুটি মর্মর পাথর দিয়ে তৈরি। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই একে قاعة الاختين বা 'যুগল হল' বলা হয়। গ্রানাডার সর্বশেষ মুসলিম শাসক আবু আব্দুল্লাহর মহীয়সী ও দূরদর্শী জননী ও সুলতান আবুল

www.pathagar.com

হাসানের[৩০] মতো মুজাহিদ বাদশাহর স্ত্রী এ কক্ষে থাকতেন। খ্রিষ্টানদের সাথে আবু আব্দুল্লাহর মাত্রাতিরিক্ত মাখামাখির কারণে তিনি আবু আব্দুল্লাহকে একেবারেই দেখতে পারতেন না।

মহলগুলোর অধিকাংশের উত্তরমুখী জানালা দিয়ে পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠা গ্রানাডার প্রসিদ্ধ মহল্লা 'হাইয়্যুল বায়াযিন' (আলবেসিন) স্পষ্ট দেখা যেত। এখান থেকে মহলবাসীরা শহরের সার্বিক অবস্থা সর্বক্ষণ অবলোকন করতে পারত।

আল-হামরার রাজমহলের ভবনগুলোর সামনে সযত্নে রচিত ছিল মনোমুগ্ধকর সুবিশাল কৃত্রিম উদ্যান। এ উদ্যানগুলোর একদিক থেকে সিরানুভিদার পর্বত শৃঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অপর দিক থেকে আল-হামরার রূপসী ভবনগুলো যেন হাত ছানি দিয়ে ডাকত। বর্তমানে উদ্যানগুলো যদিও অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে তবুও তাতে যে কোনো পর্যটক অভিভূত না হয়ে পারে না। আল্লাহ-ই ভালো জানেন এ উদ্যানগুলো তাদের যৌবনকালে রূপ ও রঙে কতটুকু চিত্তাকর্ষক ছিল।

আল-হামরার উত্তর পূর্ব কোণে আলাদা একটি টিলায় উদ্যান ও ভবনের আরও একটি সারি অবস্থিত। যা জান্নাতুল আরিফ (Generalife) নামে পরিচিত। গ্রানাডার জনৈক শাসক সুন্দর এ উদ্যানরাজি রাজকীয় বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। সিরানুভিদার নিম্নভূমিতে মহলসদৃশ কিছু ভবন নিয়ে গড়ে ওঠেছে এ কেন্দ্র। আর ভবনগুলোর সামনে রং বেরঙের

---

[৩০] তিনি গ্রানাডার বনি আহমার বংশীয় সর্বশেষ সুলতান আবু আব্দুল্লাহর পিতা। তিনি ৮৭০ হিজরিতে গ্রানাডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যেমন ছিলেন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ শাসক তেমন ছিলেন অকুতোভয় সেনানায়ক। ক্যাস্টলের খ্রিষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড তার কাছে যখন খারাজ (বিশেষ কর) দাবি করেছিল তখন জবাবে তিনি বলেছিলেন, "গ্রানাডার টাকশালে এখন স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে খ্রিষ্টানদের রক্ত-পিপাসু ইস্পাতের তরবারি তৈরি হয়।"

সুলতান আবুল হাসানের এ বীরত্বপূর্ণ উত্তর শুনে খ্রিষ্টানদের শক্তি ও সাহস সব চুপসে যায়। ফলে খ্রিষ্টানরা তার ছেলেকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইন্ধন যোগায়। আবুল হাসানের কাপুরুষ ছেলে আবু আব্দুল্লাহ খ্রিষ্টানদের সহযোগিতায় বিদ্রোহ করে গ্রানাডায় নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করে। ফলে আবুল হাসান মালাগায় চলে যান। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শহিদ হয়ে যান।

www.pathagar.com

ফুলের গাছ ও বিভিন্ন জাতের সুন্দর সুন্দর লতা-গুল্ম দিয়ে রচনা করা হয়েছে চিরহরিৎ পুষ্পোদ্যান। এ ভবনটির কেন্দ্রীয় ফটক থেকে মূল প্রাসাদ পর্যন্ত চলে গেছে মেহ্‌রাবমণ্ডিত একটি সুরম্য পথ। পথটি বেশ দীর্ঘ ও সবুজ গুল্ম দিয়ে তৈরি। পথটির উভয় পাশের প্রাচীর, ছাদ ও উপরের মেহ্‌রাবগুলোতে খোদাই করে এত সুন্দর কারুকার্য করা হয়েছে যে, নিজের অজান্তেই এর নির্মাতাদের সু-রুচির প্রশংসা এসে যায়।

অনিন্দ্যসুন্দর মহল, তিল-তিল করে গড়ে তোলা জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণাঢ্য নগরী ও আট শ বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যকে খ্রিষ্টানদের করুণার উপর ছেড়ে দেওয়ার প্রাক্কালে মুসলমানদের অন্তরে বিষাদ ও নৈরাশ্যের যে ঢেউ খেলেছিল তা কল্পনা করতেই যেন কলজে বিদীর্ণ হয়ে ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়। অস্থিরচিত্ত কাপুরুষ আবু আব্দুল্লাহর অযোগ্যতা ও নির্বুদ্ধিতাই বাহ্যত গ্রানাডার পতনের কারণ ছিল। সে যখন চিরদিনের জন্য আল-হামরা ত্যাগ করে যাচ্ছিল তখন টিলার উপর থেকে শেষ বারের মতো আল-হামরার দিকে তাকিয়ে অবোধ শিশুর ন্যায় কেঁদেছিল। অশ্রুসংবরণ করতে পারেনি অবিরাম বৃষ্টিধারার ন্যায় অশ্রুর ধারা তার গণ্ডদেশ ভাসিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল মাটির বুকে। তার মা রানি আয়েশা অযোগ্য পুত্রের এ ক্রন্দন-দৃশ্য দেখে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'পুরুষ হয়ে যখন তুমি বীরদর্পে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারোনি এখন স্ত্রীলোকের মতো কেঁদে বুক ভাসিয়ে লাভ কী?'

বেলা প্রায় এগারোটায় আমরা আল-হামরা থেকে হোটেলে ফিরে আসি হোটেল থেকে লাগেজ পত্র নিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে রাখা গাড়িতে চড়ে বসি এখন আমাদের গন্তব্যস্থল এখান থেকে দু শ কিলোমিটার দূরের কর্ডোভা।

আধুনিক উন্নত বিশ্বে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এত সহজ যে, একজন অচেনা ব্যক্তিও রাস্তা খুঁজে বের করতে সাধারণত কোনো বিড়ম্বনার শিকার হয় না তাই গ্রানাডার লোকালয়েই আমরা কর্ডোভাগামী রাজপথের দিকনির্দেশনা পেতে লাগলাম। নির্দেশনা অনুসরণ করতে করতে এক সময় আমরা গ্রানাডাগামী হাইওয়েতে গিয়ে উঠলাম।

গ্রানাডার লোকালয় অতিক্রম করার কিছুক্ষণ পরই সবুজ-শ্যামল পাহাড়ি এলাকা শুরু হয়ে গেল। দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত ছোট ছোট পাহাড় ও পাহাড়মধ্যস্থ উপত্যকাগুলোকে সবুজ ও পুষ্পবসনে আচ্ছাদিত দেখা যাচ্ছিল সড়কটি একবার কোনো পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে করতে তার শীর্ষ দেশে উঠে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। এভাবে আবার কোনো উপত্যকার কোল বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। এর পরেই আবার কোনো না কোনো পাহাড় তার সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। এভাবেই প্রকৃতি এ পাহাড়গুলোকে গ্রানাডার অতন্দ্রপ্রহরী হিসেবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। পাহাড়ের এ বেষ্টনীর কারণেই শত্রুর শ্যানদৃষ্টি ও কালোথাবা থেকে দীর্ঘ দিন গ্রানাডা ছিল নিশ্চিন্ত। গ্রানাডার পতনের পূর্বেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইসলামের মুজাহিদগণ এ পাহাড়গুলোকে সামনে রেখেই শত্রুর অগ্রাভিযান রুখে দাঁড়িয়েছিল।

পাহাড়ি এলাকা শেষ হওয়ার পর একের পর এক অনেক লোকালয় পড়ে। প্রত্যেক লোকালয়ের পাহাড়ের চূড়ায় একটা গীর্জা অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। মালাগা হতে আসার পথে যে ধাঁচের মিনার দেখেছিলাম গীর্জাচূড়ার এ মিনারগুলো সে ধাঁচেই গড়া। যাতে বুঝা যায় এগুলো একসময় মসজিদ ছিল। পরে গীর্জায় পরিণত করা হয়েছে।

এভাবে প্রায় তিনঘন্টা চলার পর দিগন্তে কর্ডোভা[৩১] নগরীর নিদর্শন দেখা যেতে লাগল।

---

[৩১] **কর্ডোভা :** ওয়াদিল কাবির (Guidal quiver) নদীর তীরে অবস্থিত স্পেনের শহর। জনসংখ্যা ২,৭৫,০০০। আবদুর রহমান আদ দাখেল ৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে তা উমাইয়া সালতানাতের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলেন। ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ফার্ডিন্যান্ড (৩য়) তা দখল করে নেয়। কর্ডোভা এককালে ইসলামি সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল। এর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শন হলো : কর্ডোভার জামে মসজিদ। আবদুর রহমান আল দাখেল তা নির্মাণের সূচনা করেন। খ্রিষ্টান বিজেতা শার্লিম্যান এটিকে ক্যাথাড্রালে পরিণত করে।

www.pathagar.com

## কর্ডোভা

স্পেনের প্রাচীন নগরীসমূহের একটি হলো কর্ডোভা। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী ইতিহাসেও জনবসতিপূর্ণ নগরী হিসেবে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ৭১ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৯২ হিজরিতে তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলমান যখন স্পেনে বিজয় করেন তখন স্পেনে গথিকদের রাজত্ব ছিল। মুসলি সৈন্যরা শহরবাসীর সঙ্গে খুব উদার ও নম্র ব্যবহার করেন। মুসলমান স্পেন জয় করার পর প্রথমে সেভিল Seville ৩০ কে রাজধানী হিসে ঘোষণা দেন।

কিন্তু সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের[৩২] ৩১ যুগে স্পেনের গভর্নর সাম বিন মালেক খাওলানী রাজধানী সেভিল[৩৩] থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তরি করেন। এর পরে এ কর্ডোভা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্পেনের রাজধা হিসেবে ছিল। ১৩৮ হিজরিতে আবদুর রহমান আল-দাখেল[৩৪] ৩২ যখ

---

[৩২] **সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক :** ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের ভাই। ওলিদে ইন্তেকালের পর খেলাফত লাভ করেন। তিনি উমাইয়া বংশীয় সপ্তম খলিফা। ( হিজরি মোতাবেক ৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফিলিস্তিনের রামাল্লা শহর অবরে করেন। কননস্টান্টিনোপলও অবরোধ করেন কিন্তু তা বিজয়ে সক্ষম হননি। ৯৯ হিজ মোতাবেক ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন।

[৩৩] **সেভিল (Seville) :** গুইডাল কুইভার (ওয়াদিল কাবির) নদীর তীরে অবস্থি দক্ষিণ পশ্চিম স্পেনের বিখ্যাত শহর। জনসংখ্যা ৭৭,৫০০। ৭১২ খ্রিষ্টা মুসলমানগণ এ শহর বিজয় করেন। ফার্ডিন্যান্ড (৩য়) ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তা পুনরায় দখ করে নেয়। স্থাপত্য শিল্পে সমৃদ্ধ। তন্মধ্যে রাজপ্রসাদ ও গথিক ক্যাথাড্রাল বিশে উল্লেখযোগ্য।

[৩৪] **আবদুর রহমান আদ দাখেল :** স্পেনে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১১৩ হিজরি যখন তিনি দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন তখন খেলাফত ছিল বনি উমাইয়ার হাতে। বি ১৩২ হিজরিতে উমাইয়াদের পতন হয়ে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা হলে আবা রহমান আব্বাসীয়দের আক্রমণের শিকার হয়ে আফ্রিকায় পলায়ন করেন। পরে স্পেন উমাইয়া শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমন্ত্রণ ও সহযোগিতায় ১৩৮ হিজরিতে স্পেনের দক্ষি উপকূলে অবতরণ করে কর্ডোভা, এলভিরা ও সেভিল দখল করে আব্বাসীয় আমি ইউসুফ ফিহরিকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করেন এবং ধাপে ধাপে স্পেনের উমাই বংশীয় শাসন দৃঢ় করে ১৪৬ হিজরিতে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা দে

www.pathagar.com

এখানে উমাইয়া সালতানাত কায়েম করেন তখন কর্ডোভা নগরীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

উমাইয়া বংশের সুলতানরা কার্ডোভায় তিনশত বছরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। এরপর একের এর এক বনি-হামুদ বনি-জাহুর, বনি-আব্বাদ, মুরাবিত এবং মুওয়াহহিদগণ রাজত্ব করেন।[৩৫] কিন্তু ৬২৬ হিজরিতে

---

ঐতিহাসিক আমির আলি ভাষায় "স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আবদুর রহমান আল দাখেল সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান ছিলেন।" ভিনদেশী এক মুসাফির হয়েও তিনি অরাজকতাপূর্ণ স্পেনে স্বাধীন বংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেনের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্পেনকে একটি শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তাই তাঁকে Falcon of quraish বা কুরাইশদের ঈগল বলা হয়। কর্ডোভার ভুবন বিখ্যাত জামে মসজিদ তাঁর অমর কীর্তি। ১৭২ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

[৩৫] স্পেনের মুসলিম শাসনামলকে প্রধানত তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায় :

**১ম অধ্যায় :** আমিরাতে আন্দালুস। এর ব্যাপ্তি ছিল ৯২ হিজরি হতে ১৩৮ হিজরি পর্যন্ত। এ সময় (৯২-১৩৮ হিজরি) দারুল খেলাফত হতে স্বয়ং খলিফা স্পেনে আমির বা প্রশাসক নিযুক্ত করতেন।

**২য় অধ্যায় :** আমিরাত ও খেলাফতে বনী উমাইয়া, এর ব্যাপ্তি ছিল। ১৩৮ হিজরি (৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) হতে একাধারে ৪০৭ হিজরি পর্যন্ত।

**৩য় অধ্যায় :** ৪০৭ হিজরির পর হতে স্পেনিশ আরব সরদার ও বার্বারদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায় এবং বলতে গেলে তা স্পেনের পতন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

**বনি হাম্মুদ :** স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর উচ্চাভিলাষী আরব সর্দার ও বার্বারদের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়। তাই যে সরদার যে প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত ছিল সে প্রদেশকে সে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা দিতে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় উমাইয়া শাসনাধীন মুসলিম স্পেন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম স্পেনের বিভিন্ন অংশে আরব ও বার্বার রাজ-বংশের উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয় রাজ-বংশ বনি হাম্মুদ। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন আলি ইবনে হাম্মুদ (মৃত্যু ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দ) এ বংশ ধ্বংস-প্রাপ্ত উমাইয়া খেলাফতের বিভিন্ন অংশে ৪০৭ হিজরি (১০১৬ খ্রিষ্টাব্দ) হতে ৪৪৯ হিজরি (১০৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

**বনি জাহুর :** এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জাহুর ইবনে মুহাম্মদ। তিনি খুব অনাড়ম্বর ও নম্রপ্রকৃতির ছিলেন। এ বংশ ৪২২ হিজরি (১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ৪৬৪ হিজরি (১০৬৯) পর্যন্ত কর্ডোভায় রাজত্ব করে।

www.pathagar.com

ক্যাস্টলের খ্রিষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড এটাকে দখল করে নেয়। এভাবে
শহরে একাধারে ৫৩৪ বছর মুসলমানগণ রাজত্ব করেন। কর্ডোভা

---

**বনি আব্বাদ :** ৪১৪ হিজরিতে কর্ডোভার অধিপতি আলি ইবনে হাম্মুদের ভাই কা
ইবনে হাম্মুদ যখন সেভিলের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হয় তখন সেভিলের কাজি ও ম
আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ ও মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইরি সেভিলের নিয়
গ্রহণ করে কাসেম ইবনে হাম্মুদকে প্রতিহত করে। এরপর আবুল কাসেম মুহা
ইবনে আব্বাদ, মুহাম্মদ ইবনে যুবাইরিকে সেভিল থেকে বিতাড়িত করে সেভি
কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এরপর তাঁর উত্তরসূরিরা ৪৮৪ হিজরি পর্যন্ত সেভিল শাসন করে।

**মুরাবিত :** বার্বার বংশোদ্ভুত রাজবংশ। এরা প্রথমত মরক্কোতে ইসলামি রাষ্ট্র কা
করে। স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর স্পেনের শাসকরা স্পেনকে খণ্ড-বি
করে স্বাধীন রাজ্য কায়েম করতে শুরু করলে খ্রিষ্টানরা এ সুযোগে ধীরে ধীরে তা গ
করতে আরম্ভ করে।

মরক্কোর মুরাবিত বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ইউসুফ বিন তাশফিন খ্রিষ্টানদের কা
থাবা থেকে মুসলিম রাজ্যগুলোকে রক্ষা করতে কয়েকবার স্পেনে অভিযান চালা
কিন্তু পরস্পরে যুদ্ধেলিপ্ত অধিকাংশ মুসলিম শাসক তাঁকে কোনো রূপ সহযোগি
করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং পরস্পরে যুদ্ধে জড়িয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের প্র
ক্ষতি সাধন করতে থাকে। ফলে ইউসুফ বিন তাশফিন তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি সি
ইবনে আবি বাকারকে স্পেন অভিযানে প্রেরণ করেন। ৪৮৫ হিজরির মধ্যে সম
মুসলিম স্পেন অধিকারের মাধ্যমে তিনি ধ্বংসোন্মুখ মুসলিম সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে
ইউসুফ বিন তাশফিনের বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্পেনীয় আরব সর্দার ও বার্বারদের স্বা
রাজ্য প্রতিষ্ঠার হিড়িক বন্ধ হয়ে সেখানে মরক্কোর মুরাবিত বাদশাহ ইউসুফ
তাশফিনের নিয়োজিত ভাইসরয়দের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে শতধা বি
মুসলিম স্পেন খ্রিষ্টানদের গ্রাসের মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে মরক্কোর মুসলিম শাসনাধী
এসে নিরাপত্তা লাভ করে। এভাবে ৪৮৫ হিজরি থেকে ৫৪১ হিজরি পর্যন্ত স্পে
মুরাবিতরা রাজত্ব করেন।

**মুওয়াহহিদ :** মুরাবিত বংশের পতন ঘটিয়ে তদস্থলে মাহদি ইবনে তৌমারত ও ত
শিষ্য আব্দুল মুমিন ইবনে আলি যে বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন তা মুওয়াহিদ বংশ ন
পরিচিত। তারা প্রথমে মরোক্কোতে তাদের রাজত্ব সুদৃঢ় করে স্পেনে কর্তৃত্বের ব
প্রসার করে। মরক্কো ও স্পেনে পুরোপুরিভাবে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ৫
হিজরিতে (১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) ৬০৯ হিজরিতে (১২১২ খ্রিষ্টাব্দ) উকাব যুদ্ধের পর স্পে
তাদের রাজত্বের ভিত নড়ে উঠে। ৬২৫ হিজরিতে স্পেন থেকে মুওয়াহহিদ বংশের ন
গন্ধও মিটে যায়। কিন্তু মরক্কোতে তখনো তাদের প্রভাব ছিল। ৬৬৭ হিজরিতে ত
বিলুপ্ত হয়।

www.pathagar.com

মুসলমানদের যুগে অন্যতম সভ্য নগরী বলে গণ্য করা হতো। বড় বড় ২১টি মহল্লা নিয়ে গড়ে উঠেছিল এ শহর। খলিফা হিশাম আল মুয়াইয়াদ[৩৬] এর যুগের (৩৬৬-৩৯৯ হি.) এক জরিপে দেখা যায় যে, এ শহরে আড়াই লাখের উপর বাড়ি ছিল। দোকানের সংখ্যা ছিল আশি হাজার চার শ। আবদুর রহমান আল দাখেলের যুগে (১৩৮-১৭২ হি.) এ শহরে মসজিদের সংখ্যা ছিল ৪৯০। পরে এ সংখ্যা ষোলো শ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। (নাফহুত-তীব ২য় খণ্ড-৭৯ পৃ.)

উত্থান যুগে মুসলমানগণ কর্ডোভাকে উপহার দিয়েছিলেন বিরাট বিরাট ভবন, সুন্দরতম রাজপথ, মজবুত সেতু, উন্নত শিল্প-কারখানা ও নতুন নতুন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। যেসবের আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। স্পেনের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মাককরী 'নাফহুত তীবের' পূর্ণ একটি খণ্ড কর্ডোভার আলোচনায় ব্যয় করেছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দিক দিয়েও কর্ডোভার ছিল বিরাট খ্যাতি। জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় যে সকল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পণ্ডিত স্পেনে জন্ম নিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন কর্ডোভার বাসিন্দা।

প্রসিদ্ধ তাফসিরবিদ ও সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কুরতুবি[৩৭] ফেকাহ ও দর্শন শাস্ত্রের ইমাম-আল্লামা ইবনে রুশদ[৩৮] আহলে যাহের

---

[৩৬] **হিসাম আল মুয়াইয়াদ :** স্পেনের উমাইয়া বংশীয় নবম খলিফা। ৩৬৬ হিজরিতে যথারীতি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ৩৯৯ হিজরিতে বিশেষ কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর এক বছর পর দ্বিতীয়বার ক্ষমতা ফিরে পান। তিন বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর ৪০৩ হিজরিতে রাষ্ট্রীয় এক গোলযোগ নিহত বা গুম হয়ে যান। খলিফা হিসেবে তিনি তেমন যোগ্য ছিলেন না। বরাবরই তিনি আমির-উমারা ও উজির-নাজিরদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন।

[৩৭] **আল্লামা কুরতুবি :** স্পেনের প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ আলেম। পূর্ণ নাম : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবন ফারাহ কুরতুবি। তিনি আলজামি' লিআহকামিল কুরআন বা তাফসিরে কুরতুবির লেখক। তিনি ছিলেন মালেকি মাযহাবের অনুসারী। তাঁর অনবদ্য ও তাফসির গ্রন্থ ১২ খণ্ডে সমাপ্ত। দীর্ঘ এ তাফসির গ্রন্থটি সারা মুসলিম বিশ্বে সমভাবে সমাদৃত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। ৬৭১ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

মতবাদের পথিকৃত আল্লামা ইবনে হাযম[৩৯],৪১ চিকিৎসা ও সার্জারি বিজ্ঞা
সর্বজনস্বীকৃত বিজ্ঞানী আবুল কাসেম যাহরাবি প্রমুখ মুসলিম মনীষী
শহরেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় তন্ময় হয়ে থাকতেন।

কর্ডোভার গ্রন্থাগার ছিল বিশ্বব্যাপী প্রবাদস্বরূপ। শিক্ষা ও সাহিত্যের প্র
জনমনে এত আগ্রহ ছিল ও এর এত ব্যাপক চর্চা হতো যে, কর্ডোভা নগরী
এমন কোনো বাড়ি ছিল না যাতে ব্যক্তিগত লাইব্রেরি গড়ে ওঠেনি। কর্ডো
তদানীন্তন মুসলিম সমাজে কারও কাছে দুষ্প্রাপ্য কোনো গ্রন্থের পাণ্ডুলি
থাকাটাকে সবচেয়ে গৌরবের ও উল্লেখযোগ্য বিষয় বলে মনে করা হতে
যাদের প্রকৃতিতে গ্রন্থের প্রতি ঝোঁক থাকত না সমাজে তাদের ভালো দৃষ্টি
দেখা হতো না। তাই অনেকেই শুধু ফ্যাশন ও সাজ-সজ্জার জন্য ঘরে গ্র
আলমারি সাজিয়ে রাখত।

এ প্রসঙ্গে "মাককরী" হাযরমি গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সুন্দর একটি ঘট
তার ভাষাতেই বর্ণনা করেন। লোকটির বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ : একস
আমার একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের দরকার পড়ে। সেটির সন্ধানে আমি কর্ডো
আসি এবং গ্রন্থের বাজার সম্পূর্ণ চষে ফেলি। অবশেষে এক জায়গায় দে
গ্রন্থের নিলাম হচ্ছে। আমার উদ্দীষ্ট গ্রন্থটি হয়তো পাওয়া যেতে পারে

---

[৩৮] **ইবনে রুশদ :** আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ। ১১২৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডো
জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট দার্শনিক। ইলমে কালাম, ফিকাহ, কাব্য, চিকিৎসা, গণি
দর্শন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হ
খলিফা তাঁকে ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিয়োজিত করেন। পরে কর্ডোভার বিচা
পদে নিয়োগ দান করেন। তিনি ইসলামি শরিয়ত ও দর্শনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনক
فصل المقال بين الحكمة و الاتصال নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বিশিষ্ট দার্শনিক ই
গাযালি গ্রিক ও আরব দার্শনিকদের মধ্যকার "দ্বন্দ্ব" সম্পর্কে تهافت الفلاسفة নামক
গ্রন্থ লিখেন ইবনে রুশদ تهافت التهافت লিখে এর বিরোধিতা করেন। এরিস্টটে
জটিল গ্রন্থের ব্যাখ্যাও তিনি লিখেন। পাশ্চাত্যে তিনি Averose নামে প্রসিদ্ধ।

[৩৯] আলি ইবনে আহমদ ইবনে হাযম। আন্দালুসিয়ার বিশিষ্ট কবি, দার্শনিক ইতিহাস
ও কালাম বিশারদ। কর্ডোভায় ৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনীতির প্র
বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা পরিহার করে অধ্যয়ন ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১০
খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

আশায় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই। ভাগ্যক্রমে গ্রন্থটি পেয়েও যাই। গ্রন্থটি পেয়ে আমি খুশিতে একেবারে আত্মহারা হয়ে তা কিনার জন্য খুব চড়া দাম হাঁকতে থাকি। কিন্তু হায় আফসোস! যখনি আমি আগে বেড়ে দাম হাঁকি তখনি অপর এক ব্যক্তি আমার চেয়ে আগে বেড়ে নিলামের দর বাড়িয়ে দেয়। বলতে বলতে সে সীমাতিরিক্ত দাম বলে ফেলে। তখন আমি নিলামকারীকে বললাম, যে ব্যক্তি এমন সীমাতিরিক্ত হাঁক দিচ্ছে তাকে দেখতে লাগলাম। লোকটিকে বেশ ভূষায় বেশ সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক বলে মনে হচ্ছিল। আমি তাকে বললাম, আপনি তো মনে হয় একজন বড় আলেম। প্রকৃতপক্ষেই যদি গ্রন্থটি আপনার দরকারি হয়ে থাকে তাহলে এর থেকে আমি হাত গুটিয়ে নেব।

একথা শুনে সে লোকটি বলল, "আমি কোনো ফকিহ বা আলেম নই। অধিকন্তু আমি এটাও জানি না যে, এ গ্রন্থে কী আছে। কিন্তু আমি অনেক পরিশ্রম করে আমার ঘরে একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছি। গ্রন্থাগারের একটি আলমারির সামান্য একটু জায়গা খালি আছে যাতে এ গ্রন্থটি সংকুলান হবে। তদুপরি গ্রন্থটির বাইন্ডিং যেমন খুব আকর্ষণীয় তেমনি হস্তলিপিও খুব নয়ন জুড়ানো। এজন্য আমি আলমারির খালি জায়গাটুকু পূরণ করার জন্য এ কিতাবটি খরিদ করতে চাই।"

তার উত্তর শুনে আমি মনে মনে বললাম, 'যার মুখে দাঁত নেই সে হচ্ছে বাদামের মালিক।'[৪০]

একবার কর্ডোভার বিখ্যাত মনীষী ইবনে রুশদ এবং সেভিলের আমির আবু বকর বিন যাহারের মাঝে এ ব্যাপারে তুমুল বিতর্ক শুরু হয় যে, কর্ডোভা উত্তম না সেভিল উত্তম? আবু বকর বিন যাহার সেভিলের অনেক গুণকীর্তন করেন। এর উত্তরে ইবনে রুশদ বলেন,

আপনি সেভিলের যে গুণকীর্তন করেছেন তার বাস্তবতা সম্পর্কে আমার জানা নেই। কিন্তু আমি এতটুকু জানি যে, সেভিলের কোনো আলেমের ইন্তেকাল হলে তার গ্রন্থাগার বিক্রির জন্য লোকজন কর্ডোভায় আসে পক্ষান্তরে

[৪০] নাফহুত তীব ২য় খণ্ড : ১১ পৃ.

www.pathagar.com

কর্ডোভার কোনো খেলোয়াড়ের ইন্তেকাল হলে, তার খেলার সরঞ্জাম বিটি
জন্য লোকজন সেভিলে যায়।[৪১]

যে শহরবাসীদের মধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রতি এত আগ্রহ ছিল সে শহ
জ্ঞান সাধনার কেমন পরিবেশ গড়ে ওঠেছিল তা সহজেই অনুমান করা যা
কর্ডোভার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মাঝেই সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞান চর্চার
অতুল আগ্রহ ছিল ঐতিহাসিকগণ তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাপক এ জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার ফলেই কর্ডোভাবাসীদেরকে সভ্যতা, ভদ্র
জ্ঞান, গৌরব, আভিজাত্য ও চরিত্রে অনন্য মনে করা হতো। জীবনধারণে
উপায়-উপকরণের আধিক্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মনোমুগ্ধকর আবহাওয়া
বিনোদনকেন্দ্রের প্রাচুর্য সত্ত্বেও গ্রানাডাবাসীরা অতি সতর্কতার সাথে
ধরনের অপকর্ম, অসভ্যতা ও পাশবিকতা এড়িয়ে চলতেন। স্পেনের একা
অধিবাসী কর্ডোভার অধিবাসীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

"তাদের সৎগুণ হলো তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে। ধ
অনুশাসন পূর্ণরূপে অনুসরণ করে। খুব গুরুত্বসহকারে নামাজ আদায় কর
শহরের জামে মসজিদকে খুব সম্মান করে। মদের কোনো পাত্র দেখ
তৎক্ষণাত তা ভেঙে ফেলে। সব ধরনের অপকর্মকে ঘৃণা করে। তাদে
অহংকারের বস্তু হলো তিনটি। বংশীয় অভিজাত্য, সৈনিকতা ও প্রজ্ঞা।"[৪২]

যে কর্ডোভার এ হাল-হাকিকত একসময় পড়েছিলাম কিতাবের পাতায়, য
নয়নাভিরাম পরিবেশে লিখিত গ্রন্থগুলো আজও আমার মতো জ
অনুসন্ধিৎসুদের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে আছে, সে কর্ডোভা আজ আম
চোখের সামনে। কিন্তু নাহ্, সে কর্ডোভা নয়; বরং যুগের পরিবর্তনে অনে
বদলে গেছে সে। নেই সে মসজিদ আর বিশ্বখ্যাত বিদ্যালয়গুলো। বি
হয়ে গেছে সেই গ্রন্থ আর গ্রন্থাগারগুলো। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সে
আভিজাত্য ও গাম্ভীর্যতা, মানবিক গুণাবলি ও সুস্থ মননশীলতা। চিরত
বিদায় নিয়েছে সেই প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ইনসানগুলো, যারা এ ভূখণ্ড
বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আসনে সমাসীন করেছিলেন। মোটকথা, নেই সে কর্ডো
নেই তার সেই সোনার মানুষগুলো; বরং আজ আমার সামনে তার স্থ

---

[৪১] প্রাগুক্ত

[৪২] নাফহুত তীব-২য় খণ্ড ১০ পৃ.

www.pathagar.com

রয়েছে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের একটি শহর। যার প্রশস্ত রাজপথগুলোতে চলছে বস্তুপূজার প্রতিযোগিতা। যার গগনচুম্বী অট্টালিকাগুলো আজ কুফর শিরিকের আখড়ায় পরিণত। যার অধিবাসীরা সভ্যতা ও ভদ্রতার কবর রচনা করে সাত শ বছরের দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে এমন অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে বস্তুপূজা ভদ্রতার মুখ কুচলে দিয়ে তাকে বর্বর যুগের মূর্খতা বলে আখ্যা দিচ্ছে।

কর্ডোভার শহরতলী অতিক্রম করে আমরা যখন একটু সামনে অগ্রসর হলাম তখন নজরে পড়ল একটি নদী ও নদীর উপর তৈরি সেতু। এ নদীটি হলো কর্ডোভার বিখ্যাত নদী 'ওয়াদিল-কাবির'। নদীর সাথেই দেখা যাচ্ছে একটি জরাজীর্ণ ভগ্ন প্রাচীর। যা একসময় ছিল কর্ডোভার নগরপ্রাচীর। সেতুটি পার হয়ে আমরা যথারীতি শহরে প্রবেশ করলাম। গ্রানাডা থেকে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে হোটেল লুজের রিসিপশন থেকে কর্ডোভার মানসম্পন্ন একটি হোটেলের লোকেশন জেনে এসেছিলাম। তাই কোনো রকম কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই ১২ তলাবিশিষ্ট হোটেলটির ফটকে গিয়ে পৌঁছলাম। হোটেলটির নাম ছিল হোটেল নাইল। এটা কর্ডোভার অন্যতম বিখ্যাত হোটেল। হোটেলটি গুণে মানে ও সকল দিক দিয়ে ছিল হোটেল লুজের চেয়ে অনেক উন্নত।

আমরা যখন হোটেলে পৌঁছলাম তখন প্রায় পৌনে দু'টা বাজে। হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম যে, কর্ডোভার জামে মসজিদ পর্যটকদের জন্য বিকাল ৪ টায় খুলে দেওয়া হয়। এখনও দুইঘণ্টার বেশি সময় হাতে রয়েছে। তাই আমরা জোহরের নামাজ আদায় করে রেস্টুরেন্টে কিছু খেয়ে নিলাম। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর যেখানে হালাল গোশত পাওয়া যায় না সেখানে ভাজা মাছ দিয়ে ডান হাতের কাজটা নিশ্চিন্তে সেরে নেওয়া যায়। তাই ওয়াদিল কাবিরের তাজা ও সুস্বাদু মাছ এ ক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক হলো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ট্যাক্সি নিয়ে কর্ডোভার জামে মসজিদের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। বিভিন্ন বাঁক ঘুরতে ঘুরতে অনেকগুলো মহল্লা অতিক্রম করে ট্যাক্সিটি দুর্গসদৃশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত এক ভবনের সামনে এসে থেমে গেল। গাড়ি থামিয়ে-ই ড্রাইভার বলল, 'এটাই কর্ডোভার জামে মসজিদ'। গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম প্রস্তরনির্মিত বেশ লম্বা চওড়া জাঁকজমকপূর্ণ একটি ভবন।

www.pathagar.com

## কর্ডোভার জামে মসজিদ

বর্তমানে যেখানে কর্ডোভার জামে মসজিদ অবস্থিত সেখানে রো: পৌত্তলিকদের যুগে তাদের একটি উপানালয় ছিল। স্পেনে খ্রিষ্টধর্ম প্র: লাভ করার পর খ্রিষ্টানরা উপাসনালয়টি ভেঙে তদস্থলে একটি গীর্জা নি: করে, যা VINCENT নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দামেস্ক বিজয়কালে মুসলমা: যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, কর্ডোভার বিজয় লগ্নেও মুসলমা: সম্ভবত সে পরিস্থিতির-ই মুখোমুখি হন। দামেস্কের গীর্জা অর্ধাঅর্ধিভাবে ভ করা দেওয়া হয়েছিল। একভাগে ছিল গীর্জা অপর ভাগে মসজিদ। দীর্ঘ পর্যন্ত মসজিদ ও গীর্জা পাশাপাশি ছিল।

কিন্তু কর্ডোভা যখন স্পেনের রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হয় এবং জনবসতি খুব দ্রুত বাড়তে থাকে, তখন মসজিদের অংশটি নামাজিদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। অবশেষে আবদুর রহমান আল দাখেল যখন ক্ষমতা: হন তখন তাঁর সামনে কর্ডোভার জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের বিষ: বিরাট ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য পাশের গীর্জ মসজিদের সাথে যুক্ত করার কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু খ্রিষ্টানদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, যে অর্ধাংশে গীর্জা রয়েছে তা যথারীতি ব: রাখা হবে। এজন্য ইসলামি বিধান মোতাবেকও খ্রিষ্টানদের সম্মতি ছ গীর্জাটিকে মসজিদের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তাই আবদুর রহ: আদ দাখেল খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দকে ডেকে গীর্জার জমি ক্রয় করার প্রস্তাব ( এবং তারা যত মূল্য চাইবে তত মূল্যই পরিশোধ করার অঙ্গীকার ব করেন। যেহেতু খ্রিষ্টধর্মে গীর্জার জমি বিক্রি করা বৈধ তাই খ্রিষ্টানদের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করতে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তবু খ্রিষ্টানরা গীর্জা স্থানা করতে সম্মত হয়নি। কিন্তু আবদুর রহমানও নাছোড়বান্দা, তিনি দীর্ঘ পর্যন্ত তাদেরকে সম্মত করানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। পরিশেষে ত উচ্চমূল্যের পরিবর্তে এ শর্তে সম্মত হয় যে, 'শহরের বাইরে তাদের যে গীর্জা জরাজীর্ণ হয়ে গেছে তা পুনর্নির্মাণের অনুমতি দিতে হবে।' আব

www.pathagar.com

রহমান-আদ-দাখেল তাদের এ শর্ত মঞ্জুর করে নেন। এভাবেই গীর্জা অবশিষ্ট অংশ মসজিদের সাথে সংযুক্ত করা হয়।[৪৩]

প্রশস্ত জমি পাওয়ার পর আবদুর রহমান দাখেল মসজিদটি নতুন কে নির্মাণের কাজ শুরু করেন। দামেস্কের জনৈক অভিজ্ঞ স্থপতির মাধ্যমে এ নির্মাণ করেন। এর অলংকরণ ও কারুকার্য ছিল খুবই জমকালো ' নয়নাভিরাম। বিরাট এ প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে দীর্ঘ সময়ের দরকার ছিল। কি দু'বছর কাজ চলার পর আবদুর রহমান আদ দাখেল ইন্তেকাল করেন। তাঁ ইন্তেকালের পর তার পুত্র হিসাম নির্মাণ কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহ রাখেন এবং আশি হাজার দিনার ব্যয়ে মাত্র ছয় বছরে এর নির্মাণকাজ সমা করেন। এরপর বনি উমাইয়ার খলিফাগণ একে সম্প্রসারণ ও সংস্করণ করতে থাকেন। এভাবে এ মসজিদটি আটটি স্তর অতিক্রম করে পূর্ণতার শীর্ আরোহণ করে।

মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগের প্রশস্ততা ও সৌন্দর্য বিশ্বব্যাপী ছিল অনন্য মসজিদের ছাদযুক্ত অংশ এত প্রশস্ত যে সম্ভবত পৃথিবীতে এত প্রশস্ত ছাদযু অংশ আর কোথাও নেই। অধিকন্তু বিস্তৃত মেঝের পুরোটাই থরে থরে বিন্যা সুন্দর সুন্দর কক্ষ দিয়ে। এগুলোর ছাদ আবার গম্বুজ সদৃশ এবং উভয় দিবে মর্মর পাথরের স্তম্ভের সারি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মুসলিম যুগে ' মসজিদের মোট স্তম্ভ সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শ সতেরোটি ও মোট আয়তন ছি তেত্রিশ হাজার একশ পঞ্চাশ বর্গ গজ।

পর্যটকদের জন্য মসজিদটি খুলে দেওয়ার সাথে সাথেই আমরা ব্যথাতুর হৃদ নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। বিরাট ও ঐতিহাসিক এ মসজিদটির স্তম্ভগুলে আজও দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছিল। কিন্তু সর্বত্র ছিল গুমট অন্ধকার ও সুনসা নীরবতা।

কোনো কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, এ মসজিদের ছাদে ৩৬০টি তা (খাঁজ) ভাজে ভাজে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, সূর্যরশ্মি ক্রান্তি বলয়ে আবর্তন করে প্রতিদিন একটি খাঁজে প্রবেশ করত। রাতে মসজিদে দু ' আশিটি ফানুস জ্বালানো হতো। এগুলোর জন্য পিলসুজ বা দীপাধার ছি সাত হাজার চার শ পঁচিশটি। মসজিদে যে লণ্ঠন জ্বলত সেগুলোর বার্ষি

[৪৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন (আমার ভ্রমণকাহিনি) জাহানে দীদার ৩৭২ পৃষ্ঠা হতে ৩৭৪ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

তেল খরচ হতো প্রায় ৩১৪ মণ। সাড়ে তিন মণ মোম এবং সাড়ে চৌত্রি
সের সুতা মোমবাতি বানানোর কাজেই ব্যয় হতো। প্রতি জুমাবারে
মসজিদে আধা সের চন্দন কাঠ ও এক পোয়া আম্বর জ্বালানো হতো। কি
আজ এ মসজিদটি দিনের বেলায়ও অন্ধকারে নিমজ্জিত। অনেক দূরে দূ
কিছু বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছিল কিন্তু তা অন্ধকারের সাথে কুলিয়ে উঠে
পারছিল না। কুফর শিরিকের যে অন্ধকার কয়েক শতাব্দী ধরে স্পেনকে ঘি
আছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এ অন্ধকার যেন তারই প্রতিবিম্ব।[৪৪]

মসজিদটিতে প্রবেশের পর দেখলাম, বামদিকের পুরো অংশটাতেই গীর্জ
বিভিন্ন কক্ষ। কক্ষগুলোতে বিভিন্ন প্রতিকৃতিও স্থাপিত। মসজিদে
অভ্যন্তরভাগে যে অলংকরণ ছিল তা বিকৃত করে তৈরি করা হয়েছে বির
এক গীর্জা। মসজিদের কক্ষগুলোর গম্বুজসদৃশ ছাদগুলোতে বিভিন্ন ধরনে
চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। গীর্জার অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য বড় বড় বেদি
তৈরি করা হয়েছে। বেদির সামনে অনেক দূর পর্যন্ত বিছানো রয়েছে চেয়ার

খ্রিষ্টানরা মসজিদটিকে যেভাবে বিকৃত করেছে এতে বুঝা যায় যে, আসে
তাদের উদ্দেশ্য গীর্জার অভাব পূরণ করা নয় বরং তাদের আসল উদ্দে
ইসলামি সভ্যতার নিদর্শনসমূহের বিকৃতি সাধন করা ও খ্রিষ্টানি থাব
মসজিদটিকে রঞ্জিত করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ভবনটির যতবড় ক্ষ
সাধন করা হোক না কেন তাদের কাছে তা নিতান্তই কম। তাই খ্রিষ্টান
কর্ডোভার এ মসজিদটিতে তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামির নগ্নতা মন খুলে প্রকা
করেছে। মসজিদের কোনো অংশই খ্রিষ্টান 'হায়েনাদের' কালোথাবা থে
বাঁচতে পারেনি। মসজিদটির মেহরাব ও মেহরাব সম্মুখস্থ দু'তিনটি কাতারে
জায়গা দড়ি দিয়ে ঘেরাও করে আলাদা করে রাখা হয়েছে। মসজিদে
স্মৃতিটুকু রাখার জন্য বোধ হয় এ ব্যবস্থা। চোখ ধাঁধানো কারুকার্যম
অনিন্দ্য সুন্দর মেহরাবটির উপর ধুলার পুরু আস্তরণ পড়ে রয়েছে। তার
কমনীয় অবয়ব খানি অযত্নে অবহেলায় আজ ম্রিয়মাণ হয়ে আছে
মেহরাবটির পাশেই দেখা যাচ্ছে ধুলিমলিন মিম্বরটি। যেখান থেকে এক সম
কাজি মুনযির ইবনে সাঈদের মতো খতিবের অনলবর্ষী খুৎবা তরঙ্গ তুল
ইথারে। আল্লামা কুরতুবি, আল্লামা ইবনে রুশদ, এবং হাফেজ ইবনে আব্দু

---

[৪৪] নাফহুত তীব ২য় খণ্ড ৮৫-৮৭ পৃ.

www.pathagar.com

বার রহমাতুল্লাহি আলায়হির মতো মহান মনীষী ও জ্ঞান সাধকগণ হয়তে এখানেই নামাজ পড়তেন।

খ্রিষ্টানদের আগ্রাসী থাবার যাতাকলে পিষ্ট হত্তয়া সত্ত্বেও এর মুক্ত হাওয় থেকে সে পবিত্রাত্মাদের সুগন্ধি যেন ভেসে আসছে।

এতক্ষণে আসরের নামাজের সময় হয়ে গেছে। কর্ডোভার এ মসজিদে আসরের নামাজ আদায় করার নিয়তেই হোটেল থেকে এসেছিলাম কোত্থেকে যেন এমন একটি অমূলক কথা শুনেছিলাম যে, কর্ডোভার মসজি নামাজিদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আসলে সেখানে যথারীতি নামাজ পড়ারও অনুমতি নেই। কোনো পর্যটক যদি হঠাৎ করে নামাজ পড়ে ফেলে সেটা ভিন্ন কথা।

বন্ধুবর সাঈদ আজান দিলেন। কী মধুর সে আজানের ধ্বনি! কিন্তু 'হাইয়া আলাস সালাহ'র সে মর্মস্পর্শী আহ্বানে সাড়া দেয়ার মতো কেউ ছিল না তাই আমরা দু'জনেই মেহরাবের কাছে দাঁড়িয়ে আসরের নামাজ আদায় করলাম। এ মসজিদের ফরাশে সিজদা করতে গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন আট শ বছরের সব ব্যবধান ঘুচে গেছে। দীর্ঘ আট শতাব্দীর অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ পেরিয়ে যেন তাওহিদের আলোকোজ্জ্বল উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পৌঁছে গেছি যেখানে খোদায়ে 'ওহাদাহু লা শারিকালাহু'র স্তুতি কাব্যের ঝরনাধারা ছলছল কলকল নাদে প্রবাহিত হচ্ছে। 'সুবহানা রাব্বিআল আলা'র অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এখানে আরও মূর্ত হয়ে ফুটে উঠল। আমার মহান প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানহু রাজত্ব উত্থান-পতনের ঊর্ধ্বে। তিনি তখনও اعلي (আ'লা-মহান) ছিলেন যখন এখানে হৃদয়ের সবটুকু ভক্তি ও আবেগ মিশিয়ে আনত মস্তকে সিজদাকারীদের ভিড় লেগে থাকত। তিনি এখনও اعلي (আ'লা-মহান) যখন 'হাইয়্যা আলাস সালাহ'র জবাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত কেউ ছুটে এলো না।

তাওহিদে বিশ্বাসী কোটি কোটি হোক কিংবা হাতে গোনা দু'চার জন, তাঁর দ্বীনের ধারক বাহকেরা দুনিয়ায় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করুক বা নিজেদের আমলের দরুণ প্রভাবহীন হয়ে পড়ুক তাতে সেই মহান সত্তার কিছুই আসে যায় না। তিনি পূর্বে যেমন আহাদ ছিলেন, 'সামাদ' (অমুখাপেক্ষী) ছিলেন এখনো তিনিই আহাদ তিনিই সামাদ।

www.pathagar.com

একমাত্র এ মেহরাবটুকু ছাড়া বহুদূর বিস্তৃত মসজিদটির এতটুকু জায়
অবশিষ্ট নেই যা দেখে নয়ন ও মন জুড়ায়। মসজিদের অবশিষ্ট অং
পুরোটাই খ্রিষ্টানদের সুতীক্ষ্ণ আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। তা দে
আমাদের হৃদয় মন বেদনায় নীল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ মেহরাবের আশেপা
ঘুরে আকর্ষণীয় সে স্তম্ভগুলো আক্ষেপ ভরা দৃষ্টিতে দেখতে থাকি যেখানে এ
সময় বসত ইলম ও জিকিরের মাহফিল। যেখানে সাহিত্য ও জ্ঞানের সমুজ্জ্ব
আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হতো সূর্যের আলোর ন্যায়। এ স্তম্ভগুলো আজ হয়ে
সে দৃশ্যগুলোকে, ফেলে আসা অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল মাহফিলগুলো
আফসোসের সাথে স্মরণ করছে। এ স্তম্ভগুলো মুসলমানদের মা
আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য যেন অবিরাম ফরিয়াদ করে চলছে। এম
ফরিয়াদ যা এখানে এসে স্বচক্ষে দেখা যায় কিন্তু কানে শোনা যায় না।

এ মুহূর্তে আমরা এখানে মাত্র দুজন মুসলমান। উভয়ে নীরব, নিস্তব্ধ
অন্তর্দাহক এ দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে সাই
সাহেব বললেন,

"তকি সাহেব! এখান থেকে শীগগির চলুন। যে পরিবেশ, তাতে শ্বাস রু
হওয়ার উপক্রম। বলাবাহুল্য, এ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি জায়গার সংকীর্ণ
বা অন্ধকারের কারণে সৃষ্টি হয়নি। বরং তা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মানসি
'ভারসাম্যহীনতা'র কারণে। যা হোক আমরা আস্তে আস্তে বের হওয়
দরজার দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। হৃদয়ের তন্ত্রীগুলোতে তখ
বেদনার আঘাত বিরাজ করছিল। দরজার কাছে যেতেই দেখি জনৈক গায়
তার হারমোনিয়ামে সুর তুলতে ব্যস্ত। আমরা তার কাছে পৌঁছতেই
গানে টান দিয়ে সুর তরঙ্গ সৃষ্টি করতে লাগল। নিজের অজান্তেই মুখ থে
বের হলো 'হে আল্লাহ কোনো মসজিদের এমন অন্তর্দাহক দৃশ্য যেন জীব
আর না দেখি।'

আমি জীবনে অনেক ঐতিহাসিক স্থান দেখেছি। অনেক দর্শনীয় ও ঘটনাবহু
স্থানে গিয়েছি কিন্তু হৃদয়ে এত বেদনা আর কোথাও অনুভূত হয়নি
কর্ডোভার মসজিদ দেখে যে মর্মপীড়া ভোগ করেছি অন্য কোনো ঐতিহাসি
স্থান দেখে তা ভোগ করিনি। এখনি বুঝে আসলো আল্লামা ইকবাল কর্ডো

www.pathagar.com

মসজিদে বসে যে দীর্ঘ কাব্য রচনা করেছিলেন তা কী বেদনা নিয়ে করেছিলেন।

سلسلۂ روز شب نقش گر حادثات
سلسلۂ روز شب اصل حیات و ممات
سلسلۂ روز شب ار حریر و در نگ
جس سے بناتی ہے ذاب اپنی قبائے صفات
جس سے دگھاتی ہے ذاب زیر و بم نکنات
تجھ پر کھتا ہے
سلسلۂ روز و شب صیرفی کائنات

দিনের পরে রাত্রি আসে ঘটনা সব মূর্ত হয়,
দিন রজনীর সূত্রে গাঁথা এই জগতের সৃষ্টি-লয়।
রাত্রি দিবস সাদা কালো এমন দুটি সূত্র যায়
পরম আত্মা প্রকাশ করে রচেন স্বীয় বসন তায়।
রাত্রি দিবস অনন্ত তাঁর স্বর্গ-বাণীর গভীর তান
ছন্দে লয়ে তোলেন যাতে সম্ভাবনার বিপুল গান।
তোমায় পরখ করছে সে, আমায় পরখ করছে সে,
রাত্রি দিবস সাত ভুবনে কষ্টি পাথর কষছে সে।

www.pathagar.com

# ওয়াদিল কাবির ও তার সেতু

মসজিদ হতে বের হয়ে দেখি মাটি বৃষ্টিতে সিক্ত হয়ে আছে। বৃষ্টিস্নাত প
ধরেই মসজিদের পশ্চিম পাশের প্রাচীরের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার প
নগর প্রাচীরের একটি পুরাতন ফটক নজরে পড়ে। মুসলিম আমলে এ ফট
দিয়েই দক্ষিণ দিক থেকে শহরে প্রবেশ করা হতো। তখন ফটকটি 'বাবুল
কান্তারা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মুসলিম আমলের ফটক এখন আর নেই
আমাদের সামনে এখন যে ফটক দাঁড়িয়ে আছে তা জনৈক খ্রিষ্টান স্থপতি
তৈরি। এ ফটকের সামনে দিয়েই পূর্ব পশ্চিমে চলে গেছে একটি সড়ক
সড়কটি পার হয়েই দেখি কর্ডোভার প্রসিদ্ধ নদী 'ওয়াদিল কাবির'। খরস্রোত
নদী, কলকল ছলছল রবে বয়ে চলছে। কর্ডোভার আলোচনার সাথে এ নদী
কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পড়েছিলাম। পরে যখন নদীটির এক পারে Guida
Quivir লেখা সাইনবোর্ড দেখলাম তখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম যে, এট
'ওয়াদিল কাবিরের'ই বর্তমান রূপ।

প্রাচীনকালে এ নদীর উত্তর পার হতেই নগর প্রাচীর শুরু হয়ে যেত। প্রাচীরে
অভ্যন্তরেই ছিল রাজপ্রাসাদের সুরম্য ভবনগুলো।

হিজরি প্রথম শতাব্দীতে তারিক বিন যিয়াদ লাক্কা প্রান্তরের যুদ্ধে বিজয় লা
করার পর স্পেনের বিভিন্ন অংশে সেনাদল প্রেরণ করেন। খলিফা ওলিদ বি
আব্দুল মালিকের আযাদকৃত ক্রীতদাস মুগিস রুমীকে প্রেরণ করেন কর্ডো
অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে। মুগীস রুমী দক্ষিণ দিক থেকে কর্ডোভায় প্রবেশে
পরিকল্পনা গ্রহণ করে ওয়াদিল কাবিরের একটু দক্ষিণে 'শেকান্দা' নামক স্থা
শিবির স্থাপন করেন।

কর্ডোভা অধিকার করা চাট্টিখানি কথা নয়। কেননা কর্ডোভা অধিকার করত
হলে সসৈন্যে নদী অতিক্রম করে নগরের উঁচু ও শক্ত প্রাচীর কবজ করা
কোনো বিকল্প ছিল না। নদী ও প্রাচীর এ দুই বাধা মুজাহিদদের পথ আগলে
দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু 'বিজয় অথবা শাহাদত' এ মন্ত্রে যারা দীক্ষিত, খোদা
পথের সে মুজাহিদদের পথ আগলে দাঁড়াবে এমন হিম্মত কার? আল্লাহ
সাহায্য যাদের সঙ্গী সব বাধা তাদের কাছে তুচ্ছ।

www.pathagar.com

মুগিস রুমির গোয়েন্দা বাহিনী 'শেকান্দা'র কাছে এক রাখালকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। রাখালের দেওয়া তথ্যে তারা জানতে পারেন যে, কর্ডোভার আমির-উমারারা যুদ্ধের ভয়ে অনেক আগেই 'টলেডো' পালিয়ে গেছে। শহর রক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো সেনাদল নেই। গোয়েন্দা বাহিনী রাখালের কাছে প্রাচীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেও চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য পান। রাখালটি বলে দেয় যে, দুর্গতো বেশ মজবুত কিন্তু তার এক অংশে একটি ছিদ্র পথ রয়েছে। এর সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহের পর মুগিস রুমি রাতের আঁধারে কর্ডোভার দিকে সৈন্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আল্লাহর কী রহমত! মুজাহিদ বাহিনী মার্চ করার সাথে সাথেই সম্পূর্ণ কাকতালীয়ভাবে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়। ফলে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের মাঝে ঘোড়ার খুরের ঠকঠক শব্দ ইথারে মিলিয়ে যায়। তাই মুসলিম বাহিনী কারও টের পাওয়ার আগেই বিনা বাধায় ওয়াদিল-কাবিরের সেতু অতিক্রম করেন। বৃষ্টি ও প্রচণ্ড শীতের কারণে প্রাচীরের পাহারাদাররা প্রাচীর ত্যাগ করে নিজ নিজ চৌকিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই এদিকে প্রাচীর একেবারে শূন্য পড়ে রয়েছিল।

মুসলিম গোয়েন্দারা রাখালের কাছ থেকে যে ছিদ্র পথের সন্ধান পেয়েছিলেন তা এত উঁচুতে ছিল যে, তাতে পৌঁছাও ছিল রীতিমতো দুষ্কর। কিন্তু জনৈক জানবাজ মর্দে মুজাহিদ এক ডুমুর গাছের সাহায্যে সে পথে উঠে যান। সেনাপতি মুগিস নিজ পাগড়ি খুলে তার এক প্রান্ত সে মুজাহিদের দিকে ছুড়ে মারেন, সে মুজাহিদ পাগড়ি ধরলে একের পর এক কয়েকজন মুজাহিদ পাগড়ি বেয়ে ছিদ্র পথে গিয়ে পৌঁছেন। তারপর সম্মিলিতভাবে লাফ দিয়ে নিচে অবতরণ করে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আশেপাশের পাহারাদারদেরকে কাবু করে ফেলেন এবং পরিশেষে শহরের ফটক খুলে দেন। এভাবে উল্লেখযোগ্য কোন বাধা ছাড়াই এ শহর মুসলমানদের অধীনে চলে আসে।

ওয়াদিল কাবিরের যে তীরে আজ থেকে তেরো শ বছর পূর্বে এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পটভূমি রচিত হয়েছিল আমরা আজ সে তীরের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। এ তীর থেকে একটি জরাজীর্ণ ও পুরাতন সেতু দক্ষিণ দিকে চলে

www.pathagar.com

গেছে। সেতুটিকে আজ খুবই সাধারণ সেতু বলে মনে হচ্ছে। যা জীর্ণ শীর্ণ ধুলিমলিন অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এক সময় এ সেতুটিবে তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম ও দর্শনীয় সেতু বলে বিবেচনা করা হতো। তখ পর্যন্ত বিশ্বের অন্য কোথাও যেহেতু এত মজবুত ও প্রশস্ত সেতু ছিল না ত এ সেতুটিকে তৎকালে আশ্চর্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য করা হতো। মুসলি আমলের আগে এখানে একটি অতি সাধারণ ও জীর্ণ সেতু ছিল। যখন উম ইবনে আব্দুল আযিয রহমাতুল্লাহি আলায়হি ৪২ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহ করেন তখন তিনি দামেস্কে বসেই কর্ডোভার প্রয়োজনসমূহ চিহ্নিত করেন সে সূত্রে তিনি স্পেনের গভর্নর সামাহ বিন মালেক খাওলানিকে ওয়াদি কাবিরের ওপর একটি মজবুত সেতু নির্মাণ করতে নির্দেশ দেন। খলিফ নির্দেশ মোতাবেক ১০১ হিজরিতে আবদুর রহমান ইবনে উবাইদুল্ল আলগাফিফি নামক জনৈক অভিজ্ঞ স্থপতির তত্ত্বাবধানে ৮০০ হাত দৈর্ঘ্য ৮০ হাত প্রশস্ত এ সেতু নির্মাণ করা হয়। নদী সমতল হতে এর উচ্চতা ছি ৬০ হাত। এ সেতুর নিচে ছিল ১৮টি স্লুইস গেট এবং উপরে ছিল ১৯ টাওয়ার। তৎকালিন বিশ্বে এ সেতুর কোনো তুলনা ছিল না। এজন্য ( যুগের জনৈক ঐতিহাসিক লিখেন,

'কর্ডোভার সেতুটি ছিল বিশ্বের অত্যাশ্চর্য নিদর্শনগুলোর অন্যতম নিদর্শন।

এ সেতুটির সম্প্রসারণ ও সংস্কার অনেক হয়েছে। এর ওপর পরিবর্তন পরিবর্ধনের অনেক ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু মুসলিম আমলে এর যে ভিত অবকাঠামো রচনা করা হয়েছিল তা আজও রয়ে গেছে। যুগের পরিবর্তন দুর্বিপাকে তার কমনীয় ও বাসন্তী রূপটি এখন আর নেই, কিন্তু তার মজবু স্থাপত্য নিদর্শনগুলো যেন অবলীলায় বলে চলছে তার হারিয়ে যাও যৌবনের উপাখ্যান।

সেতুটির ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল নদীটির সাবলীল গতিধারা। কিন্তু শীতে কারণে প্রবাহ তেমন বেগবান ছিল না। তদুপরি স্থানে স্থানে বেড়ে ওঠা লং গুল্ম ও জলজ উদ্ভিদ নদীটির প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল। নদীর পা পুরাতন দালান কোঠার কিছু ভগ্নাবশেষও নজরে পড়ল। পরে জান পারলাম এগুলো ছিল মুসলিম আমলে নির্মিত সেচযন্ত্রের কোঠা।

www.pathagar.com

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেতুর দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছতেই একটি প্রাচীন দুর্গের ফটক দেখতে পেলাম। দুর্গটি ছিল অনেক প্রাচীন। রোমান যুগে নির্মিত। তখন এর নাম ছিল 'কলি গুরিস' (cali guris) মুসলিম যুগে এটা (قلهره) নামে পরিচিতি লাভ করে। এখনো এটা কালাহুরা (Calahorra) নামেই খ্যাত। দুর্গটির ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। একে বর্তমানে সরকারি দফতর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাকি অংশ সড়কের সাথে মিশে গেছে।

www.pathagar.com

## মদিনাতুয যাহ্‌রা

ওয়াদিল-কাবিরের সেতুতেই একটি ট্যাক্সি থামিয়ে মাদিনাতুয যাহ্‌রাতে
কিনা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু ড্রাইভার আমাদের কথা না বুঝেই আমা
সংক্ষিপ্ত ইংরেজির উত্তরে স্পেনিশ ভাষা শুরু করে দেয়। অথচ আমর
কিছুই বুঝছিলাম না। অবশেষে তাকে মদিনাতুয যাহ্‌রার একটি ছবি দে
সে আমাদের গন্তব্যস্থল বুঝতে সক্ষম হয়। তারপর স্পেনিশ ভাষার
দু'চারটি ইংরেজি শব্দ যোগ করে মদিনাতুয যাহ্‌রার পরিচয় দিতে থা
ভাবখানা এমন যেন আমরা তার প্রত্যেকটি কথাই বুঝছি। কিন্তু তার উ
আমরা যখন বিশুদ্ধ ইংরেজি বলতে থাকি তখন সে আমাদের প্রকৃত অ
বুঝতে পেরে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গাড়ি ড্রাইভ করতে থাকে।

কর্ডোভা থেকে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত মদিনাতুয যাহ্‌রা। কে
বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচে গড়া একটি আধুনিক শহর। প্রাচীন কা
স্মৃতিবাহী সে ইমারতগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। মুসলিম যুগের
কোনো স্মৃতিচিহ্ন আজ আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সড়ক ও মহল্লাসমূহের
নিয়ে সামান্য চিন্তা করলেই এর আসল আরবি নাম বেরিয়ে আসে।

একটু পরেই গাড়ি শহর পেরিয়ে একটা মেঠোপথ অতিক্রম করতে থা
সড়কটির দুধারে যেন সবুজের ফরাশ অতি যত্নে বিছানো। এ পথেরই
জায়গায় দেখি মদিনাতুয যাহ্‌রা নির্দেশক চিহ্ন ডান দিকে ইঙ্গিত কর
ডানদিকে মোড় নিয়েই গাড়িটি পুরাতন ধাঁচে নির্মিত একটি প্রাচীর
চলতে শুরু করে। এ প্রাচীরই হলো মদিনাতুয যাহ্‌রার নগর প্রাচীর।
এক কিলোমিটার অতিক্রম করার পর মেঠোপথ শেষ হয়ে যায়। তাই সড়
বামে ঘুরে সবুজের অবগুণ্ঠনে আবৃত পাহাড়ে উঠতে থাকে। পাহাড়ের
মধ্যখানে পৌঁছে ড্রাইভার গাড়ি বন্ধ করে দিয়েই আমাদেরকে মদিন
যাহ্‌রার প্রবেশ পথ নির্দেশ করে। ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভার নির্দে
পথের পূর্বপাশে দেখি বিশাল বপু পাহাড় ও পশ্চিম পাশে বিস্তৃত উপত্য
উপত্যকার মধ্যেই দেখা যাচ্ছিল মদিনাতুয যাহ্‌রার ধ্বংসাবশেষ।

কর্ডোভার খলিফা ও তদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বসবাসের জন্য গড়ে
হয়েছিল মদিনাতুয যাহ্‌রা। খলিফা আবদুর রহমান নাসের ৩২৫ হিজরি

www.pathagar.com

শহরের গোড়াপত্তন করেন। এ শহরের গোড়াপত্তনের পেছনে বিশেষ একটি পটভূমির কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। পটভূমিকাটি ছিল এমন, খলিফা আবদুর রহমান নাসেরের ৪৪ এক বাঁদি অনেক ধনসম্পদ রেখে মারা যায়। তার এ ধনসম্পদ খ্রিষ্টানদের কাছে আটক মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য খলিফা নির্দেশ দেন। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, খ্রিষ্টানদের জেলখানায় মুসলিম যুদ্ধবন্দি নিতান্তই কম। তাদেরকে মুক্ত করার পরও অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। এ কারণে খলিফার স্ত্রী 'যাহরা' অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তার নামে একটি শহর পত্তনের আকাঙ্ক্ষা পেশ করেন। খলিফা নাসের স্ত্রীর আবদার আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই তার নামে 'মদিনাতয্ যাহরা' শহর পত্তন করেন।

মদিনাতুয যাহরার কাজ খলিফা নাসেরের আমলেই অনেকটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গরূপে এর কাজ শেষ হয় খলিফা ২য় হাকামের যুগে। তখন পূর্ব পশ্চিমে শহরটির দৈর্ঘ্য ছিল ২৭০০ গজ ও উত্তর দক্ষিণে প্রস্থ ছিল ১৭০০ গজ।

রাজপ্রাসাদ, দরবারকক্ষ, হলরুম, জামে মসজিদ ও রাজপরিবারের বসবাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাসহ দরকারি সবকিছুই ছিল মদিনাতুয যাহরায়। তাই তখন এটা তৎকালীন যুগের সবচেয়ে সুন্দর শহর বলে বিবেচিত হতো।

আমরা যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম তা সম্ভবত 'জাবালুল-আরুস' হবে। ইতিহাসে এ জাবালুল আরুস সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা পড়েছিলাম। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ :

'মদিনাতুয যাহরার' কাজ মোটামুটি সমাপ্ত হওয়ার পর খলিফা নাসের সস্ত্রীক তা পরিদর্শন করতে আসেন। খলিফা ও তাঁর স্ত্রী খুঁটে খুঁটে সব দেখেন। এর নির্মাণশৈলীতে তারা খুবই মুগ্ধ হন। কিন্তু নির্মাণরাজীর এক পাশে এক কৃষ্ণ ও অসংলগ্ন পাহাড় দেখে রানি যাহরা বলে ওঠেন, 'অনিন্দ্যসুন্দরী এ যুবতী কি এ কৃষ্ণাঙ্গ কাফ্রি যুবকের ভূজপাশে আবদ্ধ থাকবে?' স্ত্রীর এ টিপ্পনী শুনে খলিফা নাসের উক্ত পাহাড়ের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও শোভাহারী গাছপালা কেটে তদস্থলে সুবিন্যস্তভাবে ফলফলাদির গাছ লাগানোর নির্দেশ দেন। ফলে উক্ত কদাকার পাহাড়টি নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে নববধূর রূপ পরিগ্রহ করে। এজন্যই এ পাহাড়ের নাম রাখা হয়ে 'জাবালুল-আরুস' বা 'নববধূ পর্বত'।

www.pathagar.com

কারুকার্য, অলংকরণ, নির্মাণশৈলী ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মদিনাতুয যা
প্রাসাদটি ছিল তৎকালীন বিশ্বে অনন্য। তার তুলনা সে নিজেই। তৎকা
এশিয়া ও ইউরোপের বড় বড় দেশের পর্যটক ও রাষ্ট্রদূতরা শুধু এ প্রাসা
এক নজর দেখার জন্য কর্ডোভায় আসতেন। প্রাসাদটির একটি কক্ষের
ছিল 'কাসরুল-খোলাফা'। এর ছাদ ও দেয়াল ছিল স্বর্ণ ও স্বচ্ছ মর্মর পাথ
তৈরি। কক্ষটির ছাদের মাঝখানে ঝুলন্ত ছিল অত্যাশ্চর্য কিছু মুক্তা
কনস্টান্টিনোপলের ৪৬ রাজা 'লিউ' খলিফা নাসেরকে উপঢৌকন স্ব
দিয়েছিল। কক্ষটির ফ্লোরের মাঝখানে ছিল পারদের একটি সুন্দর চৌবাচ
এছাড়া এ কক্ষের প্রত্যেক কোণে আটটি করে মেহরাববিশিষ্ট দরজা ছি
আর মেহরাবগুলো ছিল রং বেরঙের পাথর ও স্ফটিকের স্তম্ভের। দরজাগু
ছিল গজদন্ত ও আবলুস কাঠের তৈরি।

তদুপরি এগুলো ছিল সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত। দিনের বেলা এ মহলটিতে য
রোদ প্রবেশ করত তখন ছাদ ও দেয়ালগুলো এত ঝলমল করত যে দর্শক
চোখ ধাঁধিয়ে যেত। খলিফা নাসের দরবারে নবাগত কোনো অভ্যাগত
যখন ভীত বিহ্বল করে প্রভাবিত করতে চাইতেন তখন চৌবাচ্চায় র
পারদে কৃত্রিমভাবে তরঙ্গ সৃষ্টি করার জন্য কাউকে ইঙ্গিত দিতেন। ই
মোতাবেক পারদে তরঙ্গ দোল খাওয়ার সাথে সাথে সূর্যের কিরণগুলো স
কক্ষ জুড়ে বিদ্যুতের ন্যায় তরঙ্গায়িত হতে থাকত, ফলে মনে হতো যেন প
কক্ষটিই ঘুরছে। অনেক বিদেশি রাষ্ট্রদূত এ দৃশ্য দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকত

আল্লাহ-ই জানেন এমন কত আশ্চর্য বস্তু বুকে ধারণ করে গড়ে উঠে
মদিনাতুয যাহরা। এতে কৃত্রিম নদীও তৈরি করা হয়েছিল। রচনা
হয়েছিল প্রাণীউদ্যানও। এতে পশুপাখি জীবজন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে বে
উঠত। বর্তমান বিশ্বে জীবজন্তুর জন্য সংরক্ষিত উদ্যান বা অভয়ার
(Game reserve) যে ধারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে মদিনাতুয যাহরা-ই হ
এর সূতিকাগার।

যে সময়ে মদিনাতুয যাহরার গোড়াপত্তন হয়েছিল সে সময়টিকে বা
মুসলমানদের উত্থানের যুগ বলে মনে করা হয়। কারণ কৃত্রিম এ ভূ-স্বর্গ দে
তৎকালিন বিশ্বের তাবৎ সুপারপাওয়ারদেরও হৃদকম্পন শুরু হয়ে যেত। 
অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, যে দিন থেকে মুসলমা
বাহ্যিক চাকচিক্য ও পার্থিব ভোগ-বিলাসে মনোনিবেশ করেছিল সে

www.pathagar.com

থেকেই শুরু হয়ে যায় তাদের অধোঃপতন। মুসলমানদের অনাড়ম্বর জীবন, ক্লেশসংবরণ ও সরলতার মাঝে যে অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিহিত ছিল তখন থেকে ধীরে ধীরে তা বিলুপ্ত হতে থাকে।

যে সময় বিশ্বনন্দিত এ রাজপ্রাসাদ তৈরি শুরু হয় তখন তৎকালিন দূরদর্শী উলামায়ে কেরাম খলিফাকে এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছিলেন ইতিহাসে এর বিবরণও পাওয়া যায়। সে সময় কাজি মুনযির ইবনে সাঈদ ৪৭ ছিলেন শাহি মসজিদের ইমাম ও খতিব। এছাড়া তিনি খ্যাতনামা সাহিত্যিকও ছিলেন। সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ তাঁর খুৎবাগুলোকে এখনো আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ মনে করা হয়। খলিফা নাসের যখন তাঁর পেছনে জুমার নামাজ পড়তে আসতেন তখন তিনি পার্থিব চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসের বিরুদ্ধে মন খুলে সমালোচনা করতেন।

একবারের ঘটনা। খলিফা নাসের মদিনাতুয যাহরার উক্ত প্রাসাদে উপবিষ্ট সভাসদদেরকে লক্ষ করে বলছিলেন, 'প্রাসাদ নির্মাণ করে আমি স্থাপত্য শিল্পের যে চমক দেখিয়েছি দুনিয়ার কোনো রাজা বা সম্রাট কি এর নজির পেশ করতে পেরেছে?' বাদশাহদের দরবারে মোসাহেব ও চাটুকারদের অভাব কখনই থাকে না। খলিফা নাসেরের দরবারও এর ব্যতিক্রম ছিল না। চাটুকারদের বাজার যথারীতি বেশ গরম ছিল। তারা খলিফার কথাটি লুফে নিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে এর প্রতি সমর্থন দিতে লাগল। তারা এর ভূয়সী প্রশংসা করতে করতে সীমা ছাড়িয়ে গেল। ইতোমধ্যে কাজি মুনযির ইবনে সাঈদ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। খলিফা নাসের তার সামনেও প্রাসাদের গুণ-কীর্তন করতে করতে আত্মতৃপ্তিতে ফুলে ওঠতে লাগলেন। খলিফার কথা শুনে কাজি মুনযির বেশ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনার উপর অনেক অনুগ্রহ করেছেন। আপনাকে অনেক সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস, আপনি ওগুলো ভুলে গিয়ে এমন জিনিস নিয়ে গর্ববোধ করছেন যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা কেবল কাফের মুশরিকদের জন্যই বর্ণনা করেছেন। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, 'তা কিভাবে?'

উত্তরে কাজি মুনযির কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন।

ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلها لمن يكفر بالرحمن....

www.pathagar.com

'যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তা
যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃ
জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার ওপর তারা চড়ত। তাদের গৃহের
(রৌপ্য নির্মিত) দরজা এবং পালঙ্কও দিতাম। যাতে তারা হেলান
বসত। কাউকে কাউকে স্বর্ণ নির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো প
জীবনের ভোগসামগ্রী মাত্র। আর আখিরাতের সুখ শান্তি শুধু তাদের জ
যারা তাকওয়া অর্জন করে। (সুরা যুখররুফ : ৩৩-৩৫)

উক্ত আয়াতগুলো শুনে খলিফার মাথা নত হয়ে যায়। কাজি মুনযির
কথার ধারা অব্যাহত রাখেন। বিদগ্ধ হৃদয় ও মায়াভরা ভাষায় খলিফ
উপদেশ দিতে থাকেন। দেখতে দেখতে খলিফার গণ্ডদেশ বেয়ে ব
জলধারার ন্যায় গড়িয়ে পড়ে তপ্ত অশ্রু। পরে তিনি প্রাসাদের ছাদ
সোনা-রূপার অলংকার খুলে ফেলেন।[৪৫]

কাজি মুনযির মদিনাতুয যাহরা সম্পর্কে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিও খলিফাকে শোন

يا باني الزهراء مستغرقا * اوقاته فيها اما تمهل

لله ما احسن ها رونقا * لو لم تكن زهرتها تذبل.

'হে মদিনাতুয যাহরার স্থপতি! তুমি তোমার নিজের মূল্যবান সময়
এর মাঝে শেষ করে দিয়েছ। তুমি কি একটু ভেবে দেখেছ যে, এর র
লাবণ্য যৌবন ও সৌন্দর্য তো আর চির অক্ষয় নয়। তাহলে কেন নিজে
মূল্যবান সময়টুকু এর পেছনে নষ্ট করে চলেছ?'

কাজি মুনযির এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপদেশ দিতেন যে, মনে হতো
তিনি স্বচক্ষে এ বিলাসিতার পরিণাম দেখছেন। ৪০ বছরের মাথায় পূর্ণ
শীর্ষে আরোহণের পর মাত্র ৩৫ বছর পর্যন্ত শহরটি তার বাসন্তী ল
দেখিয়েছে। ৩৯৮ হিজরি থেকে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ গৃহ
মদিনাতুয যাহরা এমনভাবে ধ্বংস হয় যে, তার সকল রূপ-লাবণ্য, শোভ
সৌন্দর্য ধুলায় মিশে যায়। ৪৩৫ হিজরিতে স্পেনের জনৈক মন্ত্রী অ
হাকাম যখন মদিনাতুয যাহরার ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছি

[৪৫] নাফহুত তীব ২য় খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

তখন এক কালের রাজা-বাদশাহদের আবাসভূমিতে ইঁদুর-মুষিকের বিচরণ দেখে নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিগুলো আবৃত্তি করেছিলেন।

قلت يوما لدار قوم تضالوا * اين سكانتك العزاز علينا؟

فاجابت هنا اقاموا قليلا * ثم ساروا ولست اعلم اينا؟

একদা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের বাড়িঘরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মালিকেরা আজ কোথায়? উত্তরে বলল, 'এখানে তারা কিছুদিন ছিল তারপর চলে গেছে। কোথায় যে গেছে এর বিন্দু বিসর্গও আজ আমাদের জানা নেই।'

আমরা জাবালুল-আরুস-এর মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের সামনে ছিল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি অফিস। অফিসের পেছনে উপত্যকার ঢালুতে দূর পর্যন্ত মদিনাতুয যাহরার ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মদিনাতুয যাহরার কোনো নামগন্ধও এখানে ছিল না। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে এ পাহাড়ের পাদদেশে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ ঐতিহাসিক কিছু নিদর্শনের সন্ধান পান। এর সূত্র ধরেই তারা এখানে খনন কাজ শুরচ করেন। দীর্ঘ খননের পর প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা এ শহর আবিষ্কার করেন। সেই ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অবিরাম গতিতে খনন কাজ চলছে। আশি বছরের এ দীর্ঘ খননে শহরের অধিকাংশই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। আমরা এ ধ্বংসাবশেষগুলোতে নজর বুলিয়ে ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়গুলো স্মরণ করে করে একদিকে যেমন ব্যথিত হচ্ছিলাম অপর দিকে তেমনি ইতিহাসের দুর্লঙ্ঘনীয় নীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছিলাম। এ নিদর্শনগুলো আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছে যার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করার চেষ্টা করাও রীতিমতো দুষ্কর।

দীর্ঘ এ খননে রাজপ্রাসাদের মাত্র একটি মহল আসল অবস্থায় পাওয়া গেছে। এটার নাম ছিল মজলিসুল মুনিস। স্পেন সরকার এ মহলটিকে তার আসল অবস্থা বহাল রেখে নতুন করে নির্মাণ করতে শুরু করেছে। মহলটির মেহরাব, ছাদ, ও মেঝের ভগ্নাংশগুলো ধ্বংসাবশেষের মাঝে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এখন সে পাথরগুলোকেই জোড়া দিয়ে দিয়ে স্ব-স্ব স্থানে পুনরায় স্থাপনের কাজ খুব সূক্ষ্মভাবে করা হচ্ছে। এ জন্যই 'মজলিসুল-মুনিসের' কক্ষটিকে অনেকটা তার আসল অবয়বে দেখা যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

মহলটির বাইরের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বি
ধ্বংসাবশেষগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ধ্বংসাবশেষের পরেই রয়েছে বি
বিস্তৃত সবুজ উদ্যান ও শষ্যক্ষেত্র। অনুকূল পরিবেশ, মনোমুগ্ধকর
স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এ লীলাভূমিকে প্রাস
স্থানরূপে নির্বাচন করা যে, প্রকৃতপক্ষেই রুচিসম্পন্ন কাজ ছিল, তা সহ
অনুমান করা যায়।

স্পেনের জনৈক সাহিত্যিক স্পেনের প্রশংসা করে যে কথাগুলো উচ
করেছিলেন এখানে এসে তা মনে পড়ে যায়। উক্ত সাহিত্যিককে তৎক
গভর্নর স্পেন ত্যাগ করার নির্দেশ দিলে সে এ নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আ
জানিয়ে গভর্নরের নামে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্র
করে গভর্নর এতই মুগ্ধ হয়ে যান যে, পূর্বোক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করে
পত্রটির প্রারম্ভিকা ছিল নিম্নরূপ :

মহামান্য গভর্নর! আমি এ ভূ-স্বর্গ স্পেন ছেড়ে কিভাবে যাব? এর সমু
দিগন্ত, বিচিত্র রঙ্গে রঙ্গিন ভূ-পৃষ্ঠ, প্রভাতের মন মাতানো মন্দ সমী
কলকল ছলছল নাদে প্রবাহিত নদীনালা, পাখির কূজন, পাপিয়ার পিউ
তান...।

এখানে যে দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল উক্ত পত্রের প্রতিটি
সে দৃশ্যই প্রতিভাত হয়ে উঠছিল। প্রতিটি ছত্রে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠে
এখানকার অবর্ণনীয় রূপ লাবণ্য।

মদিনাতুয যাহরার খনন কাজ পূর্ণ সতর্কতার সাথে এখনো চলছে।
যতটুকু অংশের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে তার কলেবরও কম দীর্ঘ নয়
দেখতেও যথেষ্ট সময় দরকার। কিন্তু আমাদের হাতে সময় বিলকুল
মাগরিবের সময়ও প্রায় নিকটবর্তী। তাই আর বিলম্ব না করে হোটেলের
রওনা হয়ে গেলাম।

রাতে ইশার নামাজ ও খাওয়া-দাওয়া সেরে হালকা ভ্রমণের জন্য বাইরে
হলাম। মৃদু ও শীতল হাওয়া হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সুন্দর ও আকর্ষ
ভবনসমূহের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কর্ডোভার প্রশস্ত সড়কে হাঁটতে
ভালোই লাগছিল। গ্রানাডার মতো এ শহরের কেন্দ্রভূমিতে প্রাচীনক
কোনো স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায় না। এমন মনে হয় যেন পুরো শহরটি

www.pathagar.com

আঙ্গিকে গড়ে তোলা হয়েছে। শহরটিতে ইউরোপের অত্যাধুনিক শহরসমূহে
সমস্ত বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়।

সেদিন ছিল শনিবার দিবাগত রাত। শহরের কোথাও হয়তো কোনো আন
অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হচ্ছিল। সড়কগুলোতে প্রাণচাঞ্চল্য ও বিপু
লোকসমগম দেখে মনে হচ্ছিল যেন কর্ডোভার সকল অধিবাসী রাস্তায় নে
এসেছে। মনে হচ্ছিল, এ লোকগুলোর মধ্যে না জানি এমন কত লো
রয়েছে যারা বংশের দিক দিয়ে ছিল বিশুদ্ধ আরব। যাদের পূর্বপুরুষ ছি
মুসলমান, কিন্তু যুগের ঘুর্ণিপাকে তারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের সেই প্রকৃ
পরিচয়। খ্রিষ্টানি আধিপত্যের পরে যে হারে মুসলমানদেরকে জোরপূর্ব
খ্রিষ্টান বানানো হয়েছিল তাতে হাজারও মুসলমান খ্রিষ্টানদের মাঝে বিলী
হয়ে গেছে। এজন্য স্পেনের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে মুসলিম বংশোদ্ভূ
অসংখ্য লোক রয়েছে। বর্তমানে তাদের লেবাস-পোশাকে তথা আপাদমস্তকে
ইসলামি কোনো বৈশিষ্ট্য অবশ্য নেই। কিন্তু তাদের কোনো কোনো আচ
আচরণ অকপটে অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়।

এ অঞ্চল হতে মুসলিম প্রভাব খর্ব হওয়ার পর অনেক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে
পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে গেছে বিপ্লবের অনেক হাওয়া। পরিবর্তন এসে
দুনিয়ার সবকিছুতেই। কিন্তু স্পেনিশদের বিশেষ কিছু গুণ, কিছু আচর
তাদের ফেলে আসা অতীতকে মৃদুভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আজ
অবিকল রয়ে গেছে।

স্পেনিশদের আকার অবয়ব ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের চে
কিছুটা ভিন্ন ধরনের। গৌরবর্ণের সাথে গোধুমবর্ণের সংমিশ্রণ, চেহার
উজ্জ্বল গড়ন ও তেজঃপূর্ণ শারীরিক গঠন তাদের আরব বংশোদ্ভূত হওয়
কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া স্পেনিশরা ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে
অধিবাসীদের তুলনায় অধিক হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী ও ভদ্র। তারা সাক্ষাতে
সময় যে উষ্ণ সংবর্ধনা ও আবেগ প্রকাশ করে থাকে তা হুবহু আরবদে
অনুরূপ। সাক্ষাৎকালে তাদের মুখ থেকে সর্বপ্রথম যে শব্দটি বের হয়
হলো 'ওলা' (OLA) যা সম্ভবত আরবি أهلا শব্দের বিকৃত রূপ।

এমনিভাবে আলিঙ্গন ও পরস্পর চুমু খাওয়ার আরব্য রীতি স্পেনিশদের মে
এখনো প্রচলিত। এছাড়া আহারের আগে ও পরে হাত ধোয়ার নিয়ম স্পে

www.pathagar.com

এখনো বর্তমান। যা ইউরোপের অন্য কোথাও নজরে পড়েনি। এখানে ব
বড় হোটেলের রেস্তোরাঁতেও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বাহ্যত এটা
ইসলামি সভ্যতার একটি সাধারণ নিদর্শন।

স্পেনিশ ভাষায়ও আরবি ভাষার অনেক প্রভাব রয়েছে। এ ভাষার অনে
শব্দই আরবি শব্দজাত। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কিছু শব্দ দেখানো হলো।

| মূল আরবি শব্দ | স্পেনিশ শব্দ | অর্থ |
|---|---|---|
| القنطرة | Al canta | সেতু |
| السكر | Azucar | চিনি |
| الرز | Arroz | চাউল |
| القرية | Al quria | গ্রাম |
| القائد | Al qaid | নেতা |
| الامين | Al amin | বিশ্বস্ত |

মোটকথা স্পেনিশ ভাষায় আরবির প্রভাব এখনো বেশ স্পষ্ট। স্পেনি
ভাষার যে সমস্ত শব্দের শুরুতে AL রয়েছে সেগুলো যে আরবি শব্দের
পরিবর্তিত রূপ তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

www.pathagar.com

## মালাগায়

সকাল হতেই আকাশটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন। হালকা হালকা বৃষ্টিও হচ্ছিল। অথ এর মধ্যেই বেলা একটার আগে আমাদেরকে মালাগা এয়ারপোর্টে পৌঁছে হবে। আজ দুই টায় মালাগা টু প্যারিসের ফ্লাইটে আমাদের জন্য সিট বুকি করা ছিল। এখান থেকে মালাগা দুই শ কিলোমিটারের পথ। বৃষ্টির কারণে রাস্তায় দেরি হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা ছিল। তাই আমরা দ্রুত নাস্তা সেরে মালাগার পথে রওনা হয়ে যাই। সেদিন ছিল রোববার। সরকারি ছুটির দিন তাই লোকজন যে যার ঘরে ছুটি কাটাচ্ছিল। রাস্তাঘাটে কোনো যানজট ছি না। কর্ডোভা থেকে বের হওয়ার পর বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই গাি ছোট ছোট শহর ও জনপদ মাড়িয়ে স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত সড়কে হাওয়ার বেগে সন্তরণ করে চলছিল। সরকারি ছুটির কারণে শহর ও জনপদগুলোতে তেম প্রাণচাঞ্চল্য ছিল না। মালাগার বিশ পঁচিশ মাইল পূর্বেই পর্বতের সুন্দর একটি সারি শুরু হয়ে যায়। এটা ছিল স্পেনের প্রসিদ্ধ পার্বত্য অঞ্চল আল বাশারা (ALPUXARRAS)।

গ্রানাডার দক্ষিণের ভূমধ্য সাগরের সাথে সাথে এটা আলমেরিয়া পর্যন্ত চলে গেছে। এ পার্বত্য অঞ্চলকে এক সময় স্পেনের অন্যতম সুন্দর অঞ্চল মনে করা হতো। গ্রানাডা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আবু আব্দুল্লাহ এখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম লিখনের সামনে বাধ্য হয়ে যখন তাকে এখান থেকেও চলে যেতে হয়েছিল। তখন এখানের মুসলমানরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত খ্রিষ্টান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন এবং নবম শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টান বাহিনীর অগ্রাভিযান প্রতিহত করে যান।

এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো এত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষী ছিল যে, আমরা আ গাড়িতে বসে থাকতে পারলাম না। উঁচু একটি পাহাড় পেরিয়ে সমতল এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম। কিছুক্ষণ উপভোগ করলাম বিস্তৃ উপত্যকার চোখ জুড়ানো, মনোমুগ্ধকর ও চিত্তহারী দৃশ্যগুলো।

প্রায় এগারোটায় আমরা মালাগা শহরে প্রবেশ করলাম। মালাগা স্পেনে অতি প্রাচীন একটি শহর। খ্রিষ্টপূর্ব ইতিহাসেও এর কথা পাওয়া যায় মুসলিম আমলে এটা ছিল একটি প্রাদেশিক শহর। বর্তমানেও এটা মালাগ

www.pathagar.com

প্রদেশের রাজধানী। মুসলিম শাসনামলেও মালাগা ছিল স্পেনের গুরুত্বপূ
বন্দর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ডুমুর ও আঙু
সারা স্পেনে প্রসিদ্ধ ছিল। কারুকার্য করা মৃৎশিল্প ছিল মালাগার অন্যত
নামকরা শিল্প। বর্তমানেও এ শিল্প সারা দেশে সমধিক প্রসিদ্ধ। এ শহ
মুসলমানদের রাজত্ব আট শ বছর স্থায়ী ছিল। এখানে অনেক বড় বড় আলে
ও মনীষী জন্ম নিয়েছেন যারা مالقي নামে প্রসিদ্ধ।

স্পেনের বড় বড় শহর ও প্রদেশগুলো যখন খ্রিষ্টানি আগ্রাসনের শিকা
পরিণত হয় এবং একমাত্র গ্রানাডা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল 
ক্রান্তিলগ্নেও মালাগা শহরটি গ্রানাডা সরকারের অধীনে ছিল। কিন্তু মুসলি
শাসনামলের শেষ যুগে সুলতান আবুল হাসান যখন গ্রানাডার সিংহাস
আরোহণ করেন তখন তিনি নিজ ক্ষমতার বলয় সংকুচিত করে মালাগা
কর্তৃত্ব সহোদর ভাই আযযাগাল-এর হাতে সমর্পণ করে মালাগাকে একা
স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন। সুলতান আবুল হাসান ও আযযাগ
যৌথভাবে খ্রিষ্টানদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করতে জিহাদি কার্যক্রম শু
করেন। বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে অনেক সফলতাও অর্জন করেন
তাদের এ সফলতায় মুসলমানদের মধ্যে নতুন জীবন ও চেতনা ফিরে আসে
মুসলমানরা তখন এমনভাবে জেগে উঠতে শুরু করেন যে, সারা স্পে
খ্রিষ্টানি কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠা সময়ের ব্যাপার ছি
মাত্র। কিন্তু এর মধ্যেই শুরু হয়ে যায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। সুলতান আবু
হাসানের পুত্র আবু আব্দুল্লাহ অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পিতার বিরু
বিদ্রোহ করে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে গ্রানাডায় তার কর্তৃত্ব বিস্তার ক
ফেলে। আবুল হাসান সিংহাসনচ্যুত হয়ে আযযাগালের কাছে গিয়ে আশ্র
গ্রহণ করেন। এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা গ্রানাডা ও মালাগার মধ্যকার পারস্পরি
সহযোগিতার সম্পর্কে চিড় ধরিয়ে দেয়। পারস্পরিক এ অসহযোগিতা
সুযোগে খ্রিষ্টানরা অধিক শক্তি সঞ্চয় করে ফেলে। তবুও আবুল হাসান
আযযাগাল ৮৮৮ হিজরি থেকে ৮৯১ হিজরি পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের সাথে সংঘ
লিপ্ত থাকেন। অবশেষে ৮৯১ হিজরিতে উভয় ভাই যুদ্ধ করতে করতে শহি
হয়ে যান। তাদের শাহাদাতের পর মুসলমানরা জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলেন
আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন হতাশার ধুম্রজালে। এর মধ্যেই ক্যাস্টলের খ্রিষ্টান রাজ
ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলা মালাগা শহর অধিকার করে ফেলে। মালাগ

www.pathagar.com

খ্রিষ্টানদের অধিকারে চলে যাওয়ার পর গ্রানাডার আবু আব্দুল্লাহর ক্ষমতার ভিতও নড়ে ওঠে। এরপর মাত্র সাত বছর সে ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকে অবশেষে ৮৯৮ হিজরিতে আবু আব্দুল্লাহ নিজ হাতেই গ্রানাডার চাবি ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার হাতে অর্পণ করে দেয়।

মুসলমানদের শাসনামলে মালাগা একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল ঠিক কিন্তু গ্রানাডা ও কর্ডোভার তুলনায় ছিল ছোট্ট শহর। কিন্তু বর্তমান চিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বসতি, সীমারেখা ও নাগরিক সুবিধার দিক দিয়ে মালাগা আজ গ্রানাডা ও কর্ডোভার চেয়ে অনেক উন্নত ও বড় শহর। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও নৌবন্দরের কারণে এর গুরুত্ব বর্তমান গ্রানাডা ও কর্ডোভার চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া মালাগার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলও খুব মনোরম। এখানকার আবহাওয়া ও ঋতু ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক ঠাণ্ডা না হওয়ার কারণে শহরটি পর্যটনের বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান মালাগায় মুসলিম শাসনামলের কোনো স্মৃতিচিহ্ন বা স্থাপত্যনিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকমুখে শোনা যায় যে, মুসলিম আমলের একটি বাজার এখানে আছে যা বর্তমানে সবজির বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খ্রিষ্টানি আগ্রাসনের পর মালাগার জামে মসজিদ গীর্জা রূপেই প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে রয়েছে। এছাড়াও শহরের অনতিদূরে উত্তর দিকের সমুদ্র উপকূলে মুসলিম আমলের একটি দুর্গ সংরক্ষিত আছে। দুর্গটি হিসনে-জাবালে-ফারা (GIBRALFARA) নামে পরিচিত। কিন্তু এসব স্থানে যেতে হলে যেমন যথেষ্ট সময় দরকার তেমনি গাইডও দরকার। কিন্তু এর একটাও আমাদের ছিল না। তাই সেসব স্থানে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আর যাওয়া হলো না।

www.pathagar.com

## এন্তাকীরা

বিমানে আরোহণের এখনো অনেক সময় বাকি। এ সময়টা কাজে লাগানো
জন্য ম্যাপের সাহায্যে এমন একটি সমুদ্রোপকূল খুঁজে বের করলাম য
এয়ারপোর্টের পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ম্যাপে এর নাম লেখ
ছিল Antequerra এটা আসলে মালাগা প্রদেশের একটি পুরাতন শহ
এন্তাকীরার বিকৃত রূপ। এখানে মুসলিম শাসনামলের নগর প্রাচীরের কি
নিদর্শন এখনো অবশিষ্ট আছে। কাছেই এক পাহাড়ে মুসলিম আমলের ব
একটি দুর্গও রয়েছে। শহরের পূর্বপ্রান্তে আছে একটি টিলা। এ টিলার ভেতে
রয়েছে একটি আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর। যা ভূ-সমতল হতে ৬৫ ফুট নি
অবস্থিত। ধারণা করা হয় এটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভূগর্ভস্থ কোন
সমাধিক্ষেত্র হবে। আবু বকর ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ আনসারী হাকি
এন্তাকীরি নামক প্রসিদ্ধ কবি এ শহরেরই অধিবাসী ছিলেন।

৮১৩ হিজরি পর্যন্ত এ শহর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এরপর যখ
এখানে খ্রিষ্টানদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে তখন এখানকার মুসলমান
এখান থেকে হিজরত করে গ্রানাডায় সরে যান। তাই আল-হামরার নিকটব
এক মহল্লা এ মুহাজির মুসলমানদের কারণে এন্তাকীরা নামে প্রসিদ্ধ।

এন্তাকিরা বর্তমানে শুধু চিত্তবিনোদনের এক শহর। গগনচুম্বী হোটেল
রেস্তোরাঁ ও অট্টালিকায় তা আজ পূর্ণ। সমুদ্র উপকূল উপভোগের জন
লোকজন এসে এখানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অবস্থান করে। শীতকালে
কারণে এখানে লোক-জনের তেমন ভিড় ছিল না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে নাকি
এলাকা পর্যটকে ভরে যায়। আমরা এন্তাকীরার উপকূলীয় সড়ক মেরি
ড্রাইভে কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি থামিয়ে আশপাশ দেখতে লাগলাম। সা
উপকূল জুড়ে ছিল বিভীষিকা ও নীরবতার রাজত্ব। ভূমধ্যসাগরের উর্মিমাল
যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করছিল। ঢেউয়ের ঘুম ঘুম শব্দে মনে হচ্ছিল যে
আকাশ ভেঙে পড়বে।

এ রুদ্র সমুদ্র চিড়েই এক সময় মুসলমানরা স্পেনের উপকূলে পৌঁছেছিলেন
এ সমুদ্র তখন নয়নভরে অবলোকন করেছিল মুসলিম মুজাহিদদের
অভ্রভেদী হিম্মত। আল্লামা ইকবাল তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন,

www.pathagar.com

"একদা ছিল এ বিশাল সাগর ওই মরুচারীদের রণভূমি।
যাদের জাহাজ চলত হেথায় সকল বাধার পথ চুমি।
যাদের ভয়ে উঠত কেঁপে শাহান শাহদের রাজদরবার।
যাদের অসি ছিল আঁধার বিদ্যুতেরই আলোকছটার।"

এ সমুদ্রই আট শ বছর পর সে মুজাহিদদের সন্তানদেরকে অসহায় ও পর্যুদস্ত অবস্থায় জাহাজে চড়ে মরক্কো অভিমুখে হিজরত করতে দেখেছিল। তখন যে ব্যক্তি সপরিবারে এখান থেকে হিজরতের সুযোগ পেয়েছে তাকে মনে করা হতো সবচেয়ে ভাগ্যবান। তার প্রতি দেখা হতো ঈর্ষার দৃষ্টিতে। ইসলামের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ নাবিক খায়রুদ্দীন বারবারোসার জাহাজ স্পেনের মুহাজিরদেরকে খ্রিষ্টানি কালোথাবা থেকে মুক্তি দিয়ে মরক্কো ও আলিজিয়াতে পৌঁছানোর দায়িত্ব কয়েক বছর পর্যন্ত খুব সহানুভূতির সাথেই পালন করেছিল। এ সমুদ্রের উপকূলেই আজ পর্যটন ও খোদাবিস্মৃতির আড্ডাখানা। ভোগ-বিলাসের আসর এখানে আজ জমজমাট।

আমার সফরসঙ্গী ও বন্ধুবর সাঈদ স্পেনের অতীত ও বর্তমান চিত্রে নজর বুলিয়ে এত প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, এক পর্যায়ে তিনি বলে ওঠেন, মুসলমানরা এ অঞ্চলকে ঈমানের দীপ্তিতে আবার কি আর প্রদীপ্ত করতে পারবে?

আমি বললাম, বর্তমানে আমরা যদি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং সেখানে যেন স্পেনের সে করুণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলেই-তো অনেক।

স্পেনে মুসলমানদের উত্থানের উপকরণ কী ছিল তাও স্পষ্ট আর পতনের কারণ কী ছিল তাও প্রচ্ছন্ন।

প্রথমে ছিল ঢাল তলোয়ার পরে এসেছে মুকুট সিংহাসন। এখন আমরা কোনটা গ্রহণ করব তাই দেখার বিষয়।

।। সমাপ্ত ।।

www.pathagar.com

অন্ধকার ইউরোপকে আলো দানকারী

# স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস ও অবদান

কাজী মোহাম্মদ হানিফ

www.pathagar.com

# সূচিপত্র



www.pathagar.com

বিষয় পৃষ্ঠা

## দ্বিতীয় অধ্যায়



## তৃতীয় অধ্যায়



www.pathagar.com

## স্পেনে মুসলমানদের আগমনের পটভূমি

কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এ হিজরত ইসলামের জন্য রহমতস্বরূপ ছিল। কেননা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার পর সেখানের অনুকূল পরিবেশে যে ইসলামি রাষ্ট্রের বীজ বপন করেছিলেন সে বীজই এক সময় মহীরুহে পরিণত হয়ে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তে ছায়া বিস্তার করে। আর সে ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেয় তৎকালিন বিশ্বের উৎপীড়িত ও মজলুম মানবতা। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তারা খুঁজে পায় শান্তির চিরন্তন ঠিকানা।

বস্তুত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় শিশু ইসলামি রাষ্ট্রের পরিধি ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু তিনি যে মুজাহিদবাহিনী তৈরি করে রেখে যান তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে ইসলামি রাষ্ট্রের সে ভিত্তি গগনচুম্বি অট্টালিকার রূপ নেয়। খোলাফায়ে রাশেদার দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়ালাহু আনহুর খেলাফতকালে (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে। যদিও হজরত উসমান ও আলী রাদিয়ালাহু আনহুর খেলাফতকালে এর গতি কিছুটা মন্থর ছিল। কিন্তু উমাইয়া খলিফা ওলিদের রাজত্বকালে ইসলামি সাম্রাজ্য প্রবল ও দুর্বার গতিতে বিস্তার লাভ করে। খলিফা ওলিদ বড় মাপের যোদ্ধা না হলেও তিনি কতিপয় বিশ্ববরেণ্য ও রণনিপুণ সেনাপতি লাভ করেছিলেন। তাদের শৌর্যবীর্য, রণনিপুণতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের অনেক এলাকা ইসলামি সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এ সময়ই স্পেন মুসলমানদের পদানত হয়।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে উত্তর আফ্রিকা উমাইয়া খেলাফতের অধীনে আসে। ৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী কার্থেজ থেকে বাইযাইনটাইনগণ বিতাড়িত হয়। তিউনিসে ইসলামের আগমন ঘটে এবং সেখানে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের অল্প পরেই মুসলমানরা আলজেরিয়া

www.pathagar.com

হয়ে মরক্কোতে প্রবেশ করতে শুরু করেন। মরক্কোসহ উত্তর আফ্রিক মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরেই মুসলমানরা মুসা বিন নুসায়ের এবং ত অধীনস্থ সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে স্পেনে অভিযান পরিচাল করেন। প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষের দিকে তথা খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দ শুরুতে মুসলমানদের স্পেন বিজয় আইবেরীয় উপদ্বীপের ইতিহাসের পাত এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

## স্পেনে মুসলমানদের অভিযানের কারণ

বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের মতো রাজনৈতি প্রভাববলয় বিস্তৃত করা ও ভিন-রাষ্ট্রের সম্পদ কুক্ষিগত করার মিশন নি মুসলমানরা তাদের সামরিক অভিযান পরিচালনা করতেন না। মুসলমানদে কাছে সম্পদের চেয়ে আদর্শ অনেক বড় ছিল। তাদের সামরিক অভিযানে মূল উদ্দেশ্য ছিল মজলুম মানবতাকে জুলুমের নিগড় থেকে উদ্ধার করে শান্তি ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া। কুফরি ও শিরিকের তামসী ছায়ায় আচ্ছন্ন মা জাতিকে তাওহিদের আলোকময় জীবনের সন্ধান দেওয়া। মানুষের গোল থেকে মুক্তি দিয়ে আলাহর গোলামির মর্যাদাপূর্ণ আসনে আসীন করা। ত যেখানেই মুসলমানদের বিজয়ের হেলালি নিশান উড্ডীন হতো সেখানে শান্তি ও স্বস্তির সুবাতাস বইতে শুরু করত। ফলে বিজিত সম্প্রদায় বিজে মুসলমানদের দিকে ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাত। যে অঞ্চল তখনো মুসলমানদের কর্তৃত্ব বলয়ের বাইরে ছিল সেসব অঞ্চলে নিপীড়িত ও মজলুম জনতা তাদের অঞ্চলে মুসলমানদের আগমন কাম করতেন। স্পেনের অবস্থাও সেকালে অনেকটা এমন ছিল।

উত্তর আফ্রিকা জয় করে মুসলমানরা যখন সেখানে শান্তির রাজ কায় করেছিলেন তখন স্পেন শাসন করত ভিজিগথিক[৪৬] শাসকগোষ্ঠী। তাদে

[৪৬] **গথ বা ভিজিগথ :** ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এরাও একটা জাতির পরিগণিত। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে অসংখ্য অসভ্য বার্বার বাহিনী কর্তৃক প্রা রোমান সম্রাজ্য অধিকৃত হয় তবে তাদের মধ্যে শৌর্য আনুগত্য, উদারতায় গথরা বি উল্লেখযোগ্য। তারা খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকে স্পেনে ভান্ডালদেরকে বিতাড়িত করে ক্ষম দখল করে। তবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে ছিল অলীক স্বপ্ন, ভৌতিক বিশ্বাস তারা নিজেদের সৎ বংশোদ্ভূত তাদের সাহিত্য বলতে ছিল বাইবেলের অবিক

www.pathagar.com

পূর্বে স্পেন শাসন করত রোমানরা। তারাও ছিল অত্যন্ত জালেম। রোমানদের পর ভিজিগথিকরা স্পেন প্রায় তিন শত বছর শাসন করে। তাদের আমলে জনগণের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে যায়। কেননা শাসক আর শাসিতের মাঝে আসমান জমিনের ব্যবধান ছিল। রাজা, ধর্মযাজক, অমাত্যবর্গ ও অভিজাতবর্গ শাসক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পক্ষান্তরে বর্গাচাষী, ভূমিদাস ক্রীতদাস ও ইহুদিরা ছিল শাসিত শ্রেণিতে। সমাজের এরূপ বৈষম্যমূলক শ্রেণিবিন্যাস ও বিভাজন সমাজদেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল।

## তৎকালিন স্পেনের সামাজিক অবস্থা

সমাজের এলিট শ্রেণি, যাজক ও সামরিক অভিজাতরাই ছিল দেশের ভূ-সম্পত্তির প্রকৃত মালিক। সাধারণ জনগণ ছিল ভূমিদাস। এ ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদেরকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল স্পেনের নিম্নশ্রেণি। ভূমিদাসরা জমিচাষ করতো এবং কৃষিশ্রমিক ও সামরিকবাহিনীতে লোক সরবরাহের

---

অনুবাদ, সরকার বলতে ছিল গোত্রপতি শাসন। তাদের মধ্যে নৃশংসতা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ভৌগোলিক কারণে তারা দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। বরিসস্থিনস নদীর পূর্ব তীরের বাসিন্দারা অস্ট্রোগথ এবং পশ্চিম তীরের বাসিন্দারা ভিজিগথ নামে পরিচিত ছিল। (History of the morish empire in Eourope – s.p. scott vo.- i page-)

এরা এত ধর্মান্ধ ছিল যে, খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী বা মতকে আদৌ সহ্য করত না। এর ফলে হাজার হাজার ইহুদিকে তারা নির্মম নির্যাতনে হয় ধর্মান্তরিত নয় হয় বিতাড়িত কিংবা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এরা বহু বিবাহ ও উপপত্নী গ্রহণে বেপরোয়া ছিল। ভিজিগথ রাজতন্ত্র ৫ম শতক হতে শুরু করে মুসলিম সেনাপতি কর্তৃক স্পেন বিজিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্পেনে অব্যাহত ছিল। তবে এই রাজতন্ত্রের শেষ শৌর্যবীর্যের বীর প্রতীক ছিলেন রাজা ওয়ামবা। তার জীবনাবসানে রাজা হন আরভিজিয়াস। আরভিজিয়াস তার জামাতের অনুকূলে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। জামাতা এযিজা বেশি কিছু দিন রাজ্য শাসন করার পর তার পুত্র উইটিজা তার স্থলাভিষিক্ত হন। উইটিজা বেশ ব্যতিক্রমধর্মী শাসক ছিলেন এবং অনেক অনাচার অত্যাচার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার হতে দেশকে মুক্ত করার প্রয়াস চালান। গোঁড়া ধর্মান্ধরা এটা মেনে নিতে পারেনি। ফলে তাকে অসহায়ভাবে নিহত হতে হয়।

৭০৯ সালে রাজা ইউটিজার পুত্র অচিলা অপাস রাজধানী টলেডোতে এবং জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান সিউটার গভর্নর ছিলেন। ৭১০ সালে মুসলিম বাহিনীর হাতে রাজধানী টলেডোর পতন হয় এবং গথ শাসনের অবসান ঘটে।

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করত। জমিজমার খাজনা ছাড়াও তাদেরকে ব্যক্তিগত
দিতে হতো। সামান্য ত্রুটিতে তাদের ওপর নেমে আসত নির্যাতনের খড়্
ভূমির সাথে ভূমিদাসদের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা ছিল। ভূমিমালিক ভূমি বি
করলে ভূমিদাসরাও এর সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যেত। তারা কোনো মৌ
চাহিদার দাবি করতে পারত না। এমনকি তারা প্রভুর অনুমতি ছাড়া বি
করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। যদি পাশাপাশি দুই জমিদারের ভূমি
পরস্পর বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতো তাহলে তাদের সন্তান-সন্ততিরাও উ
মালিকের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হতো।

উপর্যুক্ত কারণে তৎকালিন স্পেনের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত
হতাশাব্যঞ্জক ছিল। রোমান শাসনামলে স্পেন কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণি
সমৃদ্ধি অর্জন করলেও ভিজিগথিক শাসনামলে কৃষকদের জীবনে দু
নেমে আসে। দেশের শাসক-শ্রেণি ভূমির সর্বময় মালিক হয়ে যায়। কৃষক
হয়ে যায় ভূমিদাস। স্পেনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইহুদিদের অনেক অব
ছিল। কিন্তু তাদের ওপর গোঁড়া গথিক শাসকদের অত্যাচারে তারা
ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে স্পেনে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা
দেয়। জনগণের ওপর সীমাতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হয়। দস্যু
তস্করে দেশ ভরে যায়।

স্পেনে তখন ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা ছিল না। ভিজিগথরা নিজেদে
খ্রিষ্টধর্মের আর্য শাখাভুক্ত বলে দাবি করত। এ সময় হতেই স্পেন গোঁ
ধর্মমতে বিশ্বাসী ও পরধর্মে অসহিষ্ণু দেশ হয়ে ওঠে। এই অন্ধ ধর্ম
বিশ্বাসীরা অন্য ধর্মের উৎখাত ও উচ্ছেদকে নিজ ধর্মের সেবা বলে ম
করত। স্পেনের ইহুদিরা এ সকল গোঁড়া খ্রিষ্টানদের কোপানলে পতিত হ
নির্যাতিত হতে থাকে।

## ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ

৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে গথিক রাজা সিসেবুত (Sisebut) একটি বিতর্কিত ও গোঁ
আইন জারি করে তৎকালিন স্পেনের সকল ইহুদিকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের নি
জারি করে। এ সময় প্রায় ৯০,০০০ ইহুদিকে জোরপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্ত
করা হয়। যারা ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাদের ওপর ন
ধরনের অত্যাচার চলতে থাকে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে অত্যাচারিত

www.pathagar.com

বিক্ষুব্ধ ইহুদিরা ৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় বসবাসকারী তাদে সমগোত্রীয় ও ভ্রাতৃসুলভ বার্বারদের সহযোগিতা নিয়ে গথিকশাসকদে বিরুদ্ধে একটি গণবিদ্রোহের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু এই পরিকল্পনা ব্য হয়ে গেলে তাদের ওপর আরও কঠোর নির্যাতন নেমে আসে। তাদের স্থাব ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ে মধ্যে বিবাহবন্ধন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবে নানা নির্যাতনে যাতাকলে ইহুদিরা নিষ্পেষিত হতে থাকে। ভিজিগথিকরা তাদের পূর্বসূ রোমানদের চেয়ে শতগুণে দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী ছিল। তবে তা খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখাত ও ধর্মযাজকদেরকে যথাযথ মর্যাদ আসন দিয়েছিল। কিন্তু তা ছিল নিছক নিজেদের অপকর্মগুলো ঢাক অপপ্রয়াস। যেখানে ধর্মযাজকরা জনসাধারণকে রক্ষা করার কথা সেখানে ব না করে তারা নিজেরাই জনসাধারণের পীড়নের মূল কারণ ছিল। ২০ বছরের বেশি সময় রাজত্ব করে ভিজিগথিকরা স্পেনে শান্তি আনতে পারেনি এ সময় স্পেনের রাজনৈতিক আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। কেন্দ্রীয় সরকারে ত্রুটির কারণে প্রদেশগুলো ছিল প্রায় স্বাধীন। ভিজিগথিক রাজপরিবারে সদস্যদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরা করছিল। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা উয়াম্বা-র সিংহাসনচ্যুতির পর ভিজিগথিকদে ৩০ বছরের শাসন অতিবাহিত হয়েছিল প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে রাজধানী টলেডো দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হলে দূরবর্তী প্রদেশের শাসকগ বিদ্রোহী হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

## ফ্লোরিডার শীলতাহানি ও এর প্রতিশোধগ্রহণ

এ সময় সিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান তাদের রাজপরিবারের প্রথা অনুযা নিজ কন্যা ফ্লোরিডাকে রাজকীয় নিয়ম-কানুন, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শিক্ষাদানে জন্য রডারিকের রাজমহলে প্রেরণ করেন। কিন্তু রডারিক ফ্লোরিডার শীলতাহা করে। রডারিকের এরূপ আচরণে কাউন্ট জুলিয়ান অত্যন্ত ব্যথিত হন। তি অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আফ্রিকায় অবস্থানরত দেশত্যাগীদের সা গোপনে আঁতাত করেন। তিনি রডারিককে ক্ষমতাচ্যুত করার শপথ নেন। উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর আফ্রিকার কায়রোয়ানে অবস্থানরত উমাইয়া খেলাফতে গভর্নর মুসা বিন নুসায়েরকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানান। এ জ প্রয়োজনীয় গোপন তথ্য দিয়ে তাকে সহযোগিতাও করেন।

www.pathagar.com

কাউন্ট জুলিয়ান ও উত্তর আফ্রিকার স্পেনিশ উদ্বাস্তুদের অনুরোধের প্রেক্ষি মুসা বিন নুসায়ের স্পেনে অভিযান পরিচালনার জন্য উমাইয়া খলি ওলিদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলিফা একটি ক্ষুদ্রসেনাদল প্রেরণে অনুমতি প্রদান করেন।

## স্পেনে মুসলিম অনুসন্ধানী দল প্রেরণ

মুসা তার সহচর তারিফকে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৪০০ পদাতিক ১০০ অশ্বারোহী বার্বার সৈন্য দিয়ে স্পেনের দক্ষিণ উপকূল ও তদসং এলাকা জরিপ ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। তারিফ যে দ্বীপটি অবতরণ করেন তা বর্তমানে তারিফা নামে পরিচিত। তারা চারটি নৌযা করে সেখানে যান। জরিপ ও পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি অভিযান পরিচালন অনুকূলে মতামত দেন ।

## স্পেনে প্রথম অভিযান

তারিফের এ সংবাদের ভিত্তিতে ৮ রজব ৯২ হিজরি মোতাবেক ৩০ এপ্রি ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসা বিন নুসায়ের স্পেনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। বাহিনীতে ৩০০ আরব ও ৭০০০ বার্বার সৈন্য ছিল। এ দলের অধিনায় ছিল তারিক বিন যিয়াদ। পরবর্তীতে তার সৈন্যসংখ্যা ১২০০০ এ উন্নীত ক হয়। তারিক বিন যিয়াদ মরক্কোর দক্ষিণ উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগর আটলান্টিক সাগর সংযোগকারী প্রণালি নৌযানের সাহায্যে অতিক্রম ক স্পেনের উত্তরাংশের পার্বত্য অঞ্চলে অবতরণ করেন। এরপর এ পাহাড়টি পরবর্তী আক্রমণের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করে উপকূলীয় পথে পশ্চিম দি অগ্রসর হন। এ পথে তিনি কারতোজা ও লাগুন-দে-জান্দা অধিকার করেন

এ অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন থিওডমির। তিনি রডারিককে মুসলিম বাহিনী আক্রমণের সংবাদ দেন। এ সংবাদ পেয়ে আতঙ্কিত রডারিক অতি দ্রু অন্যান্য সামন্ত নৃপতিদের সেনাদের সমন্বয়ে গঠিত লক্ষাধিক সদস্য সম্বলি এক বিশাল বাহিনী তৈরি করেন।

একদিকে সত্যের সৈনিক, ঈমানের বলে উদ্দীপ্ত, আত্মপ্রত্যয়ী, নির্ভী মুজাহিদবাহিনী। অন্যদিকে রডারিকের জোরপূর্বক সংগৃহীত ক্রীতদাস ও যু অনভ্যস্ত সৈন্যদল। তা ছাড়া তারিক বিন যিয়াদ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সৈন্যদে উদ্দেশে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি ঘোষণা করেন–

www.pathagar.com

দেখো! সামনে ইসলামের শত্রু, পেছনে বিশাল সাগর, আল্লাহর শপথ পালাবার কোনো পথ নেই। মজলুম জনতাকে রক্ষা করা ও সত্য প্রতিষ্ঠা একমাত্র পথ জিহাদ। আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। ...

সৈন্যরা সেনাপতির ভাষণের জবাবে বলেন, "আমরা বিজয় না পাওয়া পর্য জিহাদ অব্যাহত রাখব। ইনশাআল্লাহ। কারণ আমরা সত্য প্রতিষ্ঠার জন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যা হোক এরপর ৯২ হিজরির ২৭ রমজান মোতাবেক ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ে ওয়াদি লাক্কার উপত্যকায় (Rio-Barbate) লাগুন-দে-জান্দা নদীর তীে মেডিনা ও সিডনিয়া শহর ও হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে তারিক ও রডারি বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধ সাতদি স্থায়ী হয়। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে খ্রিষ্টান বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হে যায়। হাজার হাজার গথিক সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। রাজা রডারিক যুদ্ধক্ষে থেকে পলায়ন করতে গিয়ে নদীতে নিমজ্জিত হয়ে মারা যায়। তারিকের ে বিজয় আইবেরীয় উপদ্বীপে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি তৈরি করে। ইউরোপে ইতিহাসে সংযোজিত হয় এক নতুন অধ্যায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ প্রবে করে আলোর ভুবনে।

তারিক উত্তর আফ্রিকার সেনাপতি মুসা বিন নুসায়েরকে শত্রুপক্ষের মারাত্ম পরাজয় ও নিজের বিরাট সাফল্যের কথা এবং স্পেনের সার্বিক অবস্থ জানান। সেনাপতি মুসা এ খবর পেয়ে তারিকের কাছে একটা বার্তা প্রের করেন। তাতে তারিককে নির্দেশ করা হয়েছিল, "সেনাপতি মুসা না আস পর্যন্ত যেন আর কোনো অভিযান না চালানো হয়।"

কিন্তু দূরদর্শী তারিক পরিস্থিতি বুঝে ও ভবিষ্যৎ পরিণাম পর্যালোচনা কে সামনের অভিযানের জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরি করেন। কালক্ষেপণ ন করে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান অব্যাহত রাখেন। কারণ, দেরি করে পরাজিত খ্রিষ্টানরা সৈন্য সংগ্রহ করে আবার আক্রমণ করতে পারে। এভাে তারিক একের পর এক স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর বন্দর দখল করতে থাকেন তিনি এলভিরা, আর্কিডোনা ও এচিজা দখল করেন। বিনা বাধায় টলেডো পতন হয়। ভ্যালেন্সিয়া ও আলমেরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকাও মুসলমানদে অধিকারে আসে। এ সময় মুগিস নামক সেনানায়কের নেতৃত্বে ৭০ে অশ্বারোহীর একটি দল কর্ডোভা নগরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। নগ

www.pathagar.com

প্রাচীরের ছিদ্রের সন্ধান এক রাখাল ছেলেই তাদের দেয়। এই ছিদ্র দিয়ে ব
বেয়ে অত্যন্ত কৌশলে এক মুজাহিদ প্রাচীরে উঠে পড়ে এবং প্রাচীরের পা
একটা গাছের সাহায্যে নিচে নেমে পড়ে। পরে তাকে অনুসরণ করে আ
কয়েকজন সৈনিক উঠে সবাই একযোগে প্রহরীদের ওপর আক্রমণ করে
তন্দ্রাচ্ছন্ন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রহরীরা ভড়কে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে নগরা
খুলে দেয়। ফলে মুসলিমবাহিনী তিরবেগে নগরে প্রবেশ করে। ফলে শহরে
প্রায় সবাই আত্মসমর্পণ করে। এভাবে কর্ডোভাও মুসলমানদের দখ
আসে। এদিকে তৃতীয় বাহিনী পূর্ব স্পেনের মালাগা ও অরিহিউলা জয় করে
থিয়োডমির শাসিত দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনও মুসলমানেরা জয় করে। থিয়োর্ডা
বাহিনী মুসলমানদের সাথে লড়াই করে বেশিদিন টিকে থাকতে পারো
মুরসিয়া পতনের পর থিয়োডমিরের আর কোনো সৈন্য ছিল না। তাই তি
অরিহিউলাতে আশ্রয় নিয়ে এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেন। নগরে
নারীদের পুরুষসৈন্য সাজে সজ্জিত করে সামরিক কায়দায় নগরপ্রাচীরে
সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। মুসলিমবাহিনী নগরের অদূরে তাঁবু স্থা
করেছিল। তারা এই ভেবে বিস্ময় বোধ করল যে, 'নগরে এখনো অনে
সৈন্য আছে।' ইতোমধ্যে থিয়োডমির আরও একটি কৌশল কাজে লাগালে
সে নিজেই দূতবেশে মুসলিম সেনাপতির কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন, "য
নগরবাসীর জান-মালের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয় তাহলে আগামীব
আপনাদের কাছে নগর অর্পণ করা হবে। নতুবা একটি লোক জীবিত থ
পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। মুসলিম সেনাপতি স্বাভাবিকভাবে রক্তে
পরিবর্তে আনুগত্য ও জুলুমের পরিবর্তে ইনসাফ পছন্দ করেন। তাই দূতে
প্রস্তাবে রাজি হয়ে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। পরদিন সকালে যখন সেনাপ
সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করলেন তখন বিস্ময়ের আর শেষ রইল ন
থিয়োডমির ও তার একান্ত অল্প কিছু সৈন্য ছাড়া আর কেউ নেই। তার পা
কিছু বৃদ্ধমহিলা ও শিশু দণ্ডায়মান। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "ন
প্রাচীরের সামনে আপনার যে সৈন্যবাহিনী টহল দিচ্ছিল তারা কোথায়
উত্তরে থিয়োডমির সব খুলে বললেন। পরে থিয়োডমিরের এই কৌশলে ম
হয়ে সেনাপতি মুগিস তাকে মুরসিয়ার গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। এজন
মুরসিয়া প্রদেশ থিয়োডমিরের নাম অনুসারে আরবিতে 'তুদমির' না
অভিহিত হয়।

www.pathagar.com

এভাবে রাজধানী টলেডো ও মুরসিয়া পতনের পর মুসলিমবাহিনী প্রচুর ধন-রত্ন লাভ করেন। তারা একটি গীর্জা থেকে প্রায় ২৪টি মহামূল্যবান স্বর্ণের রাজমুকুট উদ্ধার করেন। স্পেনের রাজধানী টলেডো বিজিত হওয়ার কারণে অন্যান্য অঞ্চল বিজয় করা বেশি কষ্টকর হবে না এই ভেবে মুসলমানদের আনন্দের সীমা রইল না।

এবার মুসলিম সেনাপতি বিজিত অঞ্চলগুলোতে সুষ্ঠু ইসলামি শাসন কায়েমের জন্য পদমর্যাদা ও যোগ্যতা অনুসারে গথিক রাজবংশীয়দেরকে শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন। উইটিজার পুত্র অচিলাকে ইসলামি শাসনের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য সাপেক্ষে টলেডোর পূর্বরাজ্য শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর টলেডোর গভর্নর হিসেবে বিশপ অপাশকে এবং সিউটার গভর্নর হিসেবে কাউন্ট জুলিয়ানকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য অঞ্চলগুলোতে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদেরকে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এভাবে প্রায় অর্ধেক স্পেনে মুসলিম রাজত্ব বিস্তার হয়।

## স্পেনের পথে মুসা বিন নুসায়ের

অন্য দিক দিয়ে মুসা বিন নুসায়েরও স্পেনের দিকে অগ্রসর হন। তিনি আরবদের সমন্বয়ে গঠিত আঠারো হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ৯৩ হিজরির রজব মাস মোতাবেক ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে স্পেনে উপনীত হন। মুসা উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে অগ্রসর হন। তিনি মেডিনা, সিডোনিয়া ও কারমোনা দখল করেন। এরপর নিয়েবলা ও ওরলা বিজিত হয়। কয়েক মাস অবরুদ্ধ রেখে সেভিল জয় করেন। বিজয়ীর বেশে মুসা টলেডোর নিকটবর্তী তারাভেরাতে প্রবেশ করেন এবং সেখানেই মুসা ও তারিক দুই বীর একত্রে মিলিত হন। সেনানায়ক তারিক আগ থেকেই সেনাপতি মুসাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুই বিখ্যাত বীরের মিলন আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির বদলে দুঃখজনক ও করুণ দৃশ্যের অবতারণা করে। সেনাপতি মুসা তার আদেশ অমান্যের জন্য তারিককে বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রবল বিক্রমশালী তারিক সামরিক-শৃঙ্খলার প্রতি নজিরবিহীন শ্রদ্ধা দেখিয়ে নীরবে সব শাস্তি মাথা পেতে নেন। তিনি চাইলে বিদ্রোহ করে নেতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। ইসলামের মহান শিক্ষায় শিক্ষিত এই বীরের মনে সম্ভবত

www.pathagar.com

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু ও
সেনাপতি খালিদ ইবনে ওলিদের ঘটনা জাগরূক ছিল।

যা-ই হোক এরপর তারা উভয়ে সম্মিলিতভাবে অভিযান পরিচালনা করেন
এ অভিযানে সারগোসা, তারাগোনা, বার্সিলোনা, আস্তরিকা, লিওন, আমায়্যা
ওলেগিয়া পদানত হয়। অনধিক দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্পেন
মুসলমানদের হস্তগত হয়। উত্তরের পিরেনিজ পর্বতমালা পর্যন্ত এর সীমান
বিস্তৃত হয়।

এরপর মুসা পিরেনিজ পর্বতমালার অপর প্রান্তে তথা ফ্রান্সের অভ্যন্তরে
অভিযান প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি সেখানের গথিক শাসিত অঞ্চল
লাংগোয়েডক এর কিছু অংশ দখল করেন। তার হাতে দ্রুত নারবোন এভি
ও লিয়ন এর পতন ঘটে। কিন্তু শেষের দুটি শহর ফ্রান্সের শাসক পেপিন
পুনর্দখল করে নারবোন অবরোধ করে। তাই তখন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে দখল
বজায় রাখা মুসলমানদের জন্য সম্ভব হয়নি।

## একটি শিলালিপি ...

এ দিকে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করার অনুমতি খলিফা
ওলিদের পক্ষ থেকে ছিল না বিধায় মুসলমানরা রোন নদী অতিক্রম করেনি
মুসলমানরা রোন নদীর তীরে আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি
দেখতে পান তাতে লিখা ছিল– 'ইসমাঈলের সন্তানেরা আর অগ্রসর হয়ে
না, ফিরে যাও।' এ শিলালিপি দেখতে পেয়ে মুসলমানরা হতাশ হয়ে যায়
ধারণা করা হয় এ শিলালিপি ফ্রান্সের শাসক পেপিন অথবা ওলিদের দূত
মুগিস স্থাপন করেছিল।

সেনাপতি মুসা যখন ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে ইউরোপ বিজয়ের স্বপ্ন
দেখছিলেন তখন রাজধানী দামেস্ক থেকে তাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের
জরুরি নির্দেশ দেওয়া হয়। স্পেন ত্যাগের পূর্বে মুসা সদ্য বিজিত রাজে
সুশাসন প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। স্পেন উমাইয়া খেলাফতের
একটি প্রদেশে পরিণত হয়। মুসলমানরা সাত বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্পেন
দখল করেন।

www.pathagar.com

## স্পেন বিজয়ের কারণ

স্পেনের রাজনৈতিক কোলাহল ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ভিজিগথিক রাজতন্ত্রের শেষ বীরপুরুষ ছিলেন রাজা উয়ামবা। এরপর তার স্থলাভিষিক্ত হয় আরভিজিয়াস। এরপর তার জামাতা এযিজা। এযিজার পর তার পুত্র উইটিজা। উইটিজা নিহত হলে রাজবংশের বহির্গত ৮২ বছর বয়স্ক রডারিক ৭০৯ সালে আইবেরীয় উপদ্বীপটির সিংহাসন দখল করে। তাতে উইটিজার ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা এবং আত্মীয়স্বজনরা রডারিকের শত্রু হয়ে পড়ে। তারা রডারিককে ভালো চোখে দেখত না। সুযোগ পেলে তাকে উৎখাত করার পরিকল্পনায় মেতে উঠত। তা ছাড়া রাষ্ট্রে সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত কোনো সেনাবাহিনীও ছিল না। সময়ে অসময়ে দাসদেরকে জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে তাদের প্রতি নির্মম নির্যাতন করা হতো। ফলে দেশপ্রেম ও দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা তাদের মধ্যে ছিল না। আর যারা সেনাবাহিনীতে ছিল তাদের মধ্যেও শৃঙ্খলা ও ঐক্যের ছিল যথেষ্ট অভাব। যার কারণে এক লক্ষ সেনার বিশাল বাহিনী বার হাজারের এক ছোট দলের নিকট পরাজিত হয়। নির্যাতনে নিষ্পেষিত সার্ফ, বর্গাদার ও ইহুদিরা এক বৈপবিক পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষায় ছিল। তারা মনে প্রাণে এই কামনা করত যে, এ শাসনের অবসান হোক। কিন্তু এ শাসনাবসান বিদেশি না স্বদেশী কারা করছে তা বিবেচনা করার সময় ছিল না। কারণ যেখানে মানুষের বাঁচার অধিকার নেই সেখানে এরকম চিন্তার অবকাশ কোথায়? তবে তারা মুসলমানদের শৌর্যবীর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত ছিল। তাই তারা মুসলমানদেরকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে সাধ্যমতো সমর্থন জানায়।

মুসা বিন নুসায়ের যখন সেনাপতির দায়িত্বভার নিয়ে আফ্রিকায় আসলেন তখন আফ্রিকার বার্বারগণ তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু সেনাপতি নিতান্ত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ও ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করে তাদের মন জয় করে নেন। তিনি বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের বাণী প্রচারে সক্ষম হন। পরে বহু বার্বারকে সেনাবাহিনীতে যোগ্য পদমর্যাদা প্রদান করেন। তন্মধ্যে তারিক বিন যিয়াদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার অফুরন্ত উদ্যম, তুলনাহীন সমরশৌর্য্য, বার্বার সৈন্যদের বাহুবল ও রণনিপুণতা স্পেন বিজয়ের অন্যতম কারণ।

www.pathagar.com

স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থানও মুসলমানদের জন্য সহায়ক ছিল। উত্ত আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ১৭ মাইল বিশিষ্ট একা প্রণালি। তাই আফ্রিকা থেকে স্পেনে যাওয়ার পথে কোনো বাধা-বিপত্তি ছি না। তা ছাড়া মুসলিম বাহিনীর অভিযান অন্যদিকে চলার উপায় ছিল না কারণ একদিকে সাহারা মরুভূমি অন্যদিকে বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর ফলে স্বভাবতই স্পেন বিজয় একমাত্র লক্ষ্য ও সহজসাধ্য ছিল।

সর্বোপরি ইসলামের বীর মুজাহিদদের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রের ছিল–'মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজি।' তাই দুর্বার গতিতে তারা ঝাঁপি পড়েছিল স্পেনের ভূমিতে। তাদের বুকে কোরআন আর মুখে কালিমা। এ হাতে তলোয়ার অপর হাতে ইসলামি ঝান্ডা। ফলে অত্যাচারী গথি রাজশক্তির পতন হয়ে টলেডোর প্রাসাদ শিখড়ে উড্ডীন হয় ইসলামে হেলালি নিশান।

## স্পেন বিজয়ের ফল

মুসলমানদের স্পেন বিজয় ইউরোপের জন্য ছিল আশির্বাদস্বরূপ। খ্রিষ্টা ইউরোপ মুসলিম স্পেনের সংস্পর্শে এসে ঘোর-অন্ধকার ও কুসংস্কার থে নিজেকে টেনে তোলে। আরব মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে প্রখ্যা ঐতিহাসিকগণ প্রাঞ্জল ভাষায় চমৎকার মন্তব্য করেছেন,

"মধ্যযুগের প্রথমভাগে এই আরবজাতি মানব সভ্যতার প্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এমন আর কোনো জাতিই রাখেনি। শার্লেমন ও তার লর্ড যখন নাম দস্তখত করতে শিখছিল বলে কথিত, তখন আরব-পণ্ডিতে এ্যারিস্টটলের গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যস্ত। কর্ডোভার মুসলিম বিজ্ঞানীরা সতেরো লাইব্রেরিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন। সে লাইব্রেরিসমূহের এক একা লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। সেই পণ্ডিতেরা যখ আরামদায়ক স্নানাগার ব্যবহার করত, তখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অ প্রক্ষালনকে এক ভয়ংকর অনাচার বলে বিবেচনা করা হতো।

খ্রিষ্টান ইউরোপের অশুচি ও অনাচার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একইভা বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধা করেননি। একজন সন্যাসিনী সুদীর্ঘ ৬০ বছর পর্য স্নান অথবা দেহের কোনো অংশ ধৌত না করে কেবল ধর্মগ্রন্থ পাঠের সম

www.pathagar.com

আঙুলের অগ্রভাগ পানিতে ডুবিয়ে পবিত্রতা 'অর্জন' করার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সৃষ্টি করেছিলেন।

অথচ মুসলমানরা অজু-গোসলের সাহায্যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য কত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা করেছেন। এমনিভাবে বছরের পর বছর ধরে স্পেনের মুসলমানেরা খ্রিষ্টান ইউরোপকে সভ্যতার আলোকে টেনে আনেন। এ জন্য বর্বরতা, অজ্ঞতা, আত্মকলহে অতিষ্ঠ, যুদ্ধ ও বিবাদবিসংবাদে জর্জরিত স্পেনের সাধারণ জনগণ মুসলমানদেরকে তাদের ত্রাণকর্তা ও হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে দেখেছিল। রোমান ও ভিজিগথিকদের নির্যাতনমূলক শাসনব্যবস্থার নাগপাশ থেকে তারা মুক্তি লাভ করে হাঁফ ছেড়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। মুসলমানদের মাধ্যমে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা সামাজিক নিরাপত্তা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। অনেকে ইসলামের সাম্যবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এক কথায়, মুসলমানদের আগমনে স্পেনে সামাজিক বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। ইউরোপে এ সময় থেকেই প্রকৃত রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। কিন্তু কায়েমি স্বার্থবাদী, গোঁড়া খ্রিষ্টান ও ধর্মীয় যাজকশ্রেণি মুসলমানদের এ বিজয়কে এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে পারেনি। তারা পদে পদে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরোধিতা ও তার পতনের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাতে থাকে। এদের একটি অংশ দক্ষিণের পার্বত্য এলাকায় চলে যায়। সেখান থেকে তারা সংঘবদ্ধভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এক সময় তাদের এ প্রচেষ্টার ফলেই পুরো স্পেন খ্রিষ্টানদের দখলে চলে যায়।

## মুসা ও তারিকের প্রত্যাবর্তন

স্পেনে সেনাপতি মুসা ও তারিকের অবস্থানের সময় যথাক্রমে ২ বছর ৪ মাস ও ৩ বছর ৪ মাস। ৭১৩ সালে তারা খলিফা ওলিদের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ শুনে দ্রুত সিরিয়া চলে যান। তবে স্পেন থেকে বিদায়ের সময় স্পেনে সুশাসন পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে যান। সেনাপতি মুসা সেভিলকে রাজধানী করে তার পুত্র আব্দুল আজিজকে প্রশাসন পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। তার অন্য ছেলেরাও বিশেষ যোগ্য ছিল। তাদেরকেও বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে আব্দুলাহকে আফ্রিকার ও আব্দুল মালেককে মরোক্কোর গভর্নর হিসেবে এবং আব্দুস

www.pathagar.com

সালেহকে উপকূল ও নৌবাহিনীর যুক্ত দায়িত্বভার অর্পণ করেন। এভাবে ত
পুরো স্পেনের শাসনভার যোগ্যহস্তে অর্পণ করে স্পেন ত্যাগ করেন।

## স্পেনে মুসলিম শাসন

মুসা ইবনে নুসায়ের স্পেন থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে পুত্র আব
আজিজকে উত্তর আফ্রিকার ভাইসরয়ের অধীনে স্পেনের গভর্নর নি
করেন। তখন তার রাজধানী ছিল সেভিলে। ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল আজি
নিয়োগের মধ্য দিয়ে স্পেনে দামেস্কের খিলাফতের অধীনে আমির
শাসনামলের সূত্রপাত হয়। আমিরদের শাসনের এ ধারা ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ প
বহাল থাকে। এরপর স্বাধীন উমাইয়া আমির ও খলিফাদের অধীনে স্
শাসিত হয়। এর ব্যাপ্তি ছিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর
স্পেনে অনেকগুলি স্বল্পায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এদের সক
পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। অবশেষে উত্তরাঞ্চলে খ্রিষ্টান শক্তির আবির্ভা
ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে স্পেনে মুসলিম শা
মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে স্পে
মুসলিম শাসনের চূড়ান্ত অবসান হয়। এ বিবেচনায় স্পেনে মুসলিম শাস
সময়কালকে মৌলিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

১. ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দামেস্কের খেলাফতের অ
আমিরদের শাসনামল।

২. ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন উমাইয়া আমির
খলিফাদের শাসনকাল।

৩. ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে স্পেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যের উদ্ভব ঘ
এ কারণে স্পেনে মুসলমানদের শক্তি খর্ব হতে থাকে। পক্ষান্তরে উত্ত
খ্রিষ্টান শক্তি একতাবদ্ধ হতে থাকে। তারা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে
করে। এভাবে স্পেনে মুসলমানদের পতনের পথ তৈরি হয়। অবশেষে ১৪
খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে এ পতন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

www.pathagar.com

# প্রথম অধ্যায়

## আমিরদের শাসনামল

[৭১৩ হতে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ]

তৎকালিন দামেস্কের খলিফার জন্য ২৫০০ মাইল দূর থেকে প্রত্যক্ষভাবে স্পেন শাসন করা খুবই দুষ্কর ছিল। এ জন্য স্থানীয় আরব, বার্বার ও স্লাভরা ক্ষমতায় নাক গলাতো ও প্রভাব খাটাত। রাজনৈতিক কারণে খলিফারাও তা মেনে নিতেন। এ কারণে স্পেনে এক ধরনের দ্বৈত শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। এই দ্বৈত-শাসনের কারণে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল কোলাহলপূর্ণ। তা ছাড়া দেশীয় দুই গোত্র (হিমারিয় ও মুধারিয়) শক্তি ও প্রভাবের উপর নির্ভর করত শাসকদের পালা-বদল। আর এটিই ছিল রাজনৈতিক অবস্থা অশান্ত হওয়ার মুখ্য কারণ। ফলে দেখা যেত, কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কয়েকজন গভর্নরের উত্থান-পতন ঘটত। সেই উত্থান-পতনই এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো ।

দামেস্কের উমাইয়া খেলাফতের অধীনস্থ আমিরগণ মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করেন। সেনাপতি ও আমির আল-হুর এ্যাকুইটেনের ডিউকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে উৎসাহিত হয়ে সামরিক অভিযান শুরু করেন। তার উত্তরসূরি সামাহ বিন মালিক খাওলানি তা অব্যাহত রাখেন। আমির হিসাবে অভিষিক্ত হওয়ার পরপরই তিনি সেপ্টিমানিয়ার খ্রিষ্টানদের বিদ্রোহ দমনের জন্য অগ্রসর হয়ে এ্যাকুইটেনের রাজধানী তুলুস অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৭২১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তা অবরোধ করেন। তুলুসে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আমির সামাহ বিন মালিক শহিদ হন।

www.pathagar.com

## সেনাপতি ও শাসক আবদুর রহমান আল-গাফিকি

[৭৩০-৭৩২ খ্রিষ্টাব্দ]

তিনি ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। গ্যারো (Garonne) নদীর তীরে ডিউক ইউডিসকে পরাজিত করে বোরদিঅ (Bordeaux) এর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। এরপর তিনি টুরসে উপকণ্ঠে উপনীত হন। এ অবস্থায় পরাজিত ডিউক ইউডিস তার পূর্ব শত্রু প্রতিপক্ষ চার্লস মার্টেলের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে এক বিশাল সেনাবাহি গঠন করেন। কিন্তু মুসলমানরা এ খবর সম্পর্কে অনবহিত থেকে যায়। তা তারা এর মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সৈন্যসমাবেশের পরিবর্তে সৈন্যসংখ্যা হ্রা করে। তদুপরি মুসলিম সেনাবাহিনীর বার্বার অংশ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় ১১৪ হিজরি মোতাবেক ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লোয়াই নদীর তীরে পয়টিয়ার্স ও টুরসের মধ্যবর্তী সমতলভূমিতে উভয় বাহি মুখোমুখি হয়। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এ যুদ্ধ চলে। ফরাসিদের পরাজয় যখ সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে তখন মুসলিম সেনাবাহিনীর একটি অংশ গনিমতের মা সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সেনাপতি শত চেষ্টা করেও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। অধিকন্তু যুদ্ধে দশম দিন সন্ধ্যাবেলা যুদ্ধ পরিচালনাকালে তিনি শহিদ হন। সেনাপতি মৃত্যুতে সাধারণ সেনাদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যা করে চলে যায়। ফরাসি বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগকারী মুসলিম সৈন্যদের পি ধাওয়া করে। অস্ত্রসহ মুসলিম শিবির খ্রিষ্টানদের অধিকারে চলে যায়। আহ মুসলিম সৈন্যদের চার্লস নৃশংসভাবে হত্যা করে খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে মার্টে উপাধি লাভ করে। মার্টেল অর্থ নিধনকারী।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে টুরসের যুদ্ধ ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, এর ফলে খ্রিষ্টান ইউরোপে ইসলামের প্রবে চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। আরবি ইতিহাসে এ যুদ্ধটি বালাতুশ শুহাদা ব শহিদদের স্মৃতিক্ষেত্র নামে আলোচিত হয়েছে। খ্রিষ্টানদের কাছে এ দিনা তাদের 'চিরশত্রু' মুসলমানদের সামরিক অভিযানের পট পরিবর্তনের দি হিসেবে গণ্য। সে দিন মুসলমানরা যদি জয়লাভ করত তাহলে প্যারিস

www.pathagar.com

লন্ডনের পথে পথে ও মহল্লায় মহল্লায় গির্জার পরিবর্তে সুদৃশ্য মিনারবিশি মসজিদ দেখা যেত। অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাইবেলে পরিবর্তে কুরআনের সুললিত পাঠ শোনা যেত।

স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের অধীনে যেসব আমির শাসনকার্য পরিচালন করেন তাদের শাসনামলের সময়কালসহ একটি তালিকা এখানে দেওয় হলো:

- তারিক বিন যিয়াদ : জুলাই ৭১১ খ্রিষ্টাব্দ হতে মার্চ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- মূসা বিন নুসাইর : মার্চ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দ হতে জুন ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- আব্দুল আজিজ ইবনে মূসা : জুন ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে জুলাই ৭১৬ খ্রিষ্টাব পর্যন্ত।
- আইয়ূব ইবনে হাবিব আল-লাখমী : জুলাই ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে আগস ৭১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- আল হোর ইবনে আবদুর রহমান আস-সাকাফী : আগস্ট ৭১৬ খ্রিষ্টাব হতে ৭১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- আস সামাহ ইবনে মালিক আল-খাওলানি : ৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- আবদুর রহমান ইবনে আব্দুলাহ আল-গাফিকি : আগস্ট ৭২১ খ্রিষ্টাব হতে আগস্ট ৭২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- আনবাসা ইবনে সুহাইম আল-কালবি : ৭২১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭২৫ খ্রিষ্টাব পর্যন্ত।
- উমর ইবনে আব্দুলাহ আল-ফিহরি : মার্চ ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে মার্চ ৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- ইয়াহইয়া ইবনে সালামা আল-কালবি : ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭২৬ খ্রিষ্টাব পর্যন্ত।
- উসমান ইবনে আবি উবায়দা : ৭২৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- উসমান ইবনে আবীনাস আল-কাসিমি : ৭২৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭২৮ খ্রিষ্টাব পর্যন্ত।

www.pathagar.com

- হুসায়ফা ইবনে আহওয়াস আল-কায়সি : ৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭:
  খ্রিষ্টাব্দ।
- আল হায়সাম ইবনে উবায়দ আল-কালবি : ৭২৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৩
  খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- মুহাম্মাদ বিন আব্দুলাহ আল-আশজি : ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৩০ খ্রিষ্ট
  পর্যন্ত।
- আবদুর রহমান আল-গাফিকি (২য় বার) : ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৩
  খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- আব্দুল মালিক ইবনে কাতান আল- ফিহরি : ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৩
  খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- উকবা ইবনুল হাজ্জাজ আস-সাহুলি : ৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৪১ খ্রিষ্ট
  পর্যন্ত।
- আব্দুল মালিক ইবনে কাতান আল-ফিহরি (২য় বার) : ৭৪১ খ্রিষ্টাব্দ হ
  ৭৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- বালজ ইবনে বিশর আল-কুশাইরি : ৭৪১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৪২ খ্রিষ্ট
  পর্যন্ত।
- সালাবা ইবনে সালাযা আল-আমিলি : ৭৪২ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৪৩ খ্রিষ্ট
  পর্যন্ত।
- আবুল খাততার হুসসাম ইবনে দিবার আল-কালবি : ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ হ
  ৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- তৈয়্যব ইবনে সালামা আল-হাদ্দানি : ৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৪৭ খ্রিষ্ট
  পর্যন্ত।
- ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান আল-ফিহরি : ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৫
  খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

# আব্দুল আজিজ ইবনে মুসা

সেনাপতি মুসা বিন নুসায়েরের পুত্র আব্দুল আজিজ স্পেনের প্রথম দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সেভিলকে রাজধানী করে দেশ শাসনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ন্যায় বিচারক হিসাবে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন। থিয়োডমিরের সাথে একটি বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে শান্তিতে রাজত্ব পরিচালনা শুরু করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতি সর্বদাই তার সতর্ক দৃষ্টি থাকত। শিল্প-কারখানা স্থাপন, খাল খনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সড়ক ও সেতু নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাস্তার পথিকদের সুবিধার্থে প্রহরির ব্যবস্থা, দেশের আইন শৃঙ্খলার উন্নতিকল্পে সশস্ত্র সামরিক দল গঠন ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করেন। তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, স্পেনে ইসলামি শাসনের ভিত্তি মজবুত করতে হলে জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এজন্য তিনি মুসলমানদেরকে স্পেনিশ জনগণের সাথে সখ্য ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন এবং সর্বপ্রথম তিনি নিজেই নিহত গথিক রাজা রডারিকের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন।

এভাবে যখন গোটা স্পেনে ইসলামি শক্তি সুদৃঢ় হতে লাগল ঠিক তখনই বেজে উঠে তার বিদায়ের ঘন্টা। তাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার নীলনকশা তৈরি করা হয়। তার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করে ফজরের নামাজরত অবস্থায় অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর আব্দুল আজিজের ছিন্ন মস্তক দামেষ্কে নিয়ে গিয়ে হতভাগা পুত্রের পিতা মুসা বিন নুসায়েরকে দরবারে ডেকে ছিন্ন মস্তকের আবরণ সরিয়ে দিয়ে মুসাকে প্রশ্ন করা হয়, এটা কার মাথা, দেখো! চিনতে পারো কিনা? পুত্রশোকে বিহ্বল বৃদ্ধ পিতা অতি দুঃখে রাগতস্বরে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর অভিশাপ হত্যাকারীর উপর। নিশ্চয় নিহত ব্যক্তি ঘাতকের চেয়ে উত্তম।' একথা বলে তিনি দরবার থেকে বের হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একপর্যায়ে দীনহীন ও অসহায় অবস্থায় 'ওয়াদিল কোরা' নামক স্থানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

www.pathagar.com

## আইয়ুব ইবনে হাবিব আল-লাখমি

আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর আইয়ুব নামক মুসা বিন নুসায়েরের এক বো
ছেলেকে স্পেনের আমির হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু তার এই নি
আফ্রিকার গভর্নর অনুমোদন করেননি। কারণ সে ছিল সেনাপতি
বোনের ছেলে। তাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনোক্রমেই তা খ
মনঃপূত হয়নি। ফলে আইয়ুবের পক্ষে স্পেনের শাসক হিসাবে সাত ম
অধিক ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হয়নি।

## আল-হোর ইবনে আবদুর রহমান আস-সাকাফি

এরপর হোর ইবনে আবদুর রহমান আস-সাকাফি শাসক হিসাবে নি
হয়। সে ছিল অত্যাচারী ও লোভী প্রকৃতির। তাই জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে
শাসনকার্যেও তার তেমন যোগ্যতা ছিল না। খলিফা ওমর ইবনে
আজিজ হোর-এর কীর্তি-কলাপ শুনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে জন
আবেদনের প্রতি লক্ষ রেখে আস-সামাহকে স্পেনের দায়িত্বভার
এভাবে হোরকে অপসারণ করে জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য
সামাহকে চতুর্থ শাসক হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

## আস-সামাহ ইবনে মালেক আল খাওলানি

আস-সামাহ স্পেনে আসা মাত্রই অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য জরি
আদমশুমারি করে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য সমস্যার
কারণ উদ্‌ঘাটনে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত রাখেন। জন
সার্বিক কল্যাণে জনদরদি মনোভাব নিয়ে সব সমস্যার সমাধানকল্পে
করেন। তিনি শাসন কাজের সুবিধার্থে সেভিল থেকে রাজধানী কর্ডো
স্থানান্তরিত করেন। ফলে পরবর্তীতে কর্ডোভা ইউরোপের রমনীয়
হিসেবে বিবেচিত হয়।

কিছুদিন পর আস-সামাহ জানতে পারেন যে, সেপটিমনিয়ার খ্রিষ্টানরা বি
ঘোষণা করেছে। পিরেনিজ পর্বতমালার অপরপ্রান্তের সাতটি নগ
সেপটিমনিয়া বা সপ্তনগরী বলা হয়। আগাদে, বেজিয়ার, নারবো, লে
নিমে, কারকাসো এবং ম্যাগালো এই সাত নগর মিলে গঠিত সেপটিম
আস-সামাহ সেনাবাহিনী নিয়ে পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম

www.pathagar.com

সেপটিমনিয়ায় উপস্থিত হন। এরপর খ্রিষ্টানদেরকে অতি সহজেই পরা
করতে সক্ষম হন।

৭২১ সালে আস-সামাহ অকিটেন প্রদেশ অবরোধ করে বসেন।
অকিটেনের ডিউক এডিউসের বিশাল বাহিনী মুসলমানদের থেকে দশ
বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও আস-সামাহ তার বাহিনী নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ শুরু
দেন। কিন্তু হঠাৎ একটি বিষাক্ত তির এসে আসসামাহ-র গলায় বিদ্ধ
ফলে যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই মুহূর্তে সেনাবা
নেতৃত্ব দেন সেনাপতি আবদুর রহমান আল-গাফিকি। তিনি অদ্ভুত রণকৌ
ও অদম্য সাহসের সাথে শত্রুদের মোকাবিলা করতে থাকেন। এ
মুসলমানরা সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও আবদুর রহমানের রণনিপু
এডিউসের সৈন্যদেরকে হতবাক করে দেয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের
মনোবল, শৌর্যবীর্য সমর ক্ষেত্রে নির্ভীকতা পরাজয়ের গ্লানিকে ম্লান
দেয়। আস-সামাহর মৃত্যুর পর আবদুর রহমান আল-গাফিকি দুই মাস
অস্থায়ীভাবে স্পেনের শাসন পরিচালনা করেন।

## আম্বাসা ইবনে সুহায়ম আল-কালবি

এরপর ৭২১ সালের আগস্ট মাসে আম্বাসা ইবনে সুহায়ম স্পেনের
শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

আম্বাসার শাসনকালে টুরসের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় তার অন্ত
প্রবলভাবে নাড়া দেয়। তাই হৃতগৌরবকে পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে অ
ফ্রান্সে সৈন্য প্রেরণ করেন। নতুন উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে মুসলম
খ্রিষ্টানদেরকে পরাভূত করে কারকাসে, ওলিমে প্রভৃতি অঞ্চলগুলো
করেন। এভাবে সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্স মুসলমানদের দখলে আসে। আ
রাজনৈতিক শৌর্য নিয়ে বীরদর্পে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু খ্রিষ্ট
মুসলমানদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করত এবং সুযোগে তাদের ধ্বংস ক
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাই ৭২৫ সালে সুদক্ষ শাসনকর্তা আম্বাসা রাজধা
ফিরে আসার সময় একদল আততায়ীর হাতে নিহত হন।

আম্বাসার মৃত্যুর পর পুরো স্পেন জুড়ে বিশৃঙ্খলার বাতাস বইতে শুরু ক
এর পরবর্তী ছয় বছরে পাঁচজন শাসনকর্তার রদবদল হয়। কিন্তু দুঃখের বি
কেউই শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি। অভ্যন্তরীণ এ গোলযোগের সু

www.pathagar.com

ফ্রান্সের খ্রিষ্টানরা ফের মাথা চারা দিয়ে উঠে। চারদিকে প্রচণ্ড বিদ্রোহের উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ৭৩০ সালে হায়সাম ইবনে উবায়েদ আল-কালবি নতুন শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হয়। তিনি দেশে কিছুটা শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। এরপর তিনি খ্রিষ্টানদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে লেওন্স ও ম্যাকন্স ইত্যাদি অঞ্চল জয় করেন। কিন্তু বিজিত অঞ্চলগুলোতে তিনি শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেননি। ফলে খ্রিষ্টানরা পুনরায় শক্তি-সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে ওই অঞ্চলগুলো পুনর্দখল করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে।

৭৩২ সালে দ্বিতীয়বার আবদুর রহমান আল-গাফিকি স্পেনের শাসনভার লাভ করেন। তিনি তার বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের মাধ্যমে আত্মকলহ ও বিবাদ দূর করতে সক্ষম হন। ফলে বিবাদমান দুই গোত্র হিমারিয় ও মুধারিয় জনগণও মুগ্ধ হয়ে তাকে নেতারূপে মেনে নেয়। আবদুর রহমান ৭৩২ সালের শুরুতেই আর্লে নগর অধিকার করেন এবং প্রখ্যাত রোন (Rhone) নদীর তীরে যুদ্ধে প্রতিপক্ষ খ্রিষ্টানদেরকে প্রবলভাবে পর্যুদস্ত করেন। এরপর বোর্দা আক্রমণ করে দখল করেন। অকিটেন অধিপতি ইউডি দারদো পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। ফলে বার্গান্ডি, লিয়ো, বেজাকো ও স্পেন মুসলমানদের দখলে আসে। এসব অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আসায় মুসলমানরা আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হয়।

মুসলমানদের একের পর এক বিজয়ের ফলে ফ্রান্সে দারুণ বিষণ্নতা সৃষ্টি হয়। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, যে কোনো মুহূর্তে সমগ্র ফ্রান্সের পতন হতে পারে। এদিকে আবদুর রহমান তার বিজয়ী বাহিনী নিয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দিকে অগ্রসর হন। এ সংবাদে ইউডি রাজা পেপিন পুত্র চার্লসের কাছে মুসলমানদেরকে পথিমধ্যে বাধা দেওয়ার সাহায্য কামনা করে। বেলজিয়াম ও জার্মানি হতে সংগৃহীত এক বিশাল সৈন্যদল ইউডি বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে। সমস্ত ইউরোপ থেকে সংগৃহীত প্রচুর সৈন্য বাহিনী দিয়ে সজ্জিত এ বিশাল ইউডি বাহিনীর দুর্বার শক্তি সম্পর্কে আবদুর রহমানের গুপ্তচর তাকে জানাতে ব্যর্থ হয়। ফলে আবদুর রহমান খ্রিষ্টানদের এ শক্তি পরিমাপ করতে পারেননি। যুদ্ধের সময় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি না জানা মুসলমানদের বিপদগ্রস্ত করে তোলে। আবদুর রহমান নিজেও আঁচ করতে পারেননি যে, খ্রিষ্টানরা এভাবে জোট বেঁধে আক্রমণ করবে। তা ছাড়া সদ্যবিজিত এলাকাসমূহে বহু অভিজ্ঞ সৈন্য মোতায়েন করতে হয়। ফলে

www.pathagar.com

মুসলমানদের সামরিক শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পায়। এ অবস্থাতেই শুরু হয় তুমু
সংঘর্ষ। প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ চলতে থাকে প্রচণ্ড যুদ্ধ। একপর্যা
মুসলমানদের মাঝে গুজব উঠে যে, খ্রিষ্টানরা মুসলিম ছাউনিতে প্রবে
করেছে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মুসলমানরা ব্যক্তিগত যুদ্ধল
মাল হেফাজতের তাগিদে নিজ নিজ তাঁবুর দিকে ছুটতে থাকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে গোলযোগের মধ্যে সন্ধ্যার অবসানল
হঠাৎ একটা তির এসে মহাবীর আবদুর রহমানের জীবন-সন্ধ্যার অবসা
ঘটায়। মুসলিম বাহিনীতে এমতাবস্থায় সেনাপতি নির্বাচনে মতানৈক্য দে
দেয়। ফলে টুর্সের রণক্ষেত্রে মুসলমানদের ইউরোপ বিজয়ের আশ
আকাঙ্ক্ষা অস্তমিত হয়।

ইউরোপ কি মুসলমানদের হবে নাকি খ্রিষ্টানদের তা টুর্স যুদ্ধের ফলাফলে
উপর নির্ভর করছিল। মুসলিমশক্তির জয়লাভ হলে যে গোটা ইউরোপ মুসলি
ইউরোপে পরিণত হতো এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। মুসলমানদে
পরাজয়ের কারণ হলো আবদুর রহমান আল-গাফিকির মৃত্যুর প
মুসলিমবাহিনী যোগ্য নেতৃত্বে ন্যস্ত না হওয়া। নেতৃত্বের কোন্দল, গোত্রকলহ
পারস্পরিক ঈর্ষা, অনৈক্য, দ্বন্দ্ব-কলহ আর ধন-সম্পদের মোহ মুসলমানদে
পতনের প্রত্যক্ষ কারণ। আর এ কারণেই পরবর্তীতে মুসলমানদের যথে
মূল্য দিতে হয়েছে। টুর্স যুদ্ধের পর থেকে ৭৫৬ সাল পর্যন্ত স্পেনে বিরা
করে মারাত্মক আত্মকলহের যুগ। বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে সংঘর্ষ ও রাজনৈতি
গোলযোগ ডেকে আনে স্পেনের বিপর্যয়। এ গোত্রের মধ্যে হিমারি
মুধারিয়, বার্বার, নওমুসলিম, মুজেদার, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা প্রধান ছিল। তা
সামান্য ব্যক্তি বা গোত্র-স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থ ও সম্পদ নষ্ট করতে দ্বি
করত না। ফলে স্পেনে ভয়াবহ নৈরাশ্যজনক অবস্থা বিরাজ করতে থাকে।

## আব্দুল মালিক ইবনে কাতান আল-ফিহরি

৭৩২ সালে টুর্স যুদ্ধের পরাজয় ও আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর দামেস্কে
খলিফা মুসলিম জাতীর শৌর্যবীর্য ও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তৎক্ষণা
আব্দুল মালেককে স্পেনের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করলেন। তিনি এসে
পিরেনিজ পর্বতে অবস্থানকারী বিদ্রোহীদের কার্যকালাপ রোধ করার জ
ল্যাংদোক প্রদেশের দুর্গগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এরপর সৈন্য সংগ্র

www.pathagar.com

করে পিরেনিজ আক্রমণ করে রোমি ও আভিনোঁ দখল করেন। অতঃপ
আরাগন ও নাভার দখল করেন। আব্দুল মালেক অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠু
ছিল। তাই সেনাবাহিনী তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ড
নির্যাতনমূলক ব্যবহারে জনগণও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে ৭৩৪ সালেই (
ক্ষমতাচ্যুত হয়।

## ওকবা ইবনুল হাজ্জাজ আস-সাহুলি

আব্দুল মালিকের পদচ্যুতির পর স্পেনের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হ
ওকবা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়বিচার এবং মধুর ব্যবহারে অল্পদিনে
জনগণের প্রিয়পাত্র হয়ে যান। তাই সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর্যন্ত স্পেনের গভ
হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ওকবা এর মধ্যে ফ্রান্সের বিশাল এলাকা দখ
করেন। এসময়ে চার্লস মুসলমানদের বিরুদ্ধে লম্বার্ডির রাজার সাহায্য নি
এক বিশাল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে সমুচিত শি
দেয়। তারা এমন বেকায়দায় পড়ে যে, শেষে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়
পরে দক্ষিণ ফ্রান্স দখল না করতে পেরে অন্য পন্থা অবলম্বন করে। হত্য
অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস-লীলার মাধ্যমে লোয়ার নদীর তীরে বহুদূর-ব্যা
মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চলগুলো জনশূন্য করে ফেলে। ফলে বহুনগর
জনপদ এবং তাদের সম্পদ ও সভ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ শে
করে চার্লস নিজ দেশে ফিরে যায়।

এই ঘটনার পর ফরাসিরা আর কোনো মারাত্মক উপদ্রব করেনি। ফ্রান্সে
মুসলিম জনপদগুলোতে ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুন শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণি
ও শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন হয়। নগর, প্রাসাদ, মসজি
মাদরাসা, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মুসলমান
নতুন সভ্যতার বীজ বপন করেন। কিন্তু খ্রিষ্টানদের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ
সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। তারা মুসলমানদেরকে শত্রু মনে করে তাদের দে
থেকে তাড়ানোর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে।

৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার বার্বার বিদ্রোহ দেখা দিলে আফ্রিকার গভ
জেনারেল উবায়দুল্লাহ ওকবাকে ডেকে পাঠান। কিন্তু পদচ্যুত আমির আব্দু
মালেকের সাথে তার সংঘর্ষ বাঁধে। তবে ওকবা শেষ পর্যন্ত ৭৪১ সা
মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সুযোগে আব্দুল মালিক পুনরায় স্পেনের আমি
হন। এ সময়ে স্পেনে অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা চলতে থাকে। বার্বার, হিমারি

www.pathagar.com

ও মুধারিয়দের দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছোয়। উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ফ্রান্সের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। ফলে এ সুযোগে আস্তরিয়ার নেতা পিলাইওর জামাতা আলকানসা, গ্যালিসিয়া এবং বর্তমান পর্তুগালের কিছু অংশ দখল করে নিজেকে গ্যালিসিয়া এবং আস্তরিয়ার রাজা বলে ঘোষণা করে।

যাই হোক, ৭৩২ সাল থেকে ৭৫৬ সালের মধ্যে স্পেনে আটজন ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু তাদের অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। এ সময়টা ছিল দামেস্কের উমাইয়া শক্তির ক্ষয়িষ্ণুকাল। তাই তারা স্পেনের ব্যাপারে কোনো ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। সুযোগ্য শাসনকর্তা ও সেনাপতির অভাবে ফ্রান্সে মুসলিম শক্তির পতন ঘটে।

স্পেন বিজয়ের পর প্রথম শতাব্দীর শেষ নাগাদ তারা অনেক শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হয় এবং তারাই প্রথম প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। উমাইয়া যুগে মাওয়ালী এবং আব্বাসীয় যুগে পারসিক সমস্যার মতো স্পেনেও এটি সমস্যা ছিল। এর কারণ হলো, নওমুসলিমদের হীনম্মন্যতাবোধ। আরব অভিজাতদের মর্যাদায় ঈর্ষা করে তারা অসন্তোষের বিস্তার ঘটাত। সুযোগ পেলেই বিদ্রোহে মেতে উঠত। ফলে আরব, বার্বার এবং নওমুসলিমরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। বনু আদনান, বনু হাশেম, বনু উমাইয়া, বনু মাখযুম ও বনু ফিহর এবং অন্যান্য গোত্রগুলো জীবিকার উজ্জ্বল সম্ভাবনায় স্পেনে বসবাস করে পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। তা ছাড়া হিমারিয় ও মুধারিয়দের গোত্রীয় কলহ তো ছিল সাধারণ ব্যাপার। নববিজিত অঞ্চলগুলোর গোত্রীয় বিদ্বেষ স্পেনে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। বার্বার ও নওমুসলিমরা আরব শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নতুন নেতৃত্বকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়।

www.pathagar.com

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## স্বাধীন উমাইয়া আমিরদের অধীনে স্পেন

[রাজত্বকাল: ৭৫৬-১০৩১]

### আবদুর রহমান আদ-দাখিল (১ম) ৭৫৬-৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

হিন্দুকুশ থেকে পিরেনিজ, চীনের মহাপ্রাচীর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে তীরভূমি পর্যন্ত উমাইয়া সম্রাজ্যের বিস্তৃত সীমানা দামেস্কের অধীনে ছিল এত বিরাট ভূ-ভাগ শাসনের জন্য প্রয়োজন সুনিপুণ, দক্ষ, বিচক্ষণ ন্যায়পরায়ণ ও দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন খলিফা। কিন্তু দামেস্কের খলিফা হিশামে মৃত্যুর পর এমন যোগ্যতাসম্পন্ন খলিফা আর আসেনি। ফলে দুর্ব খলিফাদের উপর চতুর্দিকে থেকে বিপদ নেমে আসে। টাইগ্রিসে অববাহিকা অঞ্চলে প্রবহমান 'জাব' নদীর তীরে উমাইয়া বংশের শে খলিফার পরাজয়ে উমাইয়া খেলাফতের পতন হয়। এ সময়ে আব্বাসি আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। পরিশেষে ৯০ বছরের উমাইয়া শাসনে ধ্বংসস্তুপের ওপর ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে আবুল আব্বাসের সিংহাসে আরোহণের মধ্য দিয়ে আব্বাসিয় খেলাফতের সূচনা হয়। তারা ক্ষমতাসী হয়ে উমাইয়াদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে শুরু করে। একজন উদ্যমী তরুণ যুবক উমাইয়া শাহজাদা আবদুর রহমান কোনোরূপে বেঁচে ছদ্মবেশে স্পেনের দিকে অগ্রসর হন।

এক পর্যায়ে আবদুর রহমান মরক্কোর সিউটা বন্দরে পৌছেন (৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) সেখানে তার মাতুল গোষ্ঠী থাকায় তিনি বার্বারদের সমর্থন লাভ করেন বার্বাররা সিরিয়দের স্বার্থ রক্ষার কাজ করত। ওই সময় সিরিয়রা স্পেনে কিছু অঞ্চলে ক্ষমতাসীন ছিল। তারা অনেকদিন বনি উমাইয়াদের অধীন ছিল তাই তারা এই সাহসী যুবক উমাইয়া শাহজাদার সাথে তাদের ভাগ জড়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তিনি প্রথমে জনৈক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাসে কাছ থেকে স্পেনের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। এরপর সিরিয় আবদুর রহমানের অধীনে কাজ করে এবং ইয়ামিনিদেরকে তাদের পক্ষে আনে। সব কিছু ঠিকঠাক হলে আবদুর রহমানকে স্পেনে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করে। ভাগ্যান্বেষী আবদুর রহমান সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা

www.pathagar.com

সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই একের পর এক অঞ্চল দখল করেন। ফলে আর্কিডোনায় অবস্থিত জর্ডানবাহিনী, সিডোনার প্যালেস্টাইন বাহিনী এবং সেভিলে বসবাসকারী হিমসের আরবেরা তাকে সাদরে গ্রহণ করে।

স্পেনে তখন শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ইউসুফ আল-ফিহরি। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ মে মাসাররাহ যুদ্ধে তিনি স্পেনের আব্বাসীয় শাসনকর্তা ইউসুফ আল-ফিহরিকে কর্ডোভার কাছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাভূত করেন এবং রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন।

এভাবে আবদুর রহমান আদ-দাখিল স্পেনের শাসনকর্তা হলেন। নিজেকে তিনি আমির বলতেন এবং আব্বাসিয় খলিফা আল মানসুরের নামে খুৎবা পড়তেন। পরবর্তীতে আব্দুল মালেক বিন উমরের পরামর্শে আব্বাসিয় খুৎবা স্থগিত করে নিজে আমিরুল মুসলিমিন উপাধী ধারণ করেন।

স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আবদুর রহমান আদ-দাখিল ৩২ বছর (৭৫৬-৭৮৮) স্পেন শাসন করেন। ৭৬১ সালে হিশাম বিন উরার টলেডোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবদুর রহমান তাকে পরাভূত করেন এবং তার পুত্র আসাদকে কর্ডোভাতে নিয়ে আসেন। ৭৬৪ সালে আবার টলেডোতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এবার আবদুর রহমান বিদ্রোহের সাথে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদেরকে ধরে কর্ডোভাতে ফাঁসি দেন। এভাবে আবদুর রহমান বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে টলেডোর বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

৭৭৮ সালে তিনি আল আসাদকে পরাজিত করেন। ৭৮৬ সালে অসহায় অবস্থায় টলেডোর কোনো এক গ্রামে আল আসাদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবার আবদুর রহমান সকল প্রকার যুদ্ধ-বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা হতে মুক্ত হয়ে শান্তিতে সিংহাসনে বসেন। অধিকাংশ সময় গুরুত্বপূর্ণ সমরক্ষেত্রে তিনি নিজেই সেনাপতির দায়িত্বপালন করতেন। তার সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় দুই লাখের কাছাকাছি। মুক্তদাস ও বার্বাররা ছিল তার সৈন্যের প্রধান অংশ। তার অধীনে বহু বিখ্যাত সেনানায়ক ছিল। তন্মধ্যে বদর, তামাম বিন আল কামাহ, হাবিব ইবনে মালেক কোরেশি ও আসিম বিন মুসলিম সাকিফী অন্যতম। আবদুর রহমান সমরক্ষেত্রে যে ক্ষিপ্রগতি, অবিচলমতি ও অমোঘ লক্ষ্য নিয়ে স্পেন দখল করেন সে সম্পর্কে আব্বাসিয় খলিফা আল মানসুর

www.pathagar.com

বিস্মিত হয়ে তাকে صقر قريش/Falcon of the Quraish. ব
কোরাইশের বাজপাখি নামে অভিহিত করেন।

চর্তুমুখী প্রতিভা ও অপূর্ব কৃতিত্বে আবদুর রহমানের চরিত্র সমৃদ্ধ। তিনি একাধারে সর্বোচ্চ প্রশাসনীয় ব্যক্তি, কর্ডোভার কেন্দ্রিয় মসজিদের ইমাম আদালতের প্রধান জাস্টিস ও সমরক্ষেত্রের প্রধান সেনানায়ক। তিনি কৃষিকাজের সুবিধার্থে সেচ প্রকল্প ও খাল খননের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। কর্ডোভাতে মসজিদ, সরকারি ইমারত, মসজিদ, সেতু ও উদ্যান ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজের দ্বারা রাজধানীকে আলোকময় করে তোলেন। ৮০,০০০ হাজার স্বর্নমুদ্রা ব্যয় করে কর্ডোভার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি মাঝে মাঝে কঠোরতা প্রকাশ করলেও তিনি মূলত সদয়, উদার এবং উন্নতরুচিসম্পন্ন ছিলেন। আবদুর রহমান আদ- দাখিলের সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমির আলি History of Saracens গ্রন্থে বলেন, তিনি দীর্ঘকায়, কৃশ কিন্তু সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিদ্বান, কবি, বীর্যবান, প্রখরবুদ্ধি ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ, দানশীল ও উদার ছিলেন। অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন খলিফা মনসুরের সমকক্ষ।

জীবনাবসানের পূর্বে তিনি কর্ডোভার প্রাসাদ কক্ষে টলেডো, মেরিডা সারাগোসা ও মুরসিয়ার গভর্নর ও মন্ত্রীবর্গ, কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী, সেক্রেটারি প্রধান বিচারপতিসহ আরও অনেককে আহ্বান করেন। সেই কক্ষে শাহজাদা হিশামকে উপস্থিত করে তাকে পরবর্তী আমির বলে ঘোষণা করেন। উত্তরাধিকার মনোনয়ন-পর্ব শেষ করে ভাবী আমির হিশামকে নিয়ে মেরিডায় যান। সেখানে ৭৮৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৫৯ বছর ২ মাস ৪ দিন। পরে তাকে কর্ডোভাতে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

# হিশাম (১ম)

[রাজত্বকাল: ৭৮৮-৭৯৬]

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের মৃত্যুর পর তারই পুত্র হিশাম ৩২ বছর বয়সে স্পেনের আমির হয়ে সিংহাসনে বসেন এবং জুমার নামাজে নিজ নামে খুৎব পাঠ করেন। তার নম্রতা, অমায়িক ব্যবহার, ধর্মীয় অনুশাসন পালনে গভীর অনুরাগ, ন্যায় বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় এবং জনগণের আন্তরিকত সমস্ত স্পেনে তাকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলে। তার শাসনামলে কতিপয় বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তবে তিনি যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ায় দলগুলো ক্রমেই প্রশমিত হয় স্পেনে বসবাসকারীরা সব সময় আত্মকলহ ও পারস্পরিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে পাকা খেলোয়াড় ছিল। তারা হিশামের কঠোর শাসনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। হিশামের ভ্রাতৃবিদ্রোহ সে সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আবদুর রহমানের সিরিয় নামক স্ত্রীর গর্ভে সোলাইমান ও আব্দুল্লাহ নামক দুই পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছিল। হুলাল নামক আরেক স্ত্রীর গর্ভে জন্মলাভ করে হিশাম। ভাইদের মধ্যে হিশাম সর্বাপেক্ষা যোগ্য হওয়ায় আবদুর রহমান জীবদ্দশায় হিশামকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পিতার উপস্থিতিতে সোলাইমান ও আব্দুল্লাহ উভয়েই হিশামের মনোনয়নকে সমর্থন করে তাকে আমিররূপে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর কর্ডোভার শাসনকর্তা যখন হিশাম হলেন তখন তার উভয় ভাই বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দেয়। তাকে পদচ্যুত করার জন্য তারা উভয়েই আদাজল খেয়ে মাঠে নামে এবং সেনাবাহিনী গঠন করে টলেডোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হিশাম তার ভাইদের সাথে অনর্থক কলহ না করে শান্তিচুক্তি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হলো না। ফলে হিশামের বিশ হাজার সৈন্য এবং দুই ভাইয়ের পনেরো হাজার সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে সুলাইমান পরাভূত হয়ে মুরসিয়ায় আশ্রয় নেয় আর আব্দুল্লাহ উপায়ন্তর না দেখে বশ্যতা স্বীকার করে। পরাজিত সুলাইমান পরাজয় সহ্য করতে না পেরে মুরসিয়াতে আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলে হিশাম দুঃখিত হন। ফলে হিশাম নিজে না গিয়ে তার পুত্র মুয়াবিয়াকে সৈন্যবাহিনীসহ মুরসিয়া প্রেরণ করেন। সুলাইমান আবারও ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে লোরসার সমরক্ষেত্রে ৭৯০-৯১ সালে পরাভূত

www.pathagar.com

হয়। পরে সুলাইমান তার কৃতকর্মের ভুল বুঝে হিশামের কাছে মাফ চাইে
হিশাম মাফ করে দেন এবং স্পেন ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ফলে সুলাইম
তার জায়গির ষাট হাজার মুদ্রায় বিক্রি করে আব্দুল্লাহসহ তানজিয়ারে চ
যায়। এভাবে বিচক্ষণ হিশাম ভ্রাতৃবিদ্রোহ দমন করে টলেডো ও মুরসিয়
শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল উমাইয়া বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই ভিত্তি
উপর ইমারত গঠনের দায়িত্ব তার উত্তরাধিকারী হিশামের ওপর পড়ে। হিশ
যোগ্য ব্যক্তির মতো সেই কাজ সম্পন্ন করেন। ভ্রাতৃবিদ্রোহের গোলযো
বিচক্ষণভাবে দমন করে উমাইয়া বংশের বিপদ দূরীভূত করেন। সুদীর্ঘ ৩
বছর পরে পুনরায় মুসলিম জনপদে লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক
মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য সমুন্নত করেন।

হিশাম অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ আমির ছিলেন। তিনি পিতার নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে নি
নিজ পদে বহাল রেখেছিলেন। ধার্মিক ও সৎ ব্যক্তিদের সরকারি কা
নিয়োগ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে কাজি বা বিচারপতিদের তিনি ধার্মিক গু
নির্বাচন করেছিলেন। তার সময়ের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন হে
কর্ডোভা জামে মসজিদের সম্প্রসারণ। এ মসজিদ ছাড়াও বিভিন্ন স্থা
মসজিদ-মাদরাসা, পুষ্পউদ্যান ও সরকারি ভবন নির্মাণ করেন। ৮ বছ
রাজত্ব করে তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প ও ব্যবসার প্রভূত উন্নতি করেন
মাত্র ৮০ বছর বয়সে ৭৯৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি জীবনাবসানের পূ
তার পুত্র হাকামকে ভাবী আমির মনোনীত করেন।

## হাকাম (১ম) [আবুল মুজাফ্ফর আল-মুর্তজা]

[রাজত্বকাল: ৭৯৬-৮২২]

৭৯৬ সালে হিশামের মৃত্যুর পর হাকাম মাত্র ২২ বছর বয়সে ত
স্থলাভিষিক্ত হন। বিলাসি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় উলামাদের সাথে ত
বিরোধ দেখা দেয়। তিনি সুদর্শন, বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। তিনি উৎ
পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করতেন। জাঁকজম
ও দেহের পরিপাটির প্রতি তার আকর্ষণ এতই বেশি ছিল যে, রাজধানীে
যখন বিদ্রোহী ও সরকারি বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলছিল তখনো তা
অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কেশবিন্যাস করে সুগন্ধি দিয়ে নিজেকে পরিপা

www.pathagar.com

করে সাজগোছ করতে দেখা গেছে। যেন তিনি কোনো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যাবেন। একবার জনৈক অমাত্য তাকে এমন অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, 'আপনার প্রাসাদ শত্রুবাহিনী দ্বারা বেষ্টিত আর আপনি কেশবিন্যাসে নিমগ্ন?' উত্তরে হাকাম বলেছিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমি নিহত হই তাহলে তোমরা আমার মস্তক চিনবে কি করে যদি আমার দেহ সুরভিত বা কেশ বিন্যস্ত না থাকে?" বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় তার সাথে দেশের ধর্মীয় নেতাদের বিরোধ দেখা দেয়। এ সময় মালিকী মাযহাবের আলেমদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। প্রশাসনের উপরও তাদের খুব প্রভাব ছিল। হাকাম ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের সে প্রভাব ও সুযোগ-সুবিধা খর্ব করেন। এতে আলেমগণ তার বিরোধী হয়ে ওঠেন। ফলে এক সময় তার বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হয়। এ আন্দোলনে আলেমদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিশিষ্ট আলেম ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া লাইছ ও ঈসা বিন দিনার। আলেমদের আন্দোলনে সমর্থন দেন নবদীক্ষিত মুসলমানগণ (মুয়ালাদুন) ও অভিজাতবর্গ। ৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে কোনো একদিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় উত্তেজিত জনতা পাথর ছুড়ে আমিরকে আক্রমণ করে এবং আলেমগণ এরূপ কার্যকলাপকে সমর্থন করেন।

এদিকে পরাজিত সুলাইমান ও আব্দুল্লাহ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। স্পেনের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় তানজিয়া থেকে টলেডোতে নিজেদের পক্ষে সমর্থন সংগ্রহ করতে থাকে। তারা এই বলে সমর্থন সংগ্রহ করেছিলেন যে, আবদুর রহমান আদ-দাখিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধায় তাদের ক্ষমতাসীন হওয়া ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ। হিশাম ও তার পুত্র হাকাম অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। এরকম প্রচার করে সোলাইমান তার বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতায় টলেডো, ভ্যালেনসিয়া ও তুদমির থেকে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করেন আর আব্দুল্লাহ তার পুরাতন গুণগ্রাহীদের নিয়ে টলোডোতে বেশ শক্তি সঞ্চয় করেন। তারা উভয়েই হাকামের সামরিক শক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তারা মনে করতেন, ক্ষমতা দখল করতে না পারলেও বেশ ক'টি অঞ্চল হস্তগত করা যাবে। প্রথমে আব্দুল্লাহ টলোডোতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তিনি ফ্রান্সের শার্লেমেনের কাছে সাহায্য চান। শার্লেমন একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আব্দুল্লাহর সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। এর মাধ্যমে শার্লেমন মুসলিম শক্তিকে দুর্বল ও অন্তসারশূন্য করে ফেলতে চেয়েছিলেন। এমতাবস্থায়

www.pathagar.com

সোলাইমানও বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আব্দুল্লাহর সাথে যোগ দিয়ে সম্মিলি
সৈন্য নিয়ে তাগুস নদীর তীরে অপেক্ষায় ছিলেন হাকামের জন্যে। এদি
হাকামও তার চাচার বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হয়ে এক বিশাল বাহি
নিয়ে সমরক্ষেত্রে রওনা হন। ৮০১ সালে উভয়দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বি
খণ্ডযুদ্ধের পর যুদ্ধে সোলাইমান পরাজিত হয়ে মেরিদায় পালাতে চাই
পথিমধ্যে তাকে আটক করা হয়। তার বহুসৈন্য সেখানে নিহত হয়। ত
আব্দুল্লাহ ভ্যালেনসিয়াতে পালিয়ে যায়। তবে জামিনস্বরূপ তার দুই
আসবাগ ও কাসিমকে কর্ডোভায় রেখে যায়। পরে আসবাগের সাথে হাক
নিজের বোনের বিয়ে দিয়ে মেরিদার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এদি
শার্লেমেনের তীব্র বাসনা বাসনাই রয়ে যায়।

হাকাম তার ভগ্নীপতিকে মেরিদার গভর্নর নিযুক্ত করেন। গভর্নর হিসে
আসবাগ দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় কিন্তু কিছুদিন যেতে
যেতেই উজিরের সাথে তার মতবিরোধ দেখা দেয়। উজিরের ইচ্ছা ছিল
আসবাগকে পদচ্যুত করা। তাই তিনি হাকামকে এই বলে সংবাদ পাঠাে
যে, আসবাগ বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনভাবে মেরিদায় শাসন করছে। হাক
ঘটনার তদন্ত না করে উজিরের কথায় বিচলিত হয়ে তার বিরুদ্ধে এক 
সৈন্য প্রেরণ করেন। আমিরের সৈন্যরা আসবাগের কাছে পরাজিত হ
এবার হাকাম নিজেই মেরিদায় উপস্থিত হন। অহেতুক রক্তক্ষরণ
প্রাণনাশের আশঙ্কায় ভীত হয়ে আসবাগ নিজেই হাকামের তাঁবুতে যা
আলোচনা পর্যালোচনার পর মূল ঘটনা সম্পর্কে উভয় পক্ষ অবগত হ
হাকাম তার ভুল বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ শান্তিপূর্ণ সুরাহায় উপনীত হ
এর এক বছর পর বেজাতে আবার বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি সফলরূপে
বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

হাকামের রাজ্যে বিদ্রোহ দমনের জন্য সব সময় এক বিশাল সৈন্যবাহি
রাখতে হতো। তিনিই সর্বপ্রথম সৈন্যবাহিনীকে নিয়মিত বেতন দিয়ে সামরি
শক্তি যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেন। হাকামের প্রখর দৃষ্টি সব স
সেন্যবাহিনীর ওপর নিবদ্ধ ছিল। তিনি রাজধানীর অদূরে গোয়াদেল কুইভ
নদীর তীরে দুটি সেনানিবাস তৈরি করেন। তিনি বিশাল নৌ-বহরও তৈ
করেন। এ নৌ-বহরের সাহায্যে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় বেলারিক দ্বীপ মের্জ
ইভিকা ও সারদিনিয়াতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন।

www.pathagar.com

৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে অস্ত্রধারী জনতা আমিরকে হত্যার উদ্দেশ্যে রাজপ্রসাদ ঘিরে ফেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার অশ্বারোহী বাহিনী বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে সফল হয়। এরপর শহরতলীর জনসাধারণের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। মাটির দিকে মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে এদের তিন শ নেতাকে হত্যা করা হয় এবং হাজার হাজার ব্যক্তিকে স্পেন ত্যাগে বাধ্য করা হয়। আররাবাল দেলসুরের বাসিন্দাদেরকে তিন দিনের মধ্যে কর্ডোভা ত্যাগ করতে বলা হয়। সেখানকার ৮০০০ পরিবার মরক্কোর ফেজ এ এবং ১৫০০০ পরিবার ক্রীট-এ নির্বাসিত হয়। তবে আলেমদের নেতা ইয়াহইয়া, তালুত ও অন্যান্য বিখ্যাত ধর্মীয় নেতাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে ঈসা ইবনে দিনারের নেতৃত্বে সম্ভ্রান্ত শ্রেণি ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ৭২ জন নেতা আল হাকামকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তারা মুহাম্মদ বিন কাসেমকে কর্ডোভার সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসেম এ ষড়যন্ত্রের কথা আল হাকামের কাছে ফাঁস করে দেয়। এতে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে কুচক্রীদলের ৭২ জনকে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে অনেক আলেম ছিলেন। বিশিষ্ট আলেম ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও ঈসা বিন দিনার কোনোক্রমে টলেডোতে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।

প্রথম হাকামের রাজত্বকালে বিক্ষুব্ধরা একের পর এক বিদ্রোহ ঘটাতে থাকে। এক পর্যায়ে কর্ডোভার দক্ষিণ অংশে আররাবাল দেলসুর (Arrabal Delswr) অঞ্চলে ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে এক মারাত্মক বিদ্রোহ দেখা দেয়।

টলোডোতে ঘন ঘন বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল। এত আমির ক্ষুব্ধ হন। যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিদ্রোহ না দেখা দেয় এজন্য টলেডোতে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়। দুর্গ উদ্বোধন উপলক্ষে হাকামের পরামর্শে গভর্নর একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হয়ে উক্ত ভোজসভায় যোগাদন করেন। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদেরকে গভর্নর বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন এবং সব মৃতদেহ পরিখার দীঘিতে নিক্ষেপ করেন। এ ঘটনা পরিখা দিবস নামে পরিচিত। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে কিছুদিনের জন্য অশান্ত টলেডোতে শান্তি বিরাজ করে।

www.pathagar.com

দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তাকে অনেকসময় নির্মম ও কঠোর হ
দেখা গেছে। তার নিজের কথা দ্বারাই প্রকাশ পায় যে তিনি কেমন চরিে
অধিকারী ছিলেন। তিনি একবার তার পুত্রকে লক্ষ করে বলেছেন, 'একে
দর্জি যেমন খণ্ড খণ্ড কাপড়সমূহ সুই-সুতার সাহায্যে জোড়া দেয় তেমনি অ
তরবারির সাহায্যে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোকে সুসংহত ও একি
করেছি। কারণ ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে সবচেয়ে ঘৃণার বস্তু খণ্ড-বি
রাজ্য। তোমাকে এ শান্তিপূর্ণ অঞ্চলগুলো দিলাম। হে বৎস! এগু
আরামদায়ক আসনের মতো, যেখানে কোনোরূপ অশান্তি নেই। যা
তোমার সুখ নিদ্রা ব্যাহত না হয়, আমি সে ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

তার চরিত্রে অনেক সময় নির্মমতা ও কঠোরতা প্রকাশ পেলেও ন্যায়বিচ
তার প্রচুর খ্যাতি ছিল। আলেম-উলামাদের অসন্তোষের কারণে তিনি কখ
দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। উলামাদের প্রতি তার বিদ্বেষমূ
ব্যবহারই এর জন্য দায়ী। তাই শেষ জীবনে এসে কিছুটা উদার মনো
প্রকাশ করে জায়েদ বিন আবদুর রহমান নামক জনৈক বিশিষ্ট আলে
সমর্থন লাভ করেন।

আলহাকামের রাজত্বকালে প্রথম অস্টুরিয়া লিয়েনিজ যুবরাজদের এ
স্পেনীয় সীমান্তে ফ্রাঙ্কদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা বদ্ধি পায়, যার ফলে ধী
ধীরে খ্রিষ্টানদের পুনর্দখলের পথ সুগম হয়।

হাকাম ৮২২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। জীবনাবসানের পূর্বে অে
জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে গভর্নর, সেনাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবৃন্দ এবং অন্য
ব্যক্তিদের সমাবেশ করে তার ছেলে আবদুর রহমানকে মনোনীত করে যান

## দ্বিতীয় আবদুর রহমান

[৮২২-৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ]

আমির আল হাকামের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুর রহমান (৮২২-৮৫
কর্ডোভার সিংহাসনে উপবেশন করে। শৌর্যবীর্য, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় তি
ছিলেন অতুলনীয়। তার রাজত্বকালে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছি
প্রজাসাধারণ সুখ-শান্তিতে ছিলেন। তিনি রাজ্যময় প্রাসাদ, উদ্যান, মসজি
ভবন, সেতু ও সড়ক নির্মাণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা
সংস্কৃতির প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। পিতার তুলনায় আবদুর রহ

www.pathagar.com

একজন সহনশীল শাসক ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তবে তা
রাজত্বকালও নিষ্কণ্টক ছিল না। আব্দুল্লাহর বিদ্রোহ, তুদমির, মেরিদা
টলেডেতে বিদ্রোহ, খ্রিষ্টানদের অভিযান, নরম্যান জলদস্যুদের উপদ্রব, গণ
আন্দোলন প্রভৃতি তাকে বিব্রত করে। তবে তিনি কঠোর হস্তে এ সকল
বিদ্রোহ ও আন্দোলন দমন করেন।

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালের শেষ প্রান্তে ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানদে
আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুসলিম শাসনে স্পেনের খ্রিষ্টানগ
ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত এব
তারা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করত। অনেক শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি
ইউরোপের অনেক দেশে মুসলিম স্পেনের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হন
এমনকি অনেক ধনী আরব তাদের জমিদারী ও ব্যবসা-বাণিজ্য তত্ত্বাবধানে
জন্য প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল খ্রিষ্টানকে নিয়োগ দেন। আবদুর রহমানে
রাজত্বের শেষ দিকে স্পেন বিজয়ী মুসলমানদের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম এব
হেরেমসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণ এত বেশি লোভনীয় হয়েছিল যে
শহরে খ্রিষ্টানদের একটি বিরাট অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত
না হলেও আরবিয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। দেশীয় খ্রিষ্টানর
নিজেদের বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য ও শিল্পের নিকৃষ্টতা সম্পর্কে বুঝতে পেরে
আরব সভ্যতার উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে তারা আরবদের জীবনযাপন প্রণালি
অনুকরণ করতে শুরু করে। তারা নিজেরা মোযারাব নামে একটি সামাজিক
শ্রেণিতে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক ইমামউদ্দিন বলেন, আরবি ভাষার প্রকাশভঙ্গি ও রচনায় উপমা
ব্যবহারের সুবিধায় মুগ্ধ হয়ে খ্রিষ্টানরা আরবি ভাষা শিখতে শুরু করে
এমনকি এ সকল খ্রিষ্টানের জন্য বাইবেল আরবিতে অনুবাদ করতে হয়
তারা ল্যাটিন ভাষার গ্রন্থাদির প্রতিও অনীহা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ৮৫
খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে হাজারে একজনও তাদের মাতৃভাষায় ভালোভাবে লিখতে
পারত না। আরব সভ্যতার মোহনীয় রূপে প্রভাবিত হয়ে খ্রিষ্টানরা শিল্প
সাহিত্য, কবিতা ও দর্শনে আরবদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ
নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। কর্ডোভা, সেভিল, সারগোসা ও টলেডো
ইত্যাদি বড় বড় শহরে তারা আরবদের পাশে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করত।

www.pathagar.com

আরবি ভাষা ও আরবি প্রথার প্রতি এরূপ আকর্ষণের বিরোধিতা করে গোঁড়
খ্রিষ্টানরা। তারা আরবদেরকে জবরদখলকারী বলে মনে করত। স্পেন থেকে
মুসলমানদেরকে বিতাড়ন ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তারা মোটেই আরবদে
সাথে সহযোগিতা করত না এবং মেযারাবাদেরকে জাতিচ্যুত বলে উপহা
করত। তাদের প্রতি কট্টর খ্রিষ্টানরা প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করত
শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশায় নিয়োজিত থাকলেও মূলত গ্রামাঞ্চলে তাদে
আধিক্য ছিল। তারা জনগণের মধ্যে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করত। এমনকি তার
নামাজের সময় মসজিদে প্রবেশ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকা
করত। ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা রচনা করতে
থাকে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অশ্লীল ভাষায় গা
দিত এবং ইসলাম ধর্মকে তীব্রভাবে নিন্দা করত। পারফেকটাস নাম
তাদের একজন যাজক ধর্মান্ধতায় উন্মত্ত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই
ওয়াসাল্লামকে গালি এবং ইসলামকে অভিশাপ দেয়। উক্ত যাজককে অবশ
মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়।

অতঃপর এ ধর্মান্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ইউলোজিয়াস ফ্লোর
আলভোরা, আইজাক, ম্যাঙ্কো, লিওক্যাটিস প্রমুখ খ্রিষ্টান নেতা
ইউলোজিয়াসকে সর্বাধিক সমর্থন দেন তার বন্ধু ও তার জীবনীকা
আলভোরা। পারফেকটাসের মৃত্যুদণ্ডের পর আইজাক নামক একজন সা
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ভান করে কাজির সামনে উপস্থিত হয়ে মহান
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিশাপ দিতে থাকে। তাকেও মৃত্যুদ
দেওয়া হয়। এতেও তাদের আন্দোলন স্তিমিত না হওয়ায় দ্বিতীয় আবদু
রহমান তার রাজ্যের ধর্মীয় নেতাদের এক সভা ডাকেন। উক্ত সভায় অতিশ
উগ্রমেজাজি ধর্মযাজকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিশপ মত প্রকাশ করেন যে
আদর্শবিরোধী ঘৃণা ও উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা পুণ্যের কাজ। এতে বিশ
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি প্রকাশ্যে গালি
অভিশাপের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধ কঠোর শাস্তি
কথা উল্লেখ করে আদেশ জারি করেন। কিন্তু এতে ধর্মান্ধরা মোটেই বির
হলো না। তারা বিশপকে অমান্য করল। কর্ডোভার খ্রিষ্টান যাজকগ
ধর্মান্ধদের মতো ইসলাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
অভিশাপ দিতে থাকে।

www.pathagar.com

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি খ্রিষ্টানদের কুরুচিপূর্ণ গালিগালাজ এবং মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে তাদের আপোষহীন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তারা স্পেনে মুসলিম শাসনের কঠোর বিরোধিতা করে এবং মুলমানদেরকে সকল ক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে। প্রথম পর্যায়ে তাদের কার্যকলাপের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কিন্তু কালক্রমে তাদের বিরোধিতা ও আন্দোলন প্রচণ্ড বেগবান হলে তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এ জন্য ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে রাজপ্রাসাদের একজন প্রহরীসহ ১১ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এক বছর পরে ফ্লোরাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এ বিদ্রোহ আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর অব্যাহত থাকে। পরে চার্চ কাউন্সিল এ আন্দোলন অনুমোদন করে ও আন্দোলনে মৃত ব্যক্তিদেরকে তারা সাধু বলে ঘোষণা করে। খ্রিষ্টানদের এরূপ ধর্মান্ধ আন্দোলন থেকে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার করার জন্যই তারা এরূপ হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। এর ফলে অনেক মোযারাব স্বধর্মীয়দের সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় জড়িত থাকার সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় আবদুর রহমান জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ তার উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। স্পেনে প্রথম আবদুর রহমানের প্রচেষ্টায় যে সাংস্কৃতিক ধারা প্রবর্তিত হয় তা দ্বিতীয় আবদুর রহমানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় চরম উৎকর্ষ লাভ করে। প্রাচ্য ও স্পেনিশদের দ্বারা সৃষ্ট এ সংস্কৃতিকে স্পেনিশ মুসলিম সংস্কৃতি বলা যেতে পারে।

## প্রথম মুহাম্মদ

[৮৫২-৮৮৬ খ্রি.]

প্রথম মুহাম্মদ তার পিতার কর্মধারা অব্যাহত রাখেন। তবে তিনি পিতার ন্যায় সহনশীল, জ্ঞানী উদ্যমী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। তার শাসনামলে গোলযোগ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুয়ালাদ ও মুযারাবদের ঘোষিত বিদ্রোহ তার রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক এলাকা তার বশ্যতা অস্বীকার করে। দক্ষিণে রেজিও পার্বত্য প্রদেশ ও এর রাজধানী আর্কিদোনা ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে

www.pathagar.com

মুহাম্মদের সাথে এক সন্ধিচুক্তি করে বার্ষিক করের বিনিময়ে স্বাধীনতা ল
করে। স্থানীয় লোকেরা প্রায় সকলেই ছিল ইসলামে দীক্ষিত স্পেনীয়। উ
পূর্বাঞ্চলে আরাগন প্রদেশের একটি প্রাচীন ভিজিগথিক পরিবার বানু কাসি
নেতৃত্বে তারা স্বাধীনতা পায়। এ গোত্র পশ্চিমাঞ্চলে তাদের প্রতিবে
লিওনের খ্রিষ্টান রাজাদের সাথে একটি শক্তিশালী মৈত্রী গঠন করে। বার্
বানু যু আলনুনের নেতৃত্বে সশস্ত্র একদল দস্যু টলেডো সন্নিহিত শহরটি
অধিকাংশ সময় অশান্ত করে রাখে। ভিজিগথদের নেতৃত্বাধীন রোম
সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র সেভিলে রোমান ও গথদের বংশধর বানু হাজ্জা
সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে।

গ্যালিসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে আবদুর রহমান ইবনে মারওয়ান আল জিলি
নামে মেরিডা ও বাদাযোজের এক দুঃসাহসী ধর্মদ্রোহী একটি স্বাধীন রা
গড়ে তোলে এবং লিওনের রাজা তৃতীয় আলফেন্সোর সাহায্যে আর
শাসকদের বিরুদ্ধে সকল বিদ্রোহীর সহযোগিতায় সে বিস্তৃত অঞ্চল জু
সন্ত্রাসে রাজত্ব কায়েম করে। দ্বীপটির দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান পর্তুগালে
আলগার্ব নামে পরিচিত অঞ্চলে মুহাম্মদের রাজত্বের শেষ দিকে আর এ
ধর্মত্যাগী বিশ্বাসঘাতক নিজকে সেখানে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। দক্ষি
পশ্চিম প্রান্তে আর এক ধর্মত্যাগী বিশ্বাসঘাতক রাপুত্রের নেতৃত্বে মুরসিয়
আরব আধিপত্যের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়।”

বিদ্রোহীদের মধ্যে উমর ইবনে হাফসুন ছিলেন সবচেয়ে বিপজ্জনক ও অশান্ত
তার বিদ্রোহ দমনে তিনজন আমির যথাক্রমে মুহাম্মদ, মুনযির ও আব্দুল্লাহ এ
একজন খলিফা, তৃতীয় আবদুর রহমান, পরপর ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমান অত্যন্ত কঠোরহস্তে খ্রিষ্টানদের ধর্মা
আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এ আন্দোলন আপাতত স্তিমি
হলেও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। ফ্লোরার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করায় তাদের শক্র
আরও বেড়ে যায়। ইউলোজিয়াস কারাগার থেকে মুক্তি পেলে গোঁড়া খ্রিষ্টান
তাকে প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে। মুসলমানদের বিতাড়নের জ
খ্রিষ্টানরা ফ্রান্সের রাজা চার্লসকে স্পেন আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়
ইতিমধ্যে ফ্রান্সের দু'জন বিশপ রাজধানী কর্ডোভায় অবস্থান করে অনে
গোপন তথ্য নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে। খ্রিষ্টানদের এরূপ দেশদ্রো
আচরণ যেহেতু কোনোরূপেই গ্রহণযোগ্য নয় তাই আমীর দ্বিতীয় আবদু

www.pathagar.com

রহমান তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের শক্তি পর্যুদ
করে দেন। ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মান্ধ ইউলোজিয়াস, আলভোরা ও লিওক্রিটিয়া
ফাঁসি দেওয়া হয়। ৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেন।

## মুনজির

[৮৮৬-৮৮৮ খ্রি.]

৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুনজির কর্ডোভা
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার দুই বছরের শাসনামলে (৮৮৬-৮৮৮ খৃ.
পিতার রাজত্বকালের বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা বিরাজমান থাকে। বিদ্রোহী উমর বি
হাফসুনকে তিনি দমন করতে ব্যর্থ হন। ভাই আব্দুল্লাহর চক্রান্তে চিকিৎস
তাকে বিষ প্রয়োগ করলে ৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তি
দীর্ঘ জীবন পেলে রাজ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন এতে কো
সন্দেহ নেই।

## দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ

[৮৮৮-৯১২ খ্রি.]

প্রথম মুনজিরের কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তার ইন্তিকালের পর ভা
দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণকালে তা
রাজ্যের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও গোলযোগপূর্ণ ছিল। মুয়ালাদ এব
মোযারাবগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উমর বিন হাফসুনের বিদ্রোহের কার
সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তারা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং নিজ অঞ্চলে স্বাধী
হয়। তার শাসনামলে এলভিরায় স্পেনিয় এবং সেভিলে আরবদের অভ্যুত্থা
ঘটে। ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে স্পেনে স্বাধী
আমিরদের শাসনের অবসান হয়।

www.pathagar.com

# চতুর্থ অধ্যায়

## মুসলিম স্পেনে উমাইয়া খেলাফত
(৯২৯-১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

## তৃতীয় আবদুর রহমান আল নাসির

মুসলিম স্পেন তার জন্মলগ্ন থেকেই নানা রকম ঘাত প্রতিঘাত মোকাবিল করে টিকে ছিল। বাইরের শত্রু তথা খ্রিষ্টানরা যেমন এর পেছনে লেগে ছি তেমনি ভেতরেও ঘন ঘন বিদ্রোহ ও নানা রকম আন্দোলন এর বুনিয়াদকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন এক ক্রান্তিকালে স্পেনে একজন দূরদর্শ রাষ্ট্রনায়কের প্রয়োজন ছিল। প্রথম আবদুর রহমানের পরিবার থেকেই সে রাষ্ট্রনায়কের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হলেন তৃতীয় আবদুর রহমান। তিনি যখ সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন স্পেনে প্রথম আবদুর রহমানের প্রতিষ্ঠি আরবদের বিশাল রাজ্যটি সংকুচিত হয়ে কর্ডোভা ও এর সন্নিহিত এলাকা মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

তেইশ বছর বয়সের এই তরুণ শাসক অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে দৃঢ় সংকল্প, দয়া, ক্ষমা ও সরলতা প্রভৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি পূর্ণ উদ্দীপনায় তার হারানো অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন। একাধারে পাঁচ বছর ধরে শহরের পর শহর, এলাকা পর এলাকা এবং প্রদেশের পর প্রদেশ পুনর্দখল করেন। ৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি সমগ্র স্পেন জয় করেন এবং একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা ও বিচক্ষণ শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

একজন আমির ও খলিফা হিসেবে তৃতীয় আবদুর রহমানের দীর্ঘ ৫০ বছরের। (৯১২-৯৬১ খৃ.) রাজত্বকাল মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে। ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে এচিজা সর্বপ্রথম তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরপর এলভিরা ও জিন বিনা প্রতিরোধে বশ্যতা স্বীকার করে আর্কিডোনা কর দিতে রাজি হয়। ৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে সেভিল অধিকৃত হয়। রেজিও প্রদেশের পার্বত্য দুর্গ ইবনে হাফসুনের সাহসী অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়। তা ছাড়া কারমোনা দখল, তুদমিরে শান্তিস্থাপন

www.pathagar.com

এবং প্রজাদের কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তিনি মুসলিম স্পেনকে সুসংহত করেন।

তৃতীয় আবদুর রহমান উত্তরাঞ্চলের উদীয়মান খ্রিষ্টান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেন। উত্তরের চারটি প্রদেশ হলো: আরাগন, নাভারে ক্যাস্টাইল ও লিওন। এ সকল অঞ্চলের সংখ্যাগুরু জনগণ ছিল খ্রি ধর্মাবলম্বী এবং অঞ্চলটির অধিকাংশই ছিল পাহাড়-পর্বতময়। অধিবাসীগণ ছিল হিংস্র প্রকৃতির এবং প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীনচেতা।

৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে লিওনের রাজা দ্বিতীয় আরডোনো দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণ করে অবাধে লুটতরাজ করে এবং বিপুল পরিমাণে ক্ষতি সাধন করে। আবদুর রহমান একজন সেনাপতির নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী সান ইস্তেবান দুর্গটি অবরোধ করার উপক্রম করলে আরডোনো আকস্মিকভাবে দুর্গটি আক্রমণ করেন। এতে মুসলমানরা বিতাড়িত এবং সেনাপতি বন্দি হন। আরডোনোর সৈন্যেরা সেনাপতির শিরশ্ছেদ করে তা সান ইস্তেবানের বাইরের দেয়ালে পেরেক দিয়ে আটকিয়ে দেয়। এতে আবদুর রহমান আরডোনাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৯২০ খ্রিষ্টাব্দে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সান ইস্তেবান ও অন্যান্য দুর্গ ধুলিস্যাত করেন। অবশেষে তিনি ভাল দে জানকোয়ারাস এ দ্বিতীয় আরডোনো ও নাভারের স্যাঙ্কো-র সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হন এবং তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এ সময় নাভারের বিভিন্ন অঞ্চল সংলগ্ন খ্রিষ্টান এলাকাগুলি দখল করে আবদুর রহমান বিজয়ীর বেশে তার রাজধানীতে ফিরে আসেন। চার বছর পরে তিনি নাভারের রাজধানী পাম্পেলুনায় প্রবেশ করেন।

প্রজ্ঞাবান ও সুদক্ষ শাসক আবদুর রহমান ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি শুক্রবার নিজকে খলিফা ঘোষণা করেন। আন-নাসির লিদীনিলাহ অর্থাৎ 'আল্লাহর ধর্মের রক্ষক' উপাধি গ্রহণ করেন। প্রাচ্যের খেলাফতের পতনে স্পেনে যে দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উদ্ধার করে তিনি মুসলিম স্পেনকে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন করেছিলেন। তিনি আমিরুল মুমিনীন উপাধিও ধারণ করেন। এ উপাধির যথার্থ ভূমিকা পালনে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। সমকালিন জনগণ একজন খলিফার কাছে যেসব গুণ প্রত্যাশা করত তৃতীয় আবদুর রহমান সেসব প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলামের একজন খাদেম ও মুজাহিদ হিসেবে আন-নাসির প্রায় উত্তরাঞ্চলে
খ্রিষ্টান শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন এবং ৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এস
যুদ্ধে তিনি একাধারে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু হঠাৎ একটি বিপর্যয় তা
আচ্ছন্ন করে। লিওনের রাজা দ্বিতীয় রামিরোও স্যাঞ্চো দি গ্রেটের বিধবা পত্নী
নাভারের রানি রিজেনট টোটা এর সম্মিলিত বাহিনী সালামানকার দক্ষিণে
আলহানডেগাতে তার সামরিক অভিযান প্রতিহত করে। তার বাহিনী পরাজ
বরণ করে। বিগত ২৭ বছর ধরে তার অবিরাম সামরিক অভিযান এ
প্রথমবার প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তবে সে সময় তিনি এত বেশি শক্তিশালী
ছিলেন যে, এতে তার মর্যাদার কোনো হানি হয়নি। এরপর তার
উত্তরাঞ্চলীয় খ্রিষ্টান রাজাদের মধ্যে একটি সন্ধি হয় এবং কিছু দিনের জন্য
শত্রুতা বন্ধ থাকে।

পরবর্তীকালে রানি টোটা তার পুত্রের পক্ষে নাভারের শানকার্য পরিচালনা
করেন। এই পুত্রকে এবং লিওনের পূর্বতন রাজা ও তার পৌত্র স্যাঙ্কোকে
সাথে নিয়ে রানি খলিফার দরবারে আসেন। তার আগমনের উদ্দেশ্য ছি
স্যাঙ্কোর চিকিৎসা ও তাকে সিংহাসনে পুনর্বহালে খলিফার কাছে সামরি
সাহায্যের আবেদন। অসুস্থ স্যাঙ্কো অনেক চিকিৎসা করা সত্ত্বেও রোগমু
হতে পারেনি। এ সময় কর্ডোভায় অনেক অভিজ্ঞ হাকিম তথা চিকিৎস
ছিল। স্যাঙ্কোকে রাজ চিকিৎসক ও কূটনীতিক হাসডে ইবনে শাপরু
চিকিৎসা প্রদান করেন। সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে এবং খলিফা
সাহায্যে ৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে তার হারানো সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে। এ সম
স্যাঙ্কো পুনরায় লিওন গ্যালেসিয়া ও নাভারে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন
কিন্তু খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন।

উমাইয়া শাসনের ধ্বংস সাধন ও মুসলিম সভ্যতার মূল উৎপাটনের উদ্দেশে
পরিচালিত খ্রিষ্টান আক্রমণসমূহকে আবদুর রহমান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সা
প্রতিহত করেন। পিতামহ আমির আব্দুলাহর সময়ের ক্ষুদ্র কর্ডোভাকেন্দ্রি
রাজ্য একটি বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যের রূপ লাভ করে। তার সাম্রাজ
আরাগোনা থেকে আটলান্টিকের উপকূল ও এবরো নদীর মোহনা থেকে
জিব্রালটার প্রণালি পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

৪৯ বছরের দীর্ঘ রাজত্ব শেষে তৃতীয় আবদুর রহমান ২ রমজান ৩৫০ হিজরী
মোতাবেক ১৫ অক্টোবর ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তার রাজত্বকাল ছি

মুসলিম স্পেনের এক উজ্জ্বলতম ইতিহাস। স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি স্পেনকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

আবদুর রহমান মুসলিম স্পেনে শক্তিশালী নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে তিনি কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেন এবং শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপোষকতা দেন। ফলে রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে যায়। রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ ও এক তৃতীয়াংশ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হতো। আর বাকি অর্থ রাজভান্ডারে সংরক্ষণ করা হতো। তিনি প্রাচীন আরব অভিজাততন্ত্রের অবসান ঘটান। ফলে একটি নতুন ও উন্নত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। তার সময়ে সামরিক কর্মকর্তাদেরকে জায়গির বা ভূসম্পত্তি প্রদান করা হয়েছিল, যা প্রচলিত অন্যান্য জায়গিরের ন্যায় একই সামন্ত শর্তে ভোগ করা যেত। খ্রিষ্টান, ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করা হতো। তিনি প্রকৃতই একজন শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন এবং তার শাসনকালে কর্ডোভার জনসংখ্যা ৫০ লক্ষ অতিক্রম করেছিল।

প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে মাসাররাহ, ঐতিহাসিক ইবনে আল আহমার, জ্যোতির্বিদ আহমদ ইবনে নাসর ও মাসলামাহ ইবনে আল কাসিম ও ইয়াহইয়া বিন ইসহাক প্রমুখ প্রথিতযশা পণ্ডিত তার শাসনামলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে একাগ্রতার সাথে কাজ করে কীর্তিমান হয়েছেন।

স্পেনে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়। তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ই প্রথম বারের মতো তাঁর উদ্দীপনায়, স্পেনে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার শুরু হয়। আরবি ভাষায় অনেক গ্রীক গ্রন্থ অনূদিত হয়। তার প্রচেষ্টায় রাজকীয় লাইব্রেরিতে অসংখ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হয়।

তৎকালে বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলের পরেই ছিল কর্ডোভার স্থান। তিনি তার এক উপপত্নী আল জাহরার পরামর্শে একটি রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং ওই উপপত্নীর নামে প্রাসাদটির নামকরণ করেন মদিনাতুজ জাহরা। মদিনাতুজ জাহরাতে খলিফা ৩৭৫০ জন স্লাভ দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত থাকতেন। তার সময়ে রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে ৬২,৪৫,০০০ দিনারে উন্নীত হয়।

www.pathagar.com

হিট্টি বলেন, এর আগে কর্ডোভা কখনো এত সমৃদ্ধ হয়নি, আর আন্দাল্‌ এত ধনশালী হয়নি এবং রাজ্যও এত বিস্তৃত হয়নি। এর সব কিছুই সম্ভ হয়েছিল একটি মাত্র মানুষের প্রতিভার মাধ্যমে। তিনি ৭৩ বছর বয়ে ইন্তেকালের সময় বলেছিলেন, তিনি জীবনে মাত্র ১৪ দিন সুখ ভো করেছিলেন।

## দ্বিতীয় আল-হাকাম
## (৯৬১-৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)

তৃতীয় আবদুর রহমানের ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আল-হাক সিংহাসনে উপবেশন করেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাঁকে একজন জ্ঞা পণ্ডিত এবং ন্যায় বিচারক সুলতান বলে বিবেচনা করেন। মাসউদী তাঁে 'সকল শাসকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলে অভিহি করেছেন।'

রাজনীতির চেয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি ছিল এ সময়ের উল্লেখযো বিষয়। আল-হাকাম ছিলেন একজন পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী। শিক্ষা বিস্তারে কাজে তিনি অনেক অবদান রাখেন। পণ্ডিতদের তিনি উদার হস্তে দ করতেন এবং রাজধানীতে তিনি ২৭টি অবৈতনিক মাদরাসা প্রতি করেছিলেন। তৃতীয় আবদুর রহমান কর্ডোভার প্রধান মসজিদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দ্বিতীয় আল-হাকামের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি সেকালের একটি শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছল। এ শিক্ষায়তনটি ছিল কায়রোর আল-আজহার ও বাগদাদের নিজামি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে প্রাচীন। এমনকি এটি খ্যাতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানদুটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কেবল স্পেন থেকেই নয়, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয় অন্যান্য প্রান্ত থেকেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি ছাত্র এখানে আসত। শিক্ষার্থীগণ এখান থেকে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই অর্জন কর না; বরং তারা মানসিক ঔদার্য, সহনশীলতা ও মহত্ত্বের আদর্শ লাভ কর এবং এ সকল আদর্শ বিকাশে এতদিন পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক শিক্ষা কেন্দ্র মনোযোগী ছিল। প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে তিনি অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ ক কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করতেন এবং তাদের বেতনের জন্য পৃথ তহবিলের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলে

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ইবনে আল-কুতিয়াহ এবং বাগদাদের বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আবু আলকালি। তার 'আমালী' (Dictations) এখনও আরব ভূখণ্ডে পঠিত হয়।

কর্ডোভায় একটি বিশালাকার গ্রন্থাগার ছিল। আল-হাকাম ছিলেন গ্রন্থের এক অনুরাগী পাঠক। পাণ্ডুলিপি ক্রয় বা নকল করার জন্য তাঁর নিযুক্ত প্রতিনিধিরা মিসর, সিরিয়া ও ইরাকে যেতেন। তারা তন্ন তন্ন করে বইয়ের দোকানে বই খুঁজতেন। তাঁর গ্রন্থাগারটিতে ৪০০,০০০ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। বিদ্যানুরাগী দ্বিতীয় আল-হাকাম ব্যক্তিগতভাবে এসব গ্রন্থের অনেকগুলি পাঠ করেন। কিছু পাণ্ডুলিপির উপর লিপিবদ্ধ তাঁর মন্তব্য পরবর্তী যুগের পণ্ডিতদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। মুসলিম খলিফাদের মধ্যে আল-হাকামই ছিলেন সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। এ সময়েই মুসলিম স্পেনের সংস্কৃতির মান এত উঁচুস্তরে উপনীত হয়েছিল যে, বিশিষ্ট পণ্ডিত ডোজি ও অন্যান্য পণ্ডিত উৎসাহের সাথে ঘোষণা করেন যে, স্পেনের প্রায় সকলেই পড়তে ও লিখতে পারত।

আল-হাকাম পিতার সমকক্ষ একজন যোগ্য সামরিক নেতাও ছিলেন। তিনি ক্যাস্টাইল, লিওন ও নাভারে প্রভৃতি খ্রিষ্টান রাজ্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল (৯৬২-৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ) যুদ্ধ করেন এবং তাঁদেরকে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। তাঁর সময় মুসলিম স্পেনে খ্রিষ্টানদের পুনর্দখলের প্রচেষ্টা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকাল ছিল মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগ।

## হাজীব আল-মানসুর
[৯৭৬-১০০২ খ্রি.]

আল হাকামের ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় হিশাম আল-মুয়াইয়াদ (৯৭৬-১০০৯ খ্রি.) পিতার উত্তরাধিকারী হন। সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় রাজকার্য পরিচালনায় তাঁর যোগ্যতা ছিল না। এ কারণে তাঁর মা তাঁর পক্ষে রাজকার্য পরিচালনা করেন।

হিশামের সভাসদদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আমির নামে একজন প্রতিভাবান তরুণ ছিলেন। যিনি পরবর্তীতে প্রধান উপদেষ্টার পদমর্যাদায় হাজিব নামে অভিহিত হন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম স্পেনে আমিরদের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি প্রথমে এক নগণ্য পেশাদার পত্রলেখকরূপে জীবন শুরু করেন

www.pathagar.com

এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই ওই রাজ্যের প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। মনের জো
প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে মুহাম্মদের জী
তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রপিতামহ আবদুল মালিক মাফিরী ছিলে
ইয়েমেনের অধিবাসী। তারিকের বিজয়ী সেনাদলের আরব সৈনিকদের ম
তিনি ছিলেন একজন।

৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে আবু আমির মুহাম্মদের জন্ম। উচ্চাভিলাষী এই ব্যক্তি যোগ্য
ও চাতুর্যের মাধ্যমে উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের পেছনে ফেলে রাজদরবারে ক্রমাগ
এক পদ থেকে আরও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। এরূপে ধাপে ধাপে অগ্র
হয়ে সম্মানের শিখরে আরোহণ করেন। প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়ে তি
ক্রমে ক্রমে সবকিছু অধিকার করেন এবং স্বেচ্ছাচারী শাসক হিসেবে শা
করতে শুরু করেন। তিনি স্লাভ দেহরক্ষীদের সরিয়ে মরক্কোর একদল ভাড়া
সেনা মোতায়েন করেন এবং শেষ পর্যন্ত অপরিণত খলিফাকে তাঁর প্রাসা
বন্দি করে রাখেন।

হাজিব অতি দ্রুত দেশের শাসনভার গ্রহণ করে দৃঢ়তার সাথে সববি
পরিচালনা করেন। সামরিক ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে
তিনি সেনাবাহিনীর সংস্কার করেন এবং এ উদ্দেশ্যে প্রাচীন উপজাত
সংগঠনের পরিবর্তে স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন।

হাজিব স্পেনিশ মুসলমানদের চিরশত্রু উত্তর স্পেনের খ্রিষ্টান রাজ্য, লিও
ক্যাস্টাইল ও নাভারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। মুসলিম এলাক
প্রতিনিয়ত হামলা ও সীমান্তবর্তী মুসলিম শহরগুলিতে লুটপাট করা ছি
তাদের একমাত্র কাজ। একাধিক সফল অভিযানের পর তিনি লিওন
নাভাররেকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন এবং তাদের রাজধানীতে নগররক
বাহিনী মোতায়েন করেন। খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তি
৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে সম্মানজনক 'আল-মানসুর বিলাহ' (আল্লাহর সহায়ত
বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন। আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি ৯৮
খ্রিষ্টাব্দে যামোরা অধিকার করেন। ৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর-পূর্বের বার্সিলো
অধিকার করেন এবং কাউন্ট বরেলকে বিতাড়িত করেন।

৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ভেদ্য দুর্গ নগর লিওন অধিকার করে তা ধুলিসাৎ করে
লিওন একটি প্রদেশে পরিণত হয়। সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্পেনিশ প্রদে
গ্যালিসিয়া আক্রমণ করেন। অভিযানকালে তিনি কমপোসতে

www.pathagar.com

(Compostela)-এর বিখ্যাত সেন্ট জেমস (Santiago) গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। ২৭ রমজান ৩৯২ হিজরি মোতাবেক ১০ আগস্ট ১০০২ খ্রিষ্টাব্দে সাফল্যের সাথে ২৭ বছর রাজত্ব শেষে এই বিখ্যাত বীর একষট্টি বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্তেকাল করেন।

হাজিব আল মানসুরের মৃত্যুকালে সমগ্র মুসলিম স্পেন অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। তিনি তৃতীয় আবদুর রহমান ও দ্বিতীয় আল-হাকামের নীতি অনুসরণ করে পশ্চিম বার্বারিয় সমগ্র অঞ্চলে মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। আল-মানসুরের কর্মকৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি খেলাফতের বাহ্যিক কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে কাজকর্ম পরিচালনা করতেন এবং নাম-মাত্র খলিফা দ্বিতীয় হিশামের বিশেষ অধিকারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না।

হাজিব আল-মানসুর ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। নিঃসন্দেহে মুসলিম স্পেনের একজন যোগ্য প্রশাসক ও একজন প্রগতিশীল শাসনকর্তা ছিলেন। স্পেনের খ্রিষ্টানরা তাঁর মৃত্যুর দিনকে মুক্তির দিন হিসেবে পালন করে। স্পেনে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি যে পথে ক্ষমতায় আসেন তা যদিও সমর্থনযোগ্য ছিল না, কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি সততা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেন।

## উমাইয়া খলিফাদের পতন

বিচক্ষণ শাসক আমির হাজিব আল-মনসুরের মৃত্যুর (১০০২ খ্রিষ্টাব্দ) পর মুসলিম স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে এবং ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে এর পতন ঘটে। এরপর মুসলিম স্পেন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত ছিল। এ সুযোগে উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টান শক্তির উত্থান ঘটে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসনের শেষ নিশানাটুকু কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। অবসান ঘটে আট শ বছরের মুসলিম শাসন।

www.pathagar.com

খলিফা দ্বিতীয় হিশাম (৯৭৬-১০০৯, ১০১৩-১০১৬ খ্রি.) আল-মনসু
পুত্র আবদুল মালিককে রাজপ্রাসাদেরর তত্ত্বাবধায়কের (Major dom
দায়িত্ব অর্পণ করেন। আবদুল মালিক আল মুজাফফর উপাধি গ্রহণ ক
১০০২ খ্রিষ্টাব্দে পিতার স্থলে হাজিবের পদে অধিষ্ঠিত হন। আবদুল মা
প্রায় ছয় বছর ধরে রাজ্যের সংহতি, ঐক্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখ
সক্ষম হন। তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে অনেক সফল অভিযান পরিচা
করে বিজয় অর্জন করেন।

১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ভাই ও উত্তরসূরি আবদুর রহমান তাকে বিষ প্রয়ে
হত্যা করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তখন থেকে স্পেনে নতুন করে আ
বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সূত্রপাত হয়। এ সময় মুসলিম স্পেনে বি
পরিবর্তনের সূচনা হয়। আরবগণ হয়ে পড়ে নিঃস্ব। মধ্যবিত্ত শ্রেণি সীমা
বিত্তের অধিকারী হয়। বার্বার ও স্লাভগণ সামরিক ক্ষমতা লাভ করে। তৃ
আবদুর রহমানের গঠিত এবং পরে হাজিব আল-মনসুরের পুনর্গঠিত খলি
দেহরক্ষী বার্বার ও স্লাভ গার্ডগণ কর্ডোভাতে তাদের খেয়াল-খুশিমতো খলি
নিয়োগ ও পদচ্যুত করত। পরিণামে খলিফার ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস প
এবং কার্যত খেলাফতের পতন ঘটে।

মুসলিম স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের পতনের কাহিনি অত্যন্ত দুঃখজ
ছিল। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে এত বেশি গুপ্ত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও দুষ্কৃতির আবি
ঘটেছিল যে, এ যুগের তিনজন স্বীকৃত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন, ই
আছির ও ইবনে ইযহারির লিখিত ইতিহাসে নৈরাশ্যজনক অধ্যায় স
করেছে। স্পেনের সাধারণ জনগণ খেলাফতের পক্ষে থাকলেও সভাসদ
একটি দল খেলাফত ব্যবস্থা একেবারে বিলুপ্ত করতে এবং এর স্থানে এ
রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of state) গঠন করতে সিদ্ধান্ত গ্র
করেছিলেন। তারা সমকালিন খলিফা তৃতীয় হিশাম ও তাঁর পরিবার
কর্ডোভার বিখ্যাত মসজিদের হুজরায় বন্দি করেন। পরিবারটি সম্পর্কে 
কিছু জানা যায় না।

ইতোমধ্যে উজিরদের একটি জনসভায় চিরতরে খেলাফতের বিলুপ্তি ঘো
করা হয় এবং জনৈক আবু আল-হাজম ইবনে জওহারের নেতৃত্বে এ
মন্ত্রীসভার হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেওয়া হয়। এভাবে শাসক
আবদুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটির পতন ঘটে যা তৃতীয় আব

www.pathagar.com

রহমানের শাসনকালে বিশ্বের শক্তিশালী এবং সবচেয়ে গৌরবমণ্ডিত রাষ্ট্রগুলির একটিতে পরিণত হয়েছিল। এর পৌনে তিন শ বছরের সময়কালে এ ইসলামি রাষ্ট্রটি এমন একটি সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল যা ইসলাম ও মুসলমানদের গর্বের বস্তু ছিল।

স্পেনে প্রতিষ্ঠিত বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্য একাদশ শতাব্দীতে এসে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। প্রায় প্রতিটি প্রদেশই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি 'মুলক আল-তাওয়াইফ' নামে আরব, স্পেনিশ, স্লাভ ও বার্বার প্রধানদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০৩১ খ্রিষ্টাব্দের কথা। তখন সীমান্ত অঞ্চলের তিনটি প্রদেশ ছাড়া স্পেনের তেরোটি শহর স্বাধীন শাসকদের অধীনে ছিল। মধ্যযুগে প্রাচ্যে উমাইয়া শাসনের পতনের পর স্পেনে এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল আরব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ রাজবংশটি অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও স্পেনের মাটিতে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর একটি রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। এ বংশের সাহসী ও শক্তিমান শাসকগণ আব্বাসিয় ও ফাতেমিদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র সফলভাবে প্রতিহত করেন। তারা ফ্র্যাঙ্ক ও উত্তরাঞ্চলীয় খ্রিষ্টানদেরকে সাফল্যের সাথে পরাজিত করেন এবং তাঁরা স্যানটিয়াগো ডি কম্পোজটিলা (Santiago de Compostella) অধিকার করেন। এটি ছিল মধ্যযুগের ইতিহাসে খ্রিষ্টানদের জন্য একটি বড় ধরনের অপমানজনক ব্যাপার। স্পেনে এ বংশের প্রথম খলিফা যখন বোবাস্ট্রো এবং টলেডোতে রাজত্ব কায়েম করেন তখন থেকে স্পেনে উমাইয়া শাসন কোনো মারাত্মক আক্রমণ বা বিপদের সম্মুখীন হয়নি। তা সত্ত্বেও মাত্র এক শতাব্দীর চার ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যেই এটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর অব্যাহত চক্রান্ত এটির স্থায়িত্ব ও ঐক্য বিনষ্ট করে পতনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

শাসকরা সাধারণত নিজেদের কল্যাণের কথা ভেবেই দেশ শাসন করত। স্বৈরাচারী শাসকরা বলপূর্বক জনগণের আনুগত্য আদায় করত। দুর্বল আমির অথবা খলিফাদের শাসনেই স্বাভাবিকভাবেই দেশের অনৈক্য ও অবনতি শুরু হয়। উমাইয়াদের বিশেষ করে তাঁদের পরবর্তী শাসকরা বস্তুবাদী ও বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তারা দেশের আলেম-উলামাদেরকে অশ্রদ্ধা করত।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের মধ্যে অনৈক্য ছিল খেলাফতের সবচে মারাত্মক দুর্বলতা। দুর্বল শাসক বিশেষ করে শেষের চব্বিশ বছরের দশ জ অযোগ্য শাসক বিভিন্ন দল ও গোত্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা কর পারেনি। ফলে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ খলিফার কর্তৃত্বের বাইরে চলে যায় এ আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে মেতে ওে তৃতীয় আবদুর রহমান ও হাজিব আল-মনসুরের সময় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ঐ দুর্বল শাসকগণ রক্ষা করতে পারেনি।

রাষ্ট্রীয় শক্তির মেরুদণ্ড সৈনিকদেরকে প্রধানত বার্বার ও খ্রিষ্টানদের ন বিদেশি জাতি থেকে নিয়োগ করা হতো। মুসলিম দেশের পক্ষে তাদের যু অংশগ্রহণের পেছনের উদ্দেশ্য ছিল আর্থিক স্বার্থ আদায় ও ভাগ্যোন্নয়ন। দে ও জাতির কল্যাণে নয়। পরবর্তীকালে শাসকগণ যখন দুর্বল হয়ে পে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা দেখা দেয়, তখন এ সকল সৈনিক নির্দ্বিধায় দে শত্রুদের পক্ষে যোগদান করে।

উমাইয়া শক্তির বিলুপ্তিতে স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থানও বিশেষভাবে দ ছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উত্তরাঞ্চলে খ্রিষ্টান রাজ্যের উত্থ ঘটেছিল। এমনকি অনেক শক্তিমান মুসলিম শাসকও তাদের উত্থানজনি বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং আস্তুরীয় ক্যাস্টিলীয়দের শক্তি বৃদ্ধিতে তারা উদাসীন ছিলেন। কিছু কিছু মুসলিম শাস খ্রিষ্টান এলাকা আক্রমণ করে তাদের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করে তাে শক্তি খর্ব করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান এবং শীতকা প্রচণ্ড বরফ জমার কারণে এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিরাজম থাকায় শেষ পর্যন্ত এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি খ্রিষ্টানরা তাদের অতীত স্মৃতি ভুলে যায়নি। তারা তাদের হারানো ম পুনরুদ্ধারের জন্য নিয়মিত চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকারী আফ্রিকার বার্বাররা স্পেনের উমাইয়া শক্তি ধ্বংস কামনা করত। কারণ তারা একদা নিগৃহীত হয়েছিল। উত্তর আফ্রি থেকে আগত বিপদ ছিল আরও মারাত্মক। অধিক পরিমাণে বার্বারদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে স্পেনিশ শাসকেরা মারাত্মক ভুল করেছিলে তারা বিপক্ষে যোগদান করে তাদের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে। অরাজকতা বিশৃঙ্খলার যুগে অসংখ্য বার্বার স্পেনে অনুপ্রবেশ করেছিল।

www.pathagar.com

স্পেনের আমিরগণ শেষের দিকে এসে এতই দুর্দশায় নিপতিত এবং অসহায় হয়ে পড়েছিল যে তারা নিজেদের মুসলিম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে ক্যাস্টাইল ও লিওনের খ্রিষ্টানদের সামরিক সাহায্য কামনা করত খ্রিষ্টানরা এ সুযোগকে খুব বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগাত। সাহায্যের বিনিময়ে তারা বিভিন্ন মূল্যবান দাবি আদায় করে নিত। এভাবে লিওন ও ক্যাস্টাইলের দাবি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এর ফলে তৃতীয় আবদুর রহমান ও হাজিব আল-মানসুর উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করতে যেসব দুর্গ ও শহর নির্মাণ করেছিলেন স্বাধীন আমিররা সেগুলি তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

## বিভক্তি ও অনৈক্যের কবলে মুসলিম স্পেন

দশম শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উমাইয়া খলিফার মুসলিম স্পেনে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকেন এবং একাদশ শতাব্দীর শুরুতেই তাদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রদেশগুলি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে আরব বার্বার ও স্লাভরা তাদের নিজেদের রাজ্য গড়ে তোলে। এভাবে উমাইয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপ থেকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে। একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বড় বড় শহর ও প্রদেশে সেনাপতি ও ক্ষুদে রাজাদের নেতৃত্বে এ ধরনের প্রায় ২০ টি রাজ্য গড়ে উঠে।

আরবগণ এ সকল ক্ষুদ্র রাজাদের 'মুলুক আল-তাওয়াইফ' (স্পেনীয় ভাষায় রেইস ডে তাইফাস, [ক্ষুদ্র রাজ্য]) বলত। ক্ষুদ্র শাসকদের মধ্যে কর্ডোভার বানু জাওহার, মালাগা ও আলজেসিরাসের বানু হাম্মুদ, সারাগোসার বানু হুদ এবং সেভিলের বানু আব্বাস ছিলেন আরব। গ্রানাডার বানু জিরি ও টলেডোর বানু জুননুন ছিলেন বার্বার এবং দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র শাসকগণ ছিলেন স্লাভ।

তারা পরস্পরের সব সময়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, কলহ এবং অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। কখনো কখনো তারা প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতে খ্রিষ্টানদেরকেও সাহায্য করত। এর ফলে উত্তরাঞ্চলে একের পর এক খ্রিষ্টান শক্তির উদ্ভব ঘটতে থাকে। তাদের কাছে স্পেনের এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একের পর এক বশ্যতা স্বীকার করে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে।

www.pathagar.com

এ সময় উদ্যমী ও উচ্চাভিলাষী খ্রিষ্টান রাজাদের মনে মুসলমানদের বিরু
জেগে ওঠার প্রেরণা বেড়ে যায়। এ দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ধীরে ধী
দুর্বল হতে থাকে। এ সুযোগে খ্রিষ্টান রাজাদের উদ্যম প্রবল থেকে প্রবলত
হতে থাকে। তারা ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর ওপর একের পর একযোগে আক্রম
চালিয়ে তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কর আদায় করতে থাকে।

রাজা ৬ষ্ঠ আলফেন্সো (Alfonso VI) প্রথম দিকে এ নীতি অনুস
করেন। এরপর তিনি পুরো স্পেন দখলের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রস
হন। মুযারাবদের সাহায্যে ৪,০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি সেভিলের বিরু
অভিযান পরিচালনা করেন। অনেক শহর লুণ্ঠন করে তার সেনাদ
ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী সমস্ত এলাকা দখল করে ফেলে। এ পর্যা
সেভিল, গ্রানাডা, বাদাযোজ এবং অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের হুঁশ ফি
আসে। তারা উপলব্ধি করেন যে, খ্রিষ্টানরা স্পেনের মুসলিম শক্তি সমূ
ধ্বংস করে দিচ্ছে। এরপর মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে খ্রিষ্টানদের মোকাবি
করেন। কিন্তু তাদের সম্মিলিত বাহিনী খ্রিষ্টান বাহিনীকে পদানত করতে যথে
ছিল না। এ কারণে কর্ডোভা, গ্রানাডা ও বাদাযোজের কাজিগণ প্রধানম
আবু বকর ইবনে যায়দুনের নেতৃত্বে আফ্রিকার মুরাবিত শাসক ইউসুফ বি
তাশফিনের সাথে দেখা করে ৬ষ্ঠ আলফেন্সোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁ
স্পেনে আসার আমন্ত্রণ জানান।

আমির ইউসুফ বিন তাশফিন উত্তর আফ্রিকার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এ
বিশাল বাহিনী নিয়ে স্পেনে আগমন করলে ঘটনার মোড় ঘুরে যায়। ইউসু
বিন তাশফিন ২৩ অক্টোবর ১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাদাযোজের নিকটে যালা
(Sacralias) নামক স্থানে ৬ষ্ঠ আলফেন্সোর নৌবাহিনীকে পরাজিত করে
খ্রিষ্টান রাজা তার ৩০০ ঘোড়া নিয়ে কোনো মতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হ
এ যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, মৃতদেহের মা
দিয়ে একটি দুর্গ গড়ে তোলা যেত। এ বিজয় স্পেনের হতোদ
মুসলমানদেরকে নতুন করে উদ্যমী করে তোলে।

এরপর ইউসুফ বিন তাশফিন স্পেন ত্যাগ করেন। তিনি যাওয়ার সম
স্পেনে ৩০০০ সৈন্য রেখে যান। তার স্পেন ত্যাগের পর খ্রিষ্টানরা পুনর
মুসলিম রাজ্যগুলিতে হামলা করতে শুরু করে। ইউসুফের রেখে যাও
৩০০০ সৈন্য ও মুসলিম বাহিনী খ্রিষ্টানদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত কর

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলমানরা পুনরায় ইউসুফকে আমন্ত্রণ জানান। ইউসুফ ১০৯০ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে পুনরায় আলজেসিরাসে আগমন করেন।

ইউসুফ বিন তাশফিন স্পেনে মুসলিম রাজাদের পারস্পরিক অনৈক্য এবং খ্রিষ্টান নৃপতিদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক দেখে খুবই ক্ষুব্ধ হন। এরপর তিনি তাদেরকে একের পর এক ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং স্পেনের একটি বড় অংশ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এভাবে টলেডো ও সারগোসা ছাড়া সেভিলসহ সমগ্র মুসলিম স্পেন একসময় মরক্কোর সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। টলেডো খ্রিষ্টানদের হাতে আর সারগোসা বানু হুদ পরিবারের অধিকারে থাকতে দেওয়া হয়।

মুরাবিত শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলি ইবনে ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মুসলিম স্পেনের বিভিন্ন শহর ও বিভিন্ন প্রদেশে অভিজ্ঞ ও অনুগত গভর্নরদেরকে নিয়োগ করেন। মুরাবিতদের শাসনামলে মুসলিম-স্পেনের সমাজে আলেমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র দেশটিতে কয়েক বছর পর্যন্ত উন্নতি, সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ শাসন বিরাজমান থাকে। শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং জনগণের জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

১১১৮ খ্রিষ্টাব্দে আলফেন্সো সারাগোসা দখল করতে সক্ষম হয়। এর ফলে মুসলিম স্পেনের ওপর খ্রিষ্টানদের চাপ আবার বাড়তে থাকে। অপরদিকে ইউসুফ বিন তাশফিনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলি নিজেই মরক্কোতে আল-মুওয়াহহিদুনদের হুমকির সম্মুখীন হয়। চারদিক থেকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠতে শুরু করে। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে মুরাবিতদের বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। মুরাবিতদের পতনের পর মুসলিম স্পেনে মুওয়াহহিদদের আগমন ঘটে। মুরাবিতদের মতোই জনৈক বার্বার সর্দার কর্তৃক একটি 'রাজনৈতিক-ধর্মীয়' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুওয়াহহিদ রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে।

এই বার্বার ছিলেন মাসামুদা উপজাতির মুহাম্মদ ইবন-তুমাআত (১০৭৮-১১৩০ খ্রিষ্টাব্দ)। ১১৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে তুমারাতের বন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনীর জেনারেল আবদুল মুমিন ইবন আলি সিংহাসনে বসেন। তাঁর হাতেই

www.pathagar.com

মরক্কোতে মুওয়াহহিদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। আফ্রিকার ইতিহাসে এটি ছিল বৃহত্তম সাম্রাজ্য। আবদুল মুমিন ১১ মাস ধরে মরক্কো অবরোধ ক রাখার পর ১১৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মুরাবিত রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটান। এরপ মরক্কো মুওয়াহহিদদের রাজধানীতে পরিণত হয়।

১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল মুমিন স্পেনে তাঁর সেনাবাহিনী পাঠান এবং পাঁ বছরের মধ্যে তারা দ্বীপটির মুসলিম অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন নানা বিপদ-আপদ সত্ত্বেও প্রায় একশত বছর (১১৪৬-১২৪৯) এ মুওয়াহহিদদের অধীনে থাকে।

১১৭০ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াহহিদ শাসকগণ তাদের রাজধানী সেভিলে স্থানান্ত করেন। খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটাই ছিল স্পেনে মুয়াহহিদদের প্রধান কাজ। তবে এ ব্যাপারে তারা তেমন সাফল্য অর্জ করতে পারেনি। খ্রিষ্টানদের অব্যাহত ও সুসংহত পুনর্দখল অভিযানের ফ প্রতি বছর নতুন নতুন অঞ্চল তাদের হাতছাড়া হতে থাকে। এ সময় মুসলি স্পেন পুনর্দখল অভিযানের প্রধান সেনানায়ক ছিলেন ক্যাস্টাইলের রাজা ৮ আলফেন্সো (১১৫৮-১২১৪ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি সিলভেস (Silves), ইভো (Evora), কুয়েনকা (Cuenca) দখল করেন। আল মুওয়াহহিদ খলি আবু ইউসুফ ১৮ জুলাই ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আলার কোস (আল আরক) এ যুদ্ধে জয় লাভ করলেও এটি স্থায়ী হয়নি। পনেরো বছরের মধ্যেই ক্যাস্টাই লিওন (Leon), ন্যাভারে (Navarre), আরাগন (Aragon) প্রভৃ অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী সমন্বয়ে গঠিত খ্রিষ্টান সম্মিলিত শক্তি আল-ইকা নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীকে পরাভূত করে। এর কিছুদিনের মধ্যে মুসলমানগণ কর্ডোভা হারায়। এর পরপরই প্রথম জেকস (Jacques-I ভ্যালেন্সিয়া এবং ৩য় ফার্ডিন্যান্ড সেভিল দখল করে। এভাবে মুসলিম স্পে মুওয়াহহিদদের পতন ঘটে।

মুসলিম স্পেনে মুওয়াহহিদদের পতনের পর চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজক দেখা দেয়। স্পেনের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ প্রদেশগুলির মুসলিম শাসকরা পরিস্থি সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। এ সুযোগে খ্রিষ্টানরা মুসলিম জনপদগু একের পর এক দখল করে সেখানে অত্যাচার, মুসলিম নিধন ও উচ্ছেদে তাণ্ডবলীলা শুরু করে। জান-মাল এবং ধর্ম-রক্ষার প্রশ্নে মুসলমানরা চর অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। কোনো দিক থে

www.pathagar.com

কোনো প্রকার সাহায্যের আশ্বাস কিংবা আশার আলো দেখতে না পেয়ে তার দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে।

মুসলিম স্পেনের একটির পর একটি অঞ্চল হস্তচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও গ্রানাডা নাসরি রাজবংশ আইবেরিয় উপদ্বীপটিতে একমাত্র মুসলিম রাজ্য হিসেবে প্রা আড়াই শত বছর টিকে থাকে। জাবালুত তারিক (জিব্রাল্টার) থেকে আলমেরিয়া পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর দ্বারা বেষ্টিত এই রাজ্যের অভ্যন্তরে খ্রিষ্টান আক্রমণ করতে পারেনি।

নাসরি রাজবংশের (১২৩২-১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্ম ইবনে ইউসুফ ইবনে-নাস্‌র। তিনি ইবনুল আহমার নামেই বেশি পরিচি ছিলেন। মুহাম্মদ ১২৩২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-গালিব' (পরাক্রমশালী) উপাধি গ্রহণ করেন এবং ১২৩৭-৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রানাডা অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি আল-হামরা দুর্গকে শাহিমহলে রূপান্তরি করেন। তিনি ক্যাস্টাইলের রাজা ১ম ফার্ডিন্যান্ড (Ferdinand-I) এব পরে তার উত্তরাধিকারী দশম আলফেন্সো (Alfonso)-কে নিয়মি করদানে সম্মত হন।

আরাগন, পর্তুগাল ও ক্যাস্টাইলের সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর সাথে ১৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ অক্টোবর রিয়ো সালাদো নদীর (Rio Salado) মোহনা মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হয়। এতে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। খ্রিষ্টান নারী-শিশু নির্বিশেষে মুসলমানদেরকে হত্যা করে।

গ্রানাডার শাসকরা পরবর্তী সময়ে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনার নীতি গ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বেও সুরম্য অট্টালিকারাজি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমারো এবং লিসানুদ্দীন খতিবের মতো বিখ্যাত পণ্ডিতসহ অনেক গুণীজনে সমাবেশের কারণে দীর্ঘদিন গ্রানাডা স্পেনের শেষ মুসলিম রাজ্য হিসেবে মাথা উঁচু করে টিকে ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে খ্রিষ্টান ক্যাথলিক (Catholic) নৃপতিদের উদ্ভব ঘটে আরাগনের ফার্ডিন্যান্ড এবং ক্যাস্টাইলের ইসাবেলা (Isabella) দু'জন চর মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিষ্টান নেতা পরস্পর মৈত্রী ও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় স্পেনে মুসলমানদের শেষ চিহ্ন তথা গ্রানাডা থেকেও মুসলমানদের উৎখাত করে স্পেনকে মুসলিমমুক্ত করার জন্য তারা একতাবদ্ধ হয়।

www.pathagar.com

১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে লোজা (Loja) খ্রিষ্টানদের অধিকারভূক্ত হয়। পরের বছ
তারা মালাগা এবং আলমেরিয়াও দখল করে। ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দে 'বাজা' তাদে
অধিকারে চলে যায়। অবশেষে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিে
খ্রিষ্টান ক্যাথলিক শাসকদের কাছে গ্রানাডার শেষ সুলতান আব্দুল্লা
আত্মসমর্পণ করে। সমাপ্তি ঘটে স্পেনে মুসলমানদের আট শ বছরে
শাসনের সোনালি অধ্যায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপকে জ্ঞানের আলোে
আলোকিত করে, অনেক স্মৃতি বুকে ধারণ করে, চোখের জলে বুক ভাসিে
স্পেন ত্যাগ করতে বাধ্য হয় ইসলামের ধারক বাহক আরবের মরুচারী '
আফ্রিকার বার্বার মুসলমানরা।

## স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন

অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরুতে স্পেনে মুসা বিন নুসায়ের এব
সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ইসলামে
ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। মুসলমানরা ৭১১ খ্রিষ্টাব্দ থেে
১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে স্পেন শাসন করে। বস্তুত এ শাস
মৌলিকভাবে কয়েক পর্যায়ে বিভক্ত ছিল।

১ম পর্যায়: ৭১১ থেকে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমির হিসেবে পরিচি
গভর্নরদের শাসন।

২য় পর্যায়: ৭৫৬ থেকে ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন উমাইয়া আমিরদের শাসন

৩য় পর্যায়: ৯২৯ থেকে ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফতের যুগ।

৪র্থ পর্যায়: ১০৩১ থেকে ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষুদ্র রাজাদের যুগ।

৫ম পর্যায়: ১২৩২ থেকে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রানাডার বনু নাস্‌র বংশে
শাসকদের শাসনামল।

স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে বহিঃশত্রুর ভূমিকা যেমন ছি
তীব্র তেমনি ভয়াবহ ছিল অভ্যন্তরীণ অনৈক্যজনিত বিদ্বেষ, বিদ্রোহ '
বিশৃঙ্খলা। বিজিত দেশটিতে আরব (হিমারিয় এবং ইয়ামেনি), সিরি
(মুদারিয়), বার্বার (সানহাজাহ এবং যানাতাহ), নব-দীক্ষিত মুসলমান
খ্রিষ্টান ও ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বী লোকেরা বসি
স্থাপন করে।

www.pathagar.com

৭১১-৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে আমিরদের শাসনামলে ৪৫ বছরে ২
জন শাসনকর্তা স্পেনের শাসনদণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন। এসব শাসনক
দামেস্কের খলিফা, উত্তর আফ্রিকার গভর্নর ও স্থানীয় প্রভাবশালী আমির
অভিজাতদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত বা নিযুক্ত হতেন। এরূপ দ্বৈত নিয়ন্ত্রণজনি
কারণে স্পেনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সময় ঘন ঘ
শাসক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক পরিবেশ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ করার ক্ষেত্রে হিমারি
ও মুদারিয় গোত্র দু'টি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

স্পেনে উমাইয়া শাসনকালে গৃহযুদ্ধ, গোত্রীয় ও উপদলীয় কোন্দল দেশে
রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। উমাইয়া খেলাফতে
ক্রমাবনতির সময়ে অনেক প্রাদেশিক শাসক এতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে
তারা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারা কেন্দ্রের সাথে সম্প
ছিন্ন করে। উমাইয়া খেলাফতের ধ্বংসস্তুপের উপর দক্ষিণাঞ্চলে বার্বা
পূর্বাঞ্চলে স্লাভ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আরব ও উত্তরাঞ্চলে নও-মুসলিম
খ্রিষ্টানরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

উমাইয়া শাসনের পতন ঘটলে স্পেনে বহু রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। সামাজি
বিদ্বেষ ও গোত্রীয় কলহের শিকার এ সব ক্ষুদ্র শাসকদের পক্ষে সঠিকভা
দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। অধিকাংশ সময় তাদের পারস্পরিক দ্ব
লিপ্ত থাকতে হয়। সেভিলের মুতামিদ ও টলেডোর মামুন উভয়ে এ
অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মালাগার ইয়াহইয়া বার্বার নেতাদে
ঐক্যবদ্ধ করে স্পেনের আরব নেতাদের বিরুদ্ধে একটি যৌথ বাহিনী গ
তোলে কর্ডোভা ও সেভিলের অস্তিত্ব বিপন্ন করে। এক সময় বার্বার নেতা
একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

কিছু কিছু ক্ষুদ্র শাসক গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে দেশের ধ্বংস সাধন করেই ক্ষা
হয়নি, তারা মুসলিম স্পেনের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকতে খ্রিষ্টানদে
সহযোগিতা গ্রহণ করেছে। টলেডোর শাসক মামুন, আব্দুল মালিক বি
জওহারের কাছ থেকে কর্ডোভা কেড়ে নিতে ব্যর্থ হয়ে মুসলমানদের বিরু
যুদ্ধ করতে ক্যাস্টাইল ও লিওনের খ্রিষ্টানদের সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হ
এবং ৬ষ্ঠ আলফেন্সোকে তার দরবারে আমন্ত্রণ জানায়। শেষের দি
খ্রিষ্টানদের সাহায্য ও সহযোগিতায় বিখ্যাত নাসরি রাজবংশটি অন্যা

www.pathagar.com

মুসলিম রাজবংশের ধ্বংস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিণামে এ রাজবংশটিও এর পূর্ববর্তীদের ন্যায় খ্রিষ্টান শক্তির করাল গ্রাসে নিঃশেষ হয়ে যায়।

স্পেনে মুসলমানদের অধঃপতনের পেছনে ছিল অলসতা, আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-বিলাসিতার মনোভাব। নৈতিকতাসমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে যুবরাজরা ভোগ বিলাস ও আরাম-আয়েশের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং অধঃপতিত জীবনযাপন শুরু করে। এ সময়ে সেভিলের শাসক আবু আমর আব্বাস আল-মুতামিদ তাঁর হেরেমে ৮০০ জন সুন্দরী ক্রীতদাসীকে স্থান দিয়েছিলেন। গ্রানাডার বিখ্যাত আলকাযারের নির্মাতা মুতামিদের ন্যায় তিনিও শ্যামুয়েল নামক জনৈক ইহুদির হাতে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হন। আলমেরিয়ার উজির ইবনে আব্বাস তার মদ্যপানের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেন এবং তার হেরেমে তিনি ৫০০ গায়িকা ও নর্তকী রেখেছিলেন। এ ধরনের উচ্চাভিলাষী ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য রাজ্যের অপরিমেয় ক্ষতি হয়।

গান-বাজনা, আরাম-আয়েশের প্রতি আকর্ষণ এবং লাম্পট্য ও মদ্যপানের আধিক্য পরিণামে রাজা ও প্রজা উভয়কে দুর্নীতিপরায়ণ ও হীনবল করে তোলে।

এটি ছিল পতনের যুগে মুসলিম শাসকদের একটি প্রকৃত চিত্র। আন্দালুসিয়ার ক্ষুদ্র শাসকরা তাদের চারিত্রিক অবনতি ও লাম্পট্যের জন্য ইউসুফ বিন তাশফিন কর্তৃক তিরস্কৃত হওয়ার ঘটনা থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহ-বিবাদের ফলে আবদুল মালিক আল-মুজাফফারের মৃত্যুর পর (মৃত্যুঃ ১০০৭ খ্রিষ্টাব্দ) দেশের অর্থনীতিতে এমন বিপর্যয় নেমে আসে যে, সৈনিকদের নিয়মিত বেতন পরিশোধ এবং দুর্গ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব দেখা দেয়। সরকারি করের চাপে কৃষকরা অনেকেই দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংসের মুখে উপনীত হয়। ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিদের অনেকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে শোষণ করে রাজ্যের অর্থভান্ডার সমৃদ্ধ করা। এজন্য তারা রাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ওপর অতিমাত্রায় করারোপ করে। ফলে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ক্যাস্টলীয় ও ন্যাভারিসদের বিপুল করদানের ফলে রাজ্যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়

www.pathagar.com

তা ছাড়া মুসলমানরা ফ্রান্সে উপনিবেশ স্থাপনের কাজ অব্যাহত রাখতে পারেনি। অপরদিকে স্পেনের ভেতরে ফ্রান্সের অনেক উপনিবেশ ছিল এসবের মাধ্যমে ফ্রান্স মুসলিম স্পেনে আক্রমণ পরিচালনা করতে এবং মুসলিম স্পেনের ধ্বংস সাধনে অবদান রাখে। মুসলমানরা তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য স্পেনে অবস্থিত ফ্রান্সের ছিটমহলসমূহ ধ্বংস করতে পারত এবং ফ্রান্সে তাদের উপনিবেশের সংখ্যা বাড়াতে পারত। তারা যদি ফ্রান্সের মাটিতে ঘাঁটি স্থাপন করত তবে সেখানে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতো এমন কি ইউরোপের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে এগুলিকে ব্যবহার করতে পারত। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানরা যদি উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের খ্রিষ্টান শক্তির শেষ আশ্রয়স্থলটি ধ্বংস করত তবে পরবর্তীকালে স্পেনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হতে পারত।

খেলাফতের পতনের মাত্র ছয় বছর পরেই ক্যাস্টাইলের প্রথম ফার্ডিন্যান্ড, লিওন ও ক্যাস্টাইল রাজ্য একত্রিত করেন। বার্সিলোনা আরাগন রাজ্যের সাথে একত্রিত হয়। এভাবে খ্রিষ্টানদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

স্পেনে খ্রিষ্টানদের পুনর্দখলের গতি ছিল ধীর কিন্তু তারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। পরাজয় ও পরাভব সত্ত্বেও তারা দমে যায়নি। এ সময় ক্যাস্টাইল ও আরাগন, এ দুটি রাজ্য নিয়ে খ্রিষ্টান প্রভাবিত অঞ্চল গড়ে ওঠে ১৪৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাগনের যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ড (Fardinad) এবং ক্যাস্টাইলের রাজকুমারী ইসাবেলা (Isabella) এর বিয়ে এ দুটি রাজ্যকে চিরস্থায়ী ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই ঐক্যই স্পেনে মুসলিম শক্তির পতনকে ত্বরান্বিত করে। এরা দু'জনেই ছিলেন চরম মুসলিম-বিদ্বেষী উভয়ের সংকল্প ছিল স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করে স্পেনের মুসলিম সভ্যতা ধ্বংস করা।

এ সময়ে স্পেনের মুসলমানদের শেষ আশ্রয়স্থল গ্রানাডার শাসনকর্তা নাসরি সুলতানদের মধ্যে খ্রিষ্টানদের হামলা মোকাবিলা করার মতো শক্তি ছিল না তদুপরি তাদের শেষ বংশধররা বংশীয় কোন্দল ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ সময় রাজ্যের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের তুলনায় ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিস্বার্থ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এ সুযোগে খ্রিষ্টানরা একের পর এক মুসলমানদের দুর্গ

www.pathagar.com

ও শহর অধিকার করে নেয়। গৃহযুদ্ধের কারণে গ্রানাডা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ‹
সময়ের জনৈক সুলতান আবুল হাসানের দুই স্ত্রী ছিলেন। একজন তার চাচাে
বোন আয়েশা, অন্যজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্পেনিশ মহিলা ইসাবেলা (জাহরা)
ভাবী উত্তরাধিকারী নির্ধারণ নিয়ে দুই স্ত্রী কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে । তারা নি
নিজ পুত্রকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে নিশ্চিত করতে ব্যস্ত ছিলেন। জাতী
বিপর্যয়ের বিষয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না।

এক পর্যায়ে আবুল হাসানের পুত্র আবু আবদুল্লাহ ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে পিতা
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল-হামরা দখল করে নিজেকে গ্রানাডার শাসক বে
ঘোষণা করে। ওই বছরই আবু আব্দুল্লাহ ক্যাস্টাইলের খ্রিষ্টান শহর লুসে‹
(Lucena) আক্রমণ করে পরাজিত ও বন্দি হয়। এ সুযোগে আবুল হাসা
গ্রানাডার শূন্য সিংহাসন পুনরায় দখল করেন। তিনি ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্য
রাজত্ব চালান। অতঃপর তিনি তার যোগ্য ভাই ও মালাগার গভর্নর আল
জাগাল দ্বাদশ মুহাম্মদের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা বন্দি আবু আবদুল্লাহকে গ্রানাডা ধ্বংসের এ
মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। আবু আব্দুল্লাহকে একা
সেনাদলসহ তার চাচা আল-জাগালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আল-জাগা
প্রাণপণ লড়াই করে খ্রিষ্টানদের প্রতিহত করেন। আবু আব্দুল্লাহ খ্রিষ্টানদে
হীন চক্রান্ত বুঝতে না পেরে ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার হাতের পুতুল হিসেে
ব্যবহৃত হয়। আল-জাগাল ক্যাস্টিলিয়দের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যব
প্রতিরোধ গড়তে আবু আব্দুল্লাহকে প্রস্তাব দেন। কিন্তু এতে আবু আব্দুল্লা
সাড়া দেয়নি। পক্ষান্তরে সে গ্রানাডা ধ্বংসের জন্য ক্যাস্টাইল ও আরাগনে
খ্রিষ্টানদের 'সাহায্য' করেন।

এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে ক্যাস্টিলীয়রা আলোরা (Alora), কাসর বনি‹
(Qasr Bonila), রোন্ডা (Ronda) এবং অন্যান্য শহর দখল করে
১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে লোজা (Loja) এবং পরের বছর আলমেরিয়া ও মালাগ
অধিকার করে। শহরগুলির বাসিন্দাদেরকে নির্যাতন করা হবে না মে
আত্মসমর্পণের পূর্বে তারা এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা ে
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

www.pathagar.com

আল-জাগাল ক্যাস্টিলিয়দের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন। হতাশাগ্রস্ত আল-জাগাল তার রাজধানী রক্ষার জন্য আফ্রিকার মুসলমানদের কাছে শেষবারের মতো সাহায্যের আবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হন। ফলে নগরীর ক্ষুধার্ত নাগরিকরা শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। অবশেষে নিরুপায় আল-জাগালও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তিনি অবসর জীবন কাটাতে মরক্কোর তিলিমসানে চলে যান।

দেশপ্রেমিক আল-জাগালের স্পেন ত্যাগের পর বিধ্বস্ত গ্রানাডা এবং এর সন্নিহিত কিছু এলাকা ছাড়া মুসলমানদের হাতে আর কিছু ছিল না। অতঃপর ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে ফার্ডিন্যান্ড আবু আবদুল্লাহকে গ্রানাডা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। একজন সাহসী সেনাপতির অনুপ্রেরণায় দুর্বল আবু আব্দুল্লাহ এতে অস্বীকৃতি জানালে ফার্ডিন্যান্ড চলিশ হাজার পদাতিক ও দশ হাজর অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে গ্রানাডা ও গ্রানাডার শস্য-শ্যামল ভূমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। তারা স্পেনের মুসলমানদের শেষ দুর্গটির চারিদিক এমনভাবে অবরোধ করে রাখে যাতে তারা অনাহারে থাকতে থাকতে এক সময় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু একজন সাহসী সেনাপতি মুসা বিন গাজানের নেতৃত্বে মুসলমান অশ্বারোহী বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ করে প্রথম দিকে বহুসংখ্যক অবরোধকারীকে হত্যা করে।

প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতের মধ্যেও অবরুদ্ধ নগরীতে ফার্ডিন্যান্ড সব ধরনের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় নগরবাসী চরম দুর্ভিক্ষ ও কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়। ভেগা (Vega) এর ধ্বংসলীলার কথা স্মরণ করে এবং মুসলিম দেশগুলি থেকে সাহায্য প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা না দেখে আবু আব্দুল্লাহ ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখে ৫০ টি শর্তে আত্মসমর্পণ করেন।

**শর্তগুলোর কিছু ছিল নিম্নরূপ–**

১. গ্রানাডার সকল রাজকর্মী ও সাধারণ নাগরিকসহ সুলতান ক্যাস্টিলীয় শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন।

২. আবু আব্দুল্লাহকে আল-ফাজারাতে (আলপুজাররাস)-তে একটি জায়গির দেওয়া হবে।

৩. মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা এবং ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকবে।

www.pathagar.com

৪. মুসলমানরা তাদের প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছ ভাষা ইত্যাদি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করবে।

৫. উভয় পক্ষের লোকদের দ্বারা গঠিত ট্রাইব্যুনাল মুসলমান ও খ্রিষ্টানদে সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।

৬. মুসলিম শাসনামলে মুসলমানরা যেসব কর প্রদান করত, তারা তাই প্রদ করবে।

৭. সকল মুসলিম বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে।

৮. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেনাদল ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বহনযো সম্পত্তি নিয়ে মুসলমানরা স্পেন ত্যাগ করতে পারবে। ইচ্ছে করলে তা তিন বছরের মধ্যে স্পেনে ফিরে আসতে পারবে। সে ক্ষেত্রে তাদের সম্পদে দশ ভাগের একভাগ সমর্পণ করতে হবে।

৯. নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে তাদের পূর্বধর্মে ধর্মান্তরিত করা হবে না এ খ্রিষ্টধর্মে ফিরে যেতে আগ্রহী মুসলমানদের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীন থাকবে। তারা তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একজন মুসলমান ও একজন খ্রিষ্ট বিচারকের সামনে উপস্থাপন করবে।

১০. মুসলমান ব্যবসায়ীদের চলাফেরার স্বাধীনতা থাকবে এবং খ্রিষ্টানদে মতো তারাও শুল্ক পরিশোধ করে দেশের বাইরে ও ভেতরে ব্যবসা কর পারবে।

১১. চুক্তির শর্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য দায়িত্বান গভর্নর বিচারক নিয়োজিত থাকবেন।

খ্রিষ্টানরা যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে সম্পর্কে সেনাপতি মু ইবনে গাজান খুব সচেতন ছিলেন। তিনি এই আপত্তিকর দাসত্বমূল শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণ চুক্তির বিরোধিতা করেন। কিন্তু মুসলমানদের প থেকে কোনো প্রকার সমর্থন না পেয়ে তিনি চিরদিনের জন্য এলভিরার তোর দিয়ে নগরের বাইরে চলে যান। তার সম্পর্কে কোনো কিছু আর জানা যায়নি

চুক্তির পর দুইমাস অতিবাহিত হলেও তুরস্ক বা আফ্রিকার মুসলম শাসকদের দ্বারা অবস্থা পরিবর্তনের ভয় না থাকায় ক্যাস্টিলীয়রা ১৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি গ্রানাডায় প্রবেশ করে। এর মাধ্যমে স্পেনে ৭৮ বছরের মুসলিম শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। আবু আব্দুল্লাহ গ্রানাডা ত্যা করে আল-ফাজারায় আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু খ্রিষ্টানরা এখানেও তা

www.pathagar.com

থাকতে দেয়নি। সে ফেজে নির্বাসিত হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অতি দুঃখ-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে।

গ্রানাডার পতনের পর খ্রিষ্টানরা মুসলিম নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে। ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা আত্মসমর্পণের শর্তগুলি সচেতনভাবেই ভঙ্গ করে। ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ফার্ডিন্যান্ড মুসলমানদেরকে বলপূর্বক খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায়। এ সময় গ্রানাডা আরবি পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর কেন্দ্রে পরিণত হয়। আরবি ও ইসলামি বই-পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করার জন্য গুপ্ত বিভাগ খোলা হয়।

১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে লিওন ও ক্যাস্টাইলের সব মুসলমানকে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য রাজকীয় আদেশ জারি করা হয়। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ (Philiph II) মুসলমানদের বহিষ্কারের আদেশে স্বাক্ষর করেন এবং এর মাধ্যমে স্পেনের মাটি থেকে মুসলমানদেরকে বলপূর্বক নির্বাসিত করা হয়। প্রায় ৫ লক্ষ মুসলমান ভাগ্য-বিপর্যয়ের শিকার হয়। তাদেরকে আফ্রিকার উপকূলে অথবা আরও দূরবর্তী মুসলিম দেশে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমানকে নির্বাসিত বা হত্যা করা হয়।

মুসলমানরা যদি তাদের দলীয় ও গোত্রীয় কোন্দল, হিংসা-বিদ্বেষ ও গোত্রীয় স্বার্থ পরিহার করে নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারত তাহলে স্পেনে তাদের শাসন আরও দীর্ঘদিনের জন্য অক্ষত থাকত। ব্যক্তিগত বিরোধ, জাতীয় স্বার্থের সংঘাত ছিল স্পেনে মুসলিম শাসনের সব সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অবশ্য খ্রিষ্টানদের উগ্র স্বভাব ও তাদের চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ড মুসলমানদের পতনের পথকে সুগম করে।

মুসলমানদের ধ্বংস ও পতনের জন্য প্রথমত তারা নিজেরা যেমন দায়ী ছিল তেমনি খ্রিষ্টানদের ধর্মান্ধতা এ ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বস্তুত স্পেনে মুসলমানদের উত্থানের কারণ যেমন স্পষ্ট তেমনি পতনের কারণও স্পষ্ট। প্রথমে ছিল আদর্শ ও ত্যাগ শেষে এসেছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও ভোগ-বিলাস। পতন-পর্বের মুসলমানরা তাদের পূর্বসূরিদের জীবনাচার ও ইসলামের আদর্শ ভুলে গিয়ে ভোগ-বিলাস ও অনাচারে মত্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তারা পতনের মুখোমুখি হয়েছিল।

www.pathagar.com

## স্পেনে মুসলমানদের অবদান

স্পেনে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে স্পেনসহ সমগ্র ইউরোপের অবস্থা খুবই ভয়াবহ ও অধঃপতিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর। শিক্ষা ও সংস্কৃতি পশ্চাদপদ। মানহীন জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত। এক কথায় সমগ্র ইউরোপ অ অজ্ঞানতার তিমিরে নিমজ্জিত ছিল।

মুসলমানরা স্পেনসহ পুরো ইউরোপকে জাগিয়ে তুলে সভ্যতার শীর্ষচূ পৌঁছে দিয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেছিল স্পেন সমগ্র ইউরোপকে। তৎকালিন ইউরোপের সামাজিক অবস্থা ও পরিবর্তনে মুসলমানদের অবদান নিয়ে এ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আব আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

মধ্যযুগে ইউরোপ ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর, হীনম্মন্য এবং জ্ঞান বুদ্ধি জড় এক আড়ষ্ট জনপদ। সহিষ্ণুতার অভাবে ইউরোপবাসী সর্বত্র সীমা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত ছিল। জ্ঞানার্জনকে তারা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখত। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে ঘৃণিত অপরাধী মনে করা হতো। কখ কখনো তারা রাজরোষে পতিত হয়ে লাঞ্ছিত হতো। গোঁড়া খ্রিষ্টানরা বিজ্ঞ দর্শন, সাহিত্য ও অন্যান্য সুকুমার শাস্ত্রের প্রতি তীব্র অনীহা ও বি মনোভাব প্রদর্শন করত। বিদ্যুৎসাহী প্রাচীন গ্রীকদের সুসজ্জিত গ্রন্থাগারগু পুড়িয়ে দেওয়া হয়, পণ্ডিতগণ দেশ থেকে বিতাড়িত হন এবং সর্বোপরি ও রোমক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

একারণে বহু শতাব্দী যাবৎ ইউরোপে জ্ঞানগর্ভ কোনো গ্রন্থ রচিত হয় সেখানে স্বাধীন চিন্তারও কোনো অবকাশ ছিল না। সৃজনশীলত দারুণভাবে প্রতিহত করা হতো। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বা বিরোধী কোনো মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপর এমনকি গোলাকার পৃথিবীর ধারণায় কেউ বিশ্বাসী হলে তাকে কে শাস্তি পেতে হতো।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে -'পৃথিবী গোলাকার ও সূর্যের চারপ ঘোরে' এ মতবাদ প্রচারের কারণে- মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ কুসংস্কারগ্রস্ত ইউরোপ জ্ঞান চর্চায় বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হয়। ফলে তৎকা

www.pathagar.com

ইউরোপ দার্শনিক, আইনবিদ ও কবি-সাহিত্যিকদের ন্যায় বিজ্ঞজনদের আগমন থেকে বঞ্চিত হয়।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার বলে পরিচিত গ্রেট বৃটেনেও রোমানদের দ্বারা বিজিত হওয়ার আগে জ্ঞান চর্চার কোনো চিহ্ন ছিল না। বলাবাহুল্য ফ্রান্স, জার্মানি ও স্পেন ছিল এক সভ্যতাবিবর্জিত মানব নিবাস। প্রাক-মুসলিম যুগে স্পেনের গথিক সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা বিলাস-ব্যাসন ও আরাম আয়েশে জীবনযাপন করত। সে সমাজের সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন ইতিহাস লেখক স্টেনলি লেনপুল,

"ভাগ্যাহত স্পেনের ধনাঢ্য ও অভিজাত শ্রেণি ভোগ-বিলাস ও ইন্দ্রিয়চর্চায় নিমজ্জিত ছিল। তারা ভোজন, মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং সকল প্রকার উত্তেজনাকর ক্রীড়া-যজ্ঞে মেতে থেকে দিনাতিপাত করত। জনগণের একটি বড় অংশই ছিল দাস বা ভূমিদাস। তাদেরকে ভূমি চাষে বাধ্য করা হতো। একাজের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ তাদের ছিল না। ভূমির সাথে তাদের ভাগ্য একই সুতোয় গাঁথা ছিল। সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থা ছিল আরও বেদনাদায়ক। রাজ্যের সমুদয় ব্যয় তাদেরকে বহন করতে হতো। তারা কর দিত, সকল সরকারি ও পৌর কর্মকাণ্ড সম্পাদন করত। তাদেরই অর্থে ধনিক শ্রেণি বিলাসী জীবনযাপন করত।"

মধ্যযুগীয় ইউরোপের এরূপ দুর্দিনে স্পেনে মুসলমানদের আগমন ছিল আশীর্বাদস্বরূপ। প্রায় আট শ বছর মুসলিম শাসনে স্পেন একটি সভ্য ও আলোকিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বিজয়ীদের কঠোর শ্রম ও প্রকৌশল দক্ষতার কারণে দরিদ্র স্পেন শস্যভান্ডারে পরিণত হয়। গুয়াদেলকুইভার, গুয়াদিয়ানা উপত্যকায় অনেক সমৃদ্ধ শহর ও জনপদ গড়ে ওঠে। এগুলোর গৌরবোজ্জ্বল অতীত আজও মানুষ গর্বভরে স্মরণ করে। স্পেনে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। সেখানে কৃষি ক্ষেত্রে সেচ কাজে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি, দুর্গ ও জাহাজ নির্মাণে নবতর কলাকৌশল উদ্ভাবন, তাঁত শিল্পের ব্যাপক উৎপাদন, নিপুণ বস্ত্র বয়ন, সূক্ষ্ম কাঠের কাজ, মৃৎ ও স্থাপত্য শিল্পে অভিনবত্ব বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে হতবাক করেছে। মোটকথা, স্পেনে গড়ে ওঠা মুসলিম সভ্যতা বিশ্ব সভ্যতায় বিশেষ অবদান রাখতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

স্পেন উপদ্বীপে মুসলমানদের সময়োচিত আগমন ও তাদের সকল কর্মকা
যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি। তিনি বলেন, মধ্য
ইউরোপে জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে মুসলিম স্পেন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যা
সূচনা করে। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা কা
মধ্যবর্তী সময়ে আরবি ভাষী জনগণই পৃথিবীর সর্বত্র সংস্কৃতি ও সভ্য
আলোকবর্তিকার প্রধান বাহক ছিলেন। তাদের মাধ্যমেই প্রাচীন দর্শন
বিজ্ঞানের পুনর্জীবন, নয়া সংযোজন ও সম্প্রসারণ ঘটে। এর ফলেই প
ইউরোপে রেনেসাঁর জন্ম লাভ সম্ভব হয়।

ইতিহাসের পাতায় মুসলমানদের স্পেন বিজয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ,
ফলাফলও তেমনই সুদূরপ্রসারী। আইবেরিয় উপদ্বীপের জনগ
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে বৈপ্ল
পরিবর্তন সূচিত হয়। এই বিপব সমগ্র ইউরোপে সৃষ্টি করে অভিনব জাগর
যুগযুগান্তরের ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণির অন্যায় ও অত্যাচারের
কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে। ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নতুন সমা
শোষণ, বঞ্চনা ও জুলুমের অবসান ঘটে। জনগণ পায় নিরাপত্তার নিশ্চয়
এবং ধর্ম পালনের অবাধ অধিকার। অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জি
স্পেনে আরবদের নজিরবিহীন বুদ্ধিভিত্তিক সাফল্যের পরশ লাগে।

মুসলিম স্পেনে সাহিত্য ও বিজ্ঞান যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করেছিল ইউরো
অন্য কোথাও তা পরিলক্ষিত হয়নি। অমুসলিম শিক্ষার্থীরা ফ্রান্স, জার্মানি
ইংল্যান্ড থেকে দলে দলে স্পেনের শহরগুলোতে বিদ্যাশিক্ষার জ
প্রতিনিয়ত আগমন করত। মুসলিম স্পেনের শল্য চিকিৎসকরা শ
চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইউরো
বিজ্ঞানের উদ্ভবের মূলে আরবদের বিশেষ অবদান রয়েছে। আর
বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি প্রশংসনীয়ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এবং এ সে যু
বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অমূল্য অবদান রাখেন। সেকালে একমাত্র মুস
স্পেনেই অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন
আইনশাস্ত্রে শিক্ষা দান করা হতো।

মুসলিম স্পেন ছিল শিল্পকলা, বিজ্ঞান চর্চা এবং সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। সম্ভ
সে কারণেই ইউরোপের অন্য কোনো দেশ আরবদের জ্ঞান পিপা
চারণভূমির সমতুল্য হতে পারেনি।

www.pathagar.com

স্পেনে বসতি স্থাপনের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মুসলমানরা দেশটিতে প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্গঠন করে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে। স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আবদুর রহমান দেশ গঠনের পাশাপাশি রাজধানীকে মসজিদ, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য সরকারি সৌধরাজি দিয়ে সুসজ্জিত করেন। সুশিক্ষিত এই শাসকদের সাহিত্য-চর্চা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান বিশ্বের জন্য বিস্ময়কর ছিল।

অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তের গোলযোগ সত্ত্বেও দ্বিতীয় আবদুর রহমান তার শাসনামলের ত্রিশ বছর (৮২২-৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ) স্পেনের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হন এবং একে তৎকালীন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সভ্য দেশগুলোর একটিতে পরিণত করেন। গ্রীক রাষ্ট্রদূতরা কর্ডোভার সৌন্দর্য ও সম্পদ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। গুয়াডালকুইভার (Guadalquevir) নদীর উভয় তীর মাইলের পর মাইলব্যাপী সুদৃশ্য সারিবদ্ধ সৌধরাজি ও উদ্যানরাজি দ্বারা সজ্জিত ছিল। তিনি প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও রীতিনীতির প্রবর্তন করেন। তিনি দেশটিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারেও ব্যাপক গতি সঞ্চার করেন।

মুসলিম স্পেনে দশম শতাব্দীতে একটি নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যুগের সূত্রপাত হয়। তৃতীয় আবদুর রহমান স্পেনিশ-আরব সভ্যতার আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন এবং ধ্বংসের কবল থেকে নতুন সভ্যতা রক্ষা করেন। তার এবং দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকাল এবং প্রধানমন্ত্রী মনসুরের শাসনামলকে স্পেনে মুসলিস শাসনের চরম বিকাশের যুগ বলে অভিহিত করা যায়। মুসলিম স্পেন পরবর্তীকালে কখনই এরূপ দীপ্তিময় সংস্কৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

উমাইয়া রাজধানী কর্ডোভাকে দশম শতাব্দীর একজন জার্মান কবি (Hroswitha) বিশ্বের অলংকাররূপে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম স্পেনিশ সভ্যতার বিকাশে তৃতীয় আবদুর রহমান অনেক অবদান রাখেন। এ সময় কৃষি, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। শুধুমাত্র গুয়াডেলকুইভার নদীর দুই তীরে অসংখ্য কলকারখানাসহ ১২০০ পল্লী অবস্থিত ছিল। এখানে বস্ত্রাদি ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি নির্মিত ও সুলভে বিক্রি হতো। ইউরোপের বিভিন্ন

www.pathagar.com

দেশের সাথে স্থলপথে এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার সাথে সমুদ্রপথে ব্যব
বাণিজ্য পরিচালিত হতো।

সভ্য দুনিয়ার বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাষ্ট্রদূতরা কর্ডোভায় আগমন করতেন এ
দূরবর্তী দেশসমূহের পণ্ডিতরা মুসলিম স্পেনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগা
সমবেত হতেন। খ্যাতিমান পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বিখ্যাত ফাতেমি ভৌগোলি
ইবনে হাওকাল কর্ডোভায় আগমন করেন এবং স্পেনের অর্থনৈতিক
সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন।

শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকাল ছিল স্পেনের স্বর্ণযু
কর্ডোভা শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং ইউরোপের অন্ধক
যুগে আলোকসংকেত হিসেবে দণ্ডায়মান ছিল। দ্বিতীয় হাকামের শাসনাম
তার পিতা কর্তৃক কর্ডোভা জামে মসজিদের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত কর্ডো
বিশ্ববিদ্যালয় কায়রোর আল-আযহার এবং বাগদাদের নিজামিয়া-র সমতু
ছিল। সকল বড় বড় শহরেই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরে বিদ্যা
ছিল। আকর্ষণীয় বেতন ও পর্যাপ্ত অনুদান বিদেশি অধ্যাপকদের আকৃষ্ট ক
এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীদের আগ
ঘটত। মূল্যবান গ্রন্থাদি ও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিসহ একটি বিশাল গ্রন্থাগ
কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দ্বিতীয় হাকামের সময়ে মুসলিম স্পেনে সংস্কৃতির সাধারণ মান এতই উ
পর্যায়ের ছিল যে, প্রায় প্রত্যেকেই পড়তে ও লিখতে পারত। পক্ষান্তরে খ্রি
ইউরোপে অল্প সংখ্যকই শিক্ষা অর্জন করত এবং তাদের অধিকাংশই
যাজক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। হাকামের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন একজ
অযোগ্য শাসক কিন্তু তার প্রধানমন্ত্রী মনসুর শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সাহিত্যে
একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

একাদশ শতাব্দীতে মুসলিম স্পেনের সাহিত্য ও শিল্পকলা সংক্রান্ত তৎপরত
প্রাদেশিক রাজধানীগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ ক
টলেডো, বাদাজোয, ভ্যালেন্সিয়া, দেনিয়া, আলমেরিয়া, গ্রানাডা ও সেভি
মুসলিম শাসকদের দরবারে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, চিকিৎসক এ
বৈজ্ঞানিকদের মিলনকেন্দ্র ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর আলমেরিয়াতে, পি
জেনোয়া, ভেনিস ও আলেকজান্দ্রিয়া হতে আগত জাহাজসমূহ নোঙর ফে

www.pathagar.com

অবস্থান করত। মালাগা ও সেভিল ছিল পরবর্তী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূ
বাণিজ্যিক শহর।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনে ছোট ছোট রাজারা স্পেনের উমাই
শাসকদের তুলনায় পশ্চাৎপদ ছিল না। তারা শিল্পকলা ও স্থাপত্যের একনি
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেভিলে নির্মিত দৃষ্টি-নন্দন জিরাল্ডা (Giralda) স্তম্ভ
একটি মানমন্দির হিসেবে পরিগণিত হতো। গ্রানাডার আল-হামরা এব
সেভিলের আল-কাযারের সৌন্দর্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদগুলোর নির্মাণ
অলংকরণ করেন মুসলিম রাজমিস্ত্রি ও স্থপতিগণ। এতে তারা অসাধার
দক্ষতা প্রদর্শন করেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে উৎসাহ প্রদানের কমতি ছিল না
ইবনুল খতিব, ইবনে তুফায়েল, ইবনে যুহর, ইবনে বাজ্জাহ এবং ইব
রুশদের ন্যায় ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণ স্পেনে মুসলি
শাসনের শেষের দিনগুলোতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে গ্র
রচনা করেন এবং তারা গ্রীক ও হিন্দুদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রা
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে নিজেদের জ্ঞান-ভান্ডার যুক্ত করে পরবর্তী বংশধরদে
কাছে হস্তান্তর করেন। মুসলিম স্পেনে আরবগণ জনস্বাস্থ্য, বাসস্থান
জনহিতকর কার্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। তারা অনেকগুলো নতু
মানমন্দির, দুর্গ, সেতু, রাস্তাঘাট ও পানি সরবরাহের কৃত্রিম ব্যবস্থা বজা
রেখে অনেক জলাধারও নির্মাণ করেন।

স্পেন, সিসিলি ও সিরিয়া এই প্রধান তিন পথেই মুসলিম সভ্যতা ইউরো
প্রবেশ করে। স্পেনিশ শিক্ষক ও ব্যবসায়ীবৃন্দ, সিসিলি ও আফ্রিকা
মুসলমানগণ এবং ক্রুসেডাররা এই সভ্যতার প্রধান বাহক ছিলেন। খ্রিষ্টান
দেশটি পুনর্দখল করে সেখান থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করলে
মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা ইউরোপীয় জীবনধারার প্রায় সব দিকের ওপ
প্রভাব বিস্তার অব্যাহত রাখে। পারস্পরিক নৈকট্যই এই প্রভাবের একমা
কারণ ছিল না বরং অন্যান্য দেশের খ্রিষ্টানদের আগ্রহও এর পেছনে ক্রিয়াশী
ছিল। বিশেষ করে খ্রিষ্টান ক্রীতদাসদের অনেকেই মুক্তিলাভ ও ঘরে ফি
যাওয়ার পরেও তাদের আরব নাম ও সংস্কৃতি বজায় রাখে।

কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডা, টলেডো ও ভ্যালেন্সিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোস
মুসলিম স্পেন মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চ
বলে গণ্য হতো। এখানে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে শিক্ষার্থীগ

www.pathagar.com

সমবেত হতেন। দশম শতাব্দীর পরবর্তীকালে বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি অনুরাগ
ব্যক্তিবর্গ স্পেনে আগমন করত। ইহুদিরাও স্পেনের মুসলমানদের অধীে
জ্ঞানচর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ লাভ করত। শিক্ষিত ইহুদিরা ইউরোপের বিভি
অংশ ভ্রমণ করেন এবং মুসলিম সভ্যতার ফসল তাদের সাথে বহন করে নি
যান। স্পেনের মুসলমানদের প্রতিবেশী হিসেবে মোযারাবগণ ইউরো
আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের হস্তান্তর ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন
অন্যদের তুলনায় তারা অধিকতর প্রভাবিত হয়েছিল। আরবি ভাষার মাধুর্য
উপযোগিতা তাদের কাছে এতটাই আবেদন সৃষ্টি করেছিল যে, তার
একসময়ে তাদের নিজস্ব ভাষা শিক্ষা না করে উৎসাহের সাথে আরবি ভা
শিক্ষা করত। তারা ১০৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সেভিলের যোহনের দ্বারা বাইবেল গ্র
আরবি ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন।

মোযারবগণ আরবি ভাষায় রচিত কবিতা, গল্প, মুসলিম দর্শন ও ধর্মশা
বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করত। বহু সংখ্যক খ্রিষ্টান তরুণ তাদের মতামত রোমা
ভাষার চেয়ে আরবি ভাষায় অধিকতর দক্ষতা ও বিশুদ্ধতার সাথে প্রকা
করতে পারত।

আরবগণ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রীক বিজ্ঞানে
উত্তরাধিকারী হয়েছিল। বিজ্ঞান আরবদের দ্বারা পরিমার্জিত হওয়ার প
ইউরোপীয়রা তা গ্রহণ করে। স্পেনের গ্রন্থাগারগুলোতে গ্রীক মৌলিক গ্রন্থে
যত অনুবাদ কর্ম ছিল তারচেয়ে বেশি পরিমাণে ছিল এদের ভাষ্য সংক্রা
গ্রন্থ। এগুলো খ্রিষ্টানদের হস্তগত হয়। বার্ট্রান্ড মন্তব্য করেন, "...তথাপি এ
সত্য যে, পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের কাছে অবশ্যই ঋণী। কার
তাদের অনুবাদ-কর্ম, অভিযোজন এবং এ সকল ভাষ্যের মাধ্যমেই আমাদে
শিক্ষার্থীরা গ্রীকো-ল্যাটিন যুগের এ্যারিস্টোটল, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ এব
ভৌগোলিকদের সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।"

খ্রিষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে আরবদের মেধার শ্রেষ্ঠত্ব ইউরোপে স্বীকৃতি লা
করে। ইউরোপে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম প্রচারক ছিলেন গার্ব
(Gerbet, Pop Sylvestr II মৃত্যুঃ ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি আর
জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র এবং রোমক সংখ্যা নির্দেশক জটিল চিহ্নে
পরিবর্তে আরবি সংখ্যা নির্দেশক চিহ্ন প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

একাদশ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনাস আফরিকানাস (Constantinu Africanus) এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে বিশপ রেমন্ড (বাইমেন্ডো) এর ন্যা অনেকেই তাকে অনুসরণ করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে টলেে ইউরোপের কাছে আরবি সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান হস্তান্তরের একটি কেন্দ্রে পরিণ হয়। রেমন্ড (মৃত্যু : ১১৮৭ বা ১১৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) অনুবাদের একটি নিয়মি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১১৩৫ হতে ১২৮৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সেখাে একদল অনুবাদকের আবির্ভাব ঘটে। টলেডোর হুনায়েন ইবন ইসহাক খ্যা জেরার্ড বিভিন্ন বিষয়ের উপর সত্তরটিরও অধিক আরবি গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষা অনুবাদ করেন। তার অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আয-যাহরাভির আে তাসরিফের শল্য চিকিৎসা বিষয়ক অংশ, আল-রাযির কিতাবুল মানসুরী এব ইবনে সীনার কানুন, বানু মুসার গ্রন্থাবলি, খাওয়ারিযমীর ওপর আল বিরুনি ভাষ্য, জাবির বিন-আফলাহ্ এবং যারকালির সারণিসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল রেমন্ডের আনুকূল্যাধীনে সেভিলের যোহন ইবনে সিনা, কুসতা ইবনে লূব এবং আল-ফারগানির গ্রন্থাবলির অনুবাদ করেন। গুনডিসালভি কিতাবু নাফস (Anima) ইবনে সিনার কিতাবুশ শিফা, (Sulficantin) ইবে রুশদের ভাষ্য, আল-কুল্লিয়াত (Colliget) এর অনুবাদ করেন। টলেডো অন্যান্য অনুবাদকও ছিলেন।

ভাষার ওপর যাদের তেমন দখল ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল ন তারা আক্ষরিক অনুবাদ করতেন এবং যেখানে ভাষা বুঝতে ব্যর্থ হতে সেখানে আরবি শব্দগুলি ল্যাটিন ভাষায় রূপান্তরিত করতেন। তা টারাগোনা, লিওন সেগোভিয়া, প্যাম্পলোনা এবং স্পেনের উত্তরাঞ্চলী অন্যান্য শহরে বিস্তার লাভ করে। এগুলি লোরাইন (Lorraine) জার্মানি মধ্য ইউরোপ ও ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে।

কনস্ট্যানটাইন (Constantine) ৩০ বছরব্যাপী মুসলিম দেশগুলিতে ভ্রম করেন এবং প্রত্যাবর্তন করে স্যালেরনোতে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষ দান এবং আরবি গ্রন্থগুলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। বাথ-এ এ্যাডেলার্ড, ইংল্যান্ডের আরবি ভাষায় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম ছিলেন, যি আরবি গ্রন্থের অনুসন্ধানে ব্যাপক ভ্রমণ করেন। তিনি সিরিয়া, সিসিলি এব স্পেনে ভ্রমণ করেন। ইংল্যান্ডে ফিরে আল-মাজরিতি এর জ্যোতির্বিদ্যা

www.pathagar.com

সারনিটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এটি ছিল তার অনূদিত সবচে
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি।

মিরাবিলিসের (Mirabilis) ন্যায় প্রাচ্য বিশারদগণ মুসলিম দেশসমূহ ভ্রম
করে এত বেশি অভিভূত হন যে, তারা তাদের শিক্ষার্থীদেরকে আরবদে
শিক্ষালয়ে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় শিক্ষালয়সমূহ পরিত্যাগ করা
জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। এর ফলাফল ছিল তাদের জন্য হিতকর। আর
জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ ইউরোপে ব্যাপকভাবে পঠি
হয় এবং আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পরিণত হয়।

## এক নজরে স্পেনের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

- ৯২ হিজরি (৭১১ খ্রি.) তারিক বিন যিয়াদের অভিযান।
- ১২১ হিজরি (৭৩৯ খ্রি.) প্রথম আলফন্সো কর্তৃক অস্তুরিয়াস রাজ্য প্রতিষ্ঠা।
- ১৬২ হিজরি (৭৭৯ খ্রি.) কর্ডোভা সেতুর আংশিক ধ্বংস।
- ১৭২-৮০ হিজরি (৭৮৮-৯৬ খ্রি.) কর্ডোভা সেতুর পুনর্নির্মাণ এব কর্ডোভা মসজিদের নির্মাণ।
- ২১০ হিজরি (৮২৫ খ্রি.) আবদুর রহমান দ্বিতীয় কর্তৃক মুর্সিয়া প্রতিষ্ঠা।
- ২১৪ হিজরি (৮২৯ খ্রি.) সেভিলের জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠা।
- ২২০ হিজরি (৮৩৫ খ্রি.) দ্বিতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক মেরিদা দু নির্মাণ।
- ২২৫ হিজরি (৮৩৯ খ্রি.) কর্ডোভা এবং বাইযানটাইনদের মধ্যে দূ বিনিময়।
- ২৩০ হিজরি (৮৪৪ খ্রি.) সেভিলে নরম্যান আক্রমণ।
- ২৬৬ হিজরি (৮৭৯ খ্রি.) আটলান্টিক মহাসাগরে প্রথম মুহাম্মদে একটি নৌ-বহর ধ্বংস।
- ২৭৩ হিজরি (৮৮৬-৭ খ্রি.) কর্ডোভা জামি মসজিদে বায়তুল মা প্রতিষ্ঠা।
- ৩০১ হিজরি (৯১৩ খ্রি.) উমাইয়া গভর্নর সাঈদ ইবন আল-মুনজি কর্তৃক সেভিলের আলকাযার নির্মাণ।
- ৩০৩ হিজরি (৯১৫ খ্রি.) স্পেনে দুর্ভিক্ষ।

www.pathagar.com

- ৩১৫ হিজরি (৯২৭ খ্রি.) কর্ডোভায় টাকশাল নির্মাণ।
- ৩১৬ হিজরি (৯২৯ খ্রি.) তৃতীয় আবদুর রহমানের খলিফা উপাধি গ্রহণ
- ৩১৯ হিজরি (৯৩১ খ্রি.) কর্ডোভায় ইবনে মাসাররার মৃত্যু।
- ৩২৫ হিজরি (৯৩৫-৩৬ খ্রি.) যাহরা প্রাসাদের প্রতিষ্ঠা।
- ৩২৬ হিজরি (৯৩৭-৮ খ্রি.) কবি ইবন হানীর জন্ম।
- ৩২৯ হিজরি (৯৪১ খ্রি.) কর্ডোভা জামে মসজিদে পানি সরবরাহে ব্যবস্থা চালু।
- ৩৩৪ হিজরি (৯৪৫-৬ খ্রি.) কর্ডোভায় বাইযানটাইন দূতের আগমণ।
- ৩৪০ হিজরি (৯৫১ খ্রি.) কর্ডোভা জামে মসজিদে একটি নতুন মিন নির্মাণ।
- ৩৪৫ হিজরি (৯৫৬ খ্রি.) টরটোসায় জামে মসজিক নির্মাণ এ কর্ডোভার দূতদের ন্যাভারে গমন।
- ৩৫০-৫৫ হিজরি (৯৬১-৬ খ্রি.) খলিফা দ্বিতীয় হাকাম কর্তৃক কর্ডো জামে মসজিদ সম্প্রসারণ।
- ৩৫৩ হিজরি (৯৬৪ খ্রি.) কর্ডোভার মাসলামাহ ইবনে আল-কাসিমে মৃত্যু।
- ৩৬২ হিজরি (৯৭২-৭৩ খ্রি.) কর্ডোভায় বায়েজানটাইন রাজদূতে আগমন।
- ৩৬৮ হিজরি (৯৭৮-৯ খ্রি.) ইবন আল কুতিয়াহ এর মৃত্যু। আমী শহর এবং মদীনাত আল যাহরা প্রাসাদ নির্মাণ।
- ৩৭৭ হিজরি (৯৮৭-৮ খ্রি.) ইতিহাস বেত্তা ইবন হায়্যানের জন্ম।
- ৩৮৪ হিজরি (৯৯৪ খ্রি.) কর্ডোভায় ইবনে হাজমের জন্ম।
- ৩৮৭ হিজরি (৯৯৭ খ্রি.) সমুদ্রপথে গ্যালিসিয়ায় মুসলিম আক্রমণ।
- ৩৯৫ হিজরি (১০০৫ খ্রি.) ফেযের জামে মসজিদে ২য় হিশামে নামের মিম্বর স্থাপন।
- ৩৯৯ হিজরি (১০০৮ খ্রি.) মাদীনাতু যারিয়াহ-এ লুণ্ঠন।
- ৪০৪ হিজরি (১০১৩ খ্রি.) আবুল কাসিম আল যাহরাবির মৃত্যু।

www.pathagar.com

- ৪৫৭ হিজরি (১০৬৫ খ্রি.) গণিতজ্ঞ আল-কারমানির মৃত্যু।
- ৪৭৮ হিজরি (১০৮৫ খ্রি.) ৬ষ্ঠ আলফন্সো কর্তৃক টলেডো পুনঃবিজয়।
- ৫০০ হিজরি (১১০৬ খ্রি.) আয-যাহরাবির মৃত্যু।
- ৫১২ হিজরি (১১১৮ খ্রি.) খ্রিষ্টানদের দ্বারা সারাগোসা পুনঃবিজয়।
- ৫২০ হিজরি (১১২৬ খ্রি.) কর্ডোভায় ইবন রুশদের জন্ম।
- ৫৩৫ হিজরি (১১৩৯ খ্রি.) পর্তুগালের স্বাধীনতা।
- ৫৪৮ হিজরি (১১৫৪ খ্রি.) ভৌগোলিক আল-ইদ্রিসীর রচনা সংকলন।
- ৫৫৬ হিজরি (১১৬১ খ্রি.) আব্দুল মুমিন কর্তৃক জিব্রাল্টার দুর্গ নির্মাণ।
- ৫৫৭ হিজরি (১১৬২ খ্রি.) আবদুল মালিক ইবন যুহরের মৃত্যু।
- ৫৬০ হিজরি (১১৬৫ খ্রি.) সুফী মহিউদ্দিন ইবনুল আরবির জন্ম। দামেস্কে স্পেনীয় ভৌগলিক ইবন আবদুর রহমান আল-মাযিনীর মৃত্যু।
- ৫৬৭ হিজরি (১১৭১ খ্রি.) আবু ইয়াকুব কর্তৃক গুয়াডিল কুইভির উপর সেতু এবং সেভিলের জামে মসজিদ নির্মাণ।
- ৫৭৮ হিজরি (১১৮৩ খ্রি.) জীবনী লেখক ইবন বাশকুওয়ালের মৃত্যু।
- ৫৮৬ হিজরি (১১৯০ খ্রি.) সেভিলের জিরান্ডা মানমন্দির নির্মাণ।
- ৬১০ হিজরি (১২১৪ খ্রি.) আলফন্সো কর্তৃক প্যালেন্সিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।
- ৬৩৩ হিজরি (১২৩৫-৬ খ্রি.) সেভিলের গোল্ডেন টাওয়ার নির্মাণ।
- ৬৩৮ হিজরি (১২৪০ খ্রি.) ফার্নান্ডো ৩য় কর্তৃক কর্ডোভা দখল।
- ৬৪৪ হিজরি (১২৪৬ খ্রি.) তৃতীয় ফার্নান্ডো কর্তৃক ভ্যালেন্সিয়া পুনঃবিজয়।
- ৬৪৯ হিজরি (১২৫১ খ্রি.) তৃতীয় ফার্নান্ডো কর্তৃক জায়েন ও মার্সিযা পুনঃবিজয়।
- ৬৫২ হিজরি (১২৫৪ খ্রি.) খ্রিষ্টানদের সম্পূর্ণ পূর্ব স্পেন দখল। তৃতীয় ফার্নান্ডো কর্তৃক সেভিল পুনঃবিজয়। দামেস্কের ইবনে আল বায়তারের মৃত্যু।

www.pathagar.com

- ৬৫৮ হিজরি (১২৫৪ খ্রি.) কবি ইবনে সাহলের মৃত্যু। স্পেনীয় ভাষায় কালিলা ওয়া দিমনার অনুবাদ।
- ৬৬৮ হিজরি (১২৬৯-৭০ খ্রি.) ১০ম আলফান্সো কর্তৃক সেভিলে আরবীয় ল্যাটিন স্কুল প্রতিষ্ঠা।
- ৭০১ হিজরি (১৩০০ খ্রি.) দামেস্কে স্পেনীয় ব্যাকরণবিদ এবং ভাষাবিজ্ঞানী ইবনে মালিকের মৃত্যু।
- ৭৩২ হিজরি (১৩৩২ খ্রি.) ইবনে ইযহারি কর্তৃক বায়ান আল-মাগরিব রচনা।
- ৭৪৬ হিজরি (১৩৪৫ খ্রি.) ইবন আল-খতিব, লোজায় জন্ম।
- ৭৪৯ হিজরি (১৩৪৮ খ্রি.) তিউনিসে আবদুর রহমান ইবন খালদুনের জন্ম।
- ৭৫০ হিজরি (১৩৪৯ খ্রি.) গ্রানাডায় ভাষাবিজ্ঞানী আবু হায়্যানের মৃত্যু।
- ৭৫২ হিজরি (১৩৫১ খ্রি.) আল-হামরা প্রাসাদের ন্যায় বিচার তোরণ নির্মাণ।
- ৭৬৭ হিজরি (১৩৬৫-৬ খ্রি.) গ্রানাডায় দার আল ইলম (একটি কলেজ) প্রতিষ্ঠা।
- ৭৭১ হিজরি (১৩৬৯-৭০ খ্রি.) গ্রানাডায় ইবন বতুতার ভ্রমণ।
- ৭৭৬ হিজরি (১২৭৪ খ্রি.) ৫ম মুহাম্মদ কর্তৃক গ্রানাডায় একটি হাসপাতাল নির্মাণ।
- ৮৯৭ হিজরি (১৪৯১-৯২ খ্রি.) গ্রানাডার পতন।
- ৯১০ হিজরি (১৫০৪ খ্রি.) ইসাবেলার মৃত্যু।
- ৯৯২ হিজরি (১৫১৬ খ্রি.) ফার্ডিন্যান্ডের মৃত্যু।
- ১০১৮ হিজরি (১৬০৯-১০ খ্রি.) তৃতীয় ফিলিপের নির্দেশে মুসলমানদের চূড়ান্ত বহিষ্কার।
- ১৫১৬ খ্রি. ক্যাথলিক ফার্ডিন্যান্ডের মৃত্যু।
- ১০১৮ হিজরি (১৬০৯-১০ খ্রি.) তৃতীয় ফিলিপের নির্দেশে মরিস্কোদের চূড়ান্ত বহিষ্কার।

www.pathagar.com